ISSN 2319-2151

QUEST

Uluberia College
Uluberia, Howrah-711315

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

2015-16

Vol-10

Uluberia College
Uluberia, Howrah-711 315

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Vol-10, 2015-16
ISSN 2319-2151

Printed by :

IMPRESSION
108, Raja Basanta Roy Road,
Kolkata 700 029
Mobile : 9831455695

Quest

A Bi-lingual Academic Journal

Editor

Dr. Aditi Bhattacharya

Editorial Board

Dr. Debasish Pal, Dr. Siddhartha Sankar Bhattacharya,
Dipak Kumar Nath, Sm. Chandana Samanta
Dr. Uttam Purkait, Dr. Momotaj Begam.

Advisory Committee

Dr. Urvi Mukhopadhyaya
Dept. of History, W.B. State University,

Dr. Biswajit Choudhury
Dept. of applied Chemistry, Indian School of Mines.

Prof. Supriyo Bhattacharya
Dept. of Economics, Kalyani University,

Dr. Manidipa Sanyal
Dept. of Philosophy, Calcutta University,

Dr. Chanchal Dasgupta,
Dept. of Life Science and Biotechnology,
Jadavpur University

We st
memb
feedb
public
year w
Journ
Benga
submi
knowle
journal
esteem

Editorial

We started our journey ten years ago. Sincere effort of the faculty members, their valuable contributions and the encouraging feedback from different academic quarters have made possible the publication of this yearly academic journal uninterruptedly. Last year we successfully fulfilled our dream of making it a Peer-reviewed Journal. Academicians of different renowned institutions of West Bengal happily agreed to cooperate with us by reviewing the articles submitted for publication. Our exploration in different branches of knowledge is going on as it is evident by the articles published in our journal. We look forward to suggestions and comments from our esteemed readers.

Som
Supr
Debo
Dr. Ad
Dr. Jay
Priyan
Dr. Sup
Ratna E

CONTENTS

ড. শুভময় ঘোষ	নাটক 'নীলদর্পণ' ঃ সংলাপ	1
ডঃ বাসন্তী ভট্টাচার্য	স্বপ্নমিছিল	8
ডঃ মমতাজ বেগম	পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিপর্যয় ও মুক্তির সন্ধানে বাংলা কবিতা	21
Soma Mandal (Halder)	Mamang Dai: A Voice from the Northeast	30
Supriya Dhar	Tolstoy - A Rare Talent	36
Debolina Byabortta	Re-presenting 'Logo Centric' Narrative 'Discourse': Changing Poetics of Artefact(s) in the Context of Post-industrial Society in Terms of 'Utility' and 'Significance'	40
Dr. Aditi Bhattacharya	Evil and Suffering: An Approach to the Problem from Different World Religions	47
Dr. Jayashree Sarkar	Ashalata Sen: The Making of a Gandhian Nationalist	59
Priyanka Mallick	The Emergence of Bishnupur Gharana and its arrival in Calcutta	67
জলিয়া হাজরা	বাংলার মন্দির স্থাপত্যে চালারীতির ব্যবহার (সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক)	90
বিশ্বজিৎ বক্সী	'মতুয়া ধর্ম' ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি রূপরেখা	96
স্বাতী সরকার	কালিদাস - সাহিত্যে শাপ ও শাপমোচন	103
Dr. Suparna Banerjee	Heterogeneous Catalysis: Use of Inorganic Porous Solids	110
Ratna Bandyopadhyay	Is Light The Solution To Energy problem?	118

Dr. Bireswar Mukherjee	Study of the temperature dependent NMR spectroscopy- A student friendly approach	123
Dr. Lina Paria	Fuel Cells: A brief Review	131
Jagabanhu Mandal	The Changing Status of The SC/ST Population in India (1981-2011)	138
Asit Kr Kar	"Customer awareness is an effective part of customer satisfaction" :- A case study on Indian markets	153

নাটক 'নীলদর্পণ' ঃ সংলাপ

ড. শুভময় ঘোষ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

[**বিষয়চুম্বক ঃ** মৌলিক বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রত্যূষলগ্নে দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নানাকারণেই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। এ-নাটক রচনার মধ্য দিয়েই এক হিসাবে বাংলা নাটক মুক্তি পেয়েছিল শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনসমস্যার গণ্ডি থেকে। নীলকরদের সঙ্গে সংঘাতে গ্রামীণ কৃষিজীবীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও সাহিত্যে প্রথম ধ্বনিত হয় এই নাটকেই। সেইসূত্রেই 'নীলদর্পণ' বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিবৃত্তের অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সেই শৈশব দশায় পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় দেশ-কালের এই আলোড়নকে সঠিক গুরুত্বে তুলে ধরা খুব সহজসাধ্য ছিল না। বিশেষত, যোগ্য ঐতিহ্য এবং আদর্শের অনুপস্থিতিতে আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা স্তরের গ্রামীণ চরিত্রগুলির যথাযোগ্য সংলাপ রচনাই ছিল দীনবন্ধুর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ভাষা নির্মাণের সেই প্রক্রিয়ায় নাটককারের সঙ্কট, সফলতা এবং সীমাবদ্ধতার সুলুক-সন্ধানই বক্ষ্যমাণ এই নিবন্ধের লক্ষ্য।]

নাটক যেহেতু সর্বার্থেই অভিনয়কলা, তাই এর সার্থকতায় যেমন ঘটনা ও চরিত্রের দৃঢ় কার্যকারণ সম্পর্ক খুবই বড় কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে; তেমনি সেক্ষেত্রে সংলাপের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বরং, এতটাও বললে অত্যুক্তি হয় না যে, সংলাপই অভিনয়মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, নাটকের বক্তব্য, তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, নাটকীয় সংঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ - এ-সমস্তকেই অভিনয়ের পরিসরে বিন্যস্ত করে তোলে সংলাপ। নাটকে তাই সংলাপের বিশ্বাসযোগ্যতার দায় অনেক বেশি। তার (নাটকের) সামগ্রিক সিদ্ধির সম্ভাবনাও মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে সংলাপের আড়ষ্টতা এবং কৃত্রিমতায়।

১৮৬০-এ প্রকাশিত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাংলা নাট্যজগতে যুগান্তর এনেছিল একদিকে তার বিষয়ের বাস্তবানুগামিতায় যেমন, তেমনি সেইসঙ্গে বাস্তবধর্মী সংলাপ প্রয়োগেও। তবু, প্রারম্ভেই বলে নেওয়া ভালো যে, সংলাপরচনার ক্ষেত্রে নাটকটির এই সার্থকতা সার্বিক নয়। 'নীলদর্পণ' যেমন বিশেষভাবে গোলক বসুর পরিবারের কাহিনী

হয়েও সামান্যত স্বরপুরের সাধারণ মানুষের জীবন-কাহিনী; তেমনি এ-নাটকের চরিত্ররাও বিভাজিত হয়ে আছে 'ভদ্র' এবং 'ভদ্রেতর' - এই শ্রেণীবিভাজনে। সেক্ষেত্রে নাটকে সংলাপসৃষ্টিতে নাট্যকারের সাফল্য ধরা পড়েছে খেটে খাওয়া, একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষগুলির সংলাপেই। উল্টোদিকে চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে সংলাপের আড়ষ্টতা এবং কৃত্রিমতা নাটকের নাটকীয়তাকে নাট্যগতিকে মন্থর করেছে। আর 'নীলদর্পণ-এর সংলাপসৃজনে দীনবন্ধুর এই সাফল্য ও ব্যর্থতার কারণ নিহিত আছে সেকালের বাংলা নাট্য-ইতিহাসেই।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দীনবন্ধু যখন 'নীলদর্পণ' রচনা করেছেন, তখনও বাংলা সাহিত্যে ভাবপ্রকাশের উপযোগী শিষ্ট গদ্যভাষা গড়ে ওঠেনি। মধুসূদন যুগের কাব্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন ঠিকই, যদিও তা বাঙালির প্রাণের ভাষা অন্যদিকে বাংলা গদ্যের প্রথম 'যথার্থ শিল্পী' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে সংহত এবং লক্ষ্যভেদী হলেও সে-ভাষা ছিল তৎসম শব্দবহুল সাধুভাষাই - মুখের চলিত ভাষা নয়। তবু, এরই মধ্যে ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলা গদ্যের এক নতুন দিগন্তের দিশারি হয়েছিল। টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী ভাষা বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষার যে লঘু চাল নিয়ে এসেছিল তা ছিল কিংবা কমেডির চরিত্রোপযোগী। মধুসূদন তাঁর লেখা দুটি প্রহসনে ('একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ') আলালী গদ্যের এই নতুন ঘরানাকে করেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু, ১৮৬০-এ সমসাময়িক সামজ সমস্যাসঙ্কুল 'নীলদর্পণ' রচনার সময় সাধারণ 'ভদ্র' মানুষের সামাজিক আলাপচারিতার কোনো আদর্শরূপ দীনবন্ধুর সামনে ছিল না। তাই বাধ্যতই, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব গোলোক বসুর সংলাপ নির্মাণে তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে সাধু গদ্যের ওপরেই।

"বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ কর্তারা যে জমা-জমি করো গিয়েছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার নি।.. বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই।" - 'নীলদর্পণ' একেবারে সূচনাপর্বেই বসুপরিবারের প্রধান গোলোকের মুখের এই কথা সাধুগদ্যই। তবু, সাধু হলেও এ-ভাষা সজীব। এই গদ্যের ভিতরের চলিতেরই সহজ স্পন্দ। সাধুভাষার এই রূপই যদি ব্যবহৃত হতে থাকত জুড়ে গোলোক কিংবা তার দুই ছেলের মুখে, তবে, তাতে আপত্তির কোনো না। বরং, সাধুগদ্য কাঠামোয় চলিতের এই প্রাণস্পন্দী নাট্যসাহিত্যের হাত ধরে বাংলা গদ্যের এক নতুন অভিযানসাফল্যের ইশারায় আমাদেরও আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু নাটক যত এগোয় ততই নবীনমাধব, বিন্দুমাধবের মুখে সে গদ্য ভারী, আড়ষ্ট, আদ্যন্ত

এই সাক্ষাৎ উচ্চারণই পাঠকের মনে ঘটনাটির প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতির বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবেগের এই অসংযম এবং বর্ণনার আধিক্য তীব্র অভিঘাত সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনাকে আরও একবার ব্যাহত করে নাটকের শেষ দৃশ্যে যেখানে বিকৃত মস্তিষ্কা মায়ের হাতে স্ত্রী সরলতার মর্মান্তিক মৃত্যু বিন্দুকে কোনো গভীর শোকে মুহ্যমান করে রাখে না, বরং, সে মুহূর্তেও অনর্গল হয়ে ওঠে তার সংলাপ - "হে মাতঃ জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃ স্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীর হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মরিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতাবধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।" সন্দেহ নেই যে তৎসমশব্দবাহুল্যে ভারী, অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঠাসা দীর্ঘায়িত এই জটিলবাক্য বসু পরিবারের ট্রাজেডিকে দর্শক বা পাঠকমনে তীব্র জ্বালায় জাগিয়ে তোলে না, বরং, তাকে উৎসমুখেই প্রশমিত করে দেয়। কেবলমাত্র নবীনমাধব বা বিন্দুমাধবই নয়, নাটকে স্বরপুরের 'মাতব্বর রাইয়ত' অল্পশিক্ষিত সাধুচরণের সংলাপও ক্রমশই সহজ সাবলীলতা ছেড়ে অকারণ জটিল হয়ে ওঠে - "আমার বোধ হয় নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন"। একজন গ্রাম্য চাষার মুখে সাধুগদ্যের এই আড়ম্বর নিতান্তই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

একদিন এই সাধুচরণের মুখেই উড সাহেবের কুঠিতে সাধুভাষার প্রয়োগ দেখে গোপীনাথ দেওয়ান বলেছিল - "সাধু, তোর সাধু ভাষা রাখ চাষার মুখে ভাল শুনায় না, ..." - পাঠকের দিক থেকে এই কটাক্ষে কেবল সাধু নয় 'নীলদর্পণ'-এর সমস্ত ভদ্র মানুষের প্রতিই। নাটকে চরিত্রের গড়ে ওঠা এবং ঘটনার বিশ্বস্ততা তৈরিতে সংলাপের যে দায় আছে, এ-নাটকে ভদ্রচরিত্রের মুখের সংলাপ সেই বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অথচ, ঠিক এর বিপরীতে প্রাণের সহজ স্ফূর্তি নিয়ে আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে 'নীলদর্পণ'-এ ভদ্রেতর মানুষের ভাষা। তোরাপ, আদুরী, রাইচরণ কিংবা অন্যান্য রায়তদের সংলাপরচনায় দীনবন্ধু নির্ভর করেছেন কথ্য ভাষার উপরেই। সাধারণের মুখের কথার সেই সহজ স্পন্দই আদ্যন্ত সাবলীল রাখে এই ভাষাকে। কথ্য ভাষার অনায়াসপটুতা তখন জলের তোড়ে এগিয়ে নিয়ে যায় নীপদর্পণের নাট্যঘটনাকে। প্রসঙ্গত, বলা জরুরি, এ-নাটকে ব্যবহৃত কথাভাষা কিন্তু মধুসূদনের প্রহসন কিংবা আলালী গদ্যের প্রতিফলন নয়; এ-ভাষা নাট্যকারের জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। দীনবন্ধু নিজে নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন। নীলকর-অত্যাচারপীড়িত নদীয়া -যশোর-খুলনার সাধারণ গ্রাম্য মানুষের ভাষাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন সাধারণ

কর্ষণজীবী মানুষের যোগ্য ভাষা হিসাবে। এ-বিষয়ে আরও যা লক্ষ করবার তা হলো, তোরাপ, আদুরী, পদীময়রাণী - এদের কারো মুখেই উল্লিখিত তিন জেলার ভাষাভঙ্গির পার্থক্যটিকে অটুট রাখেননি দীনবন্ধু। বরং নাট্যপ্রয়োজনে এই তিন জেলার আঞ্চলিকতাকে মিশিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছেন বিমিশ্র এক ভাষা। সে -ভাষা মাটির রসে প্রাণ পাওয়া। আসলে, দীনবন্ধু সচেতনভাবেই এই মিশ্র ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে নীলকরদের অত্যাচারের বিস্তৃত ক্ষেত্রটিকে চিনিয়ে দেন পাঠককে।

উপস্থিতির প্রথম মুহূর্ত থেকেই সংস্কৃতগন্ধী সাধু গদ্যের বিপ্রতীপে যেন সহজ প্রাণের স্পর্শ নিয়ে এসেছে এই ভাষা। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই রাইচরণ যখন জানায় - " আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ, যে রোক্ করে মোর দিকি আস্‌চিলো, বাবা রে। মুই বলি মোরে বুঝি খালে"[৯], কিংবা, অন্যত্র তোরাপ যখন বলে - " আল্লা, বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না।"[১০] - তখন রাইচরণের সেই বর্ণনা বা তোরাপের আত্মগ্লানি খুব সঙ্গত কারণেই পাঠককে স্পর্শ করে সংলাপের স্বাভাবিকতার জোরে। কেবল তাই নয়, প্রতিদিনের এই কথার ভিতর থেকেই তৈরি হয় তোরাপের প্রতিরোধও - "ম্যারে ক্যান ফেলায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না - ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ... মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনই পারবো না - জান কবুল।"[১১] উদ্ধৃত এই সংলাপে কথ্যভাষার স্বাভাবিক চালের সঙ্গে 'হিল্লেয়,' 'জান কবুল' ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ জীবন্ত করে তোলে চরিত্রের বিশিষ্টতাকে। শ্রেণীগত দিক থেকে চরিত্রের এই স্বরস্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে এই সব গ্রামীণ মানুষের মুখে গ্রাম্য, 'ইতর' শব্দের ব্যবহারেও। বলা বাহুল্য, বাংলার কৃষক ক্ষেতমজুর অধ্যুষিত গ্রামীণ প্রেক্ষিতটিকে বিশ্বস্ত করে তুলতে চেয়েই তোরাপ, আদুরী কিংবা পদী ময়রাণীর মুখে তথাকথিত অশ্লীল শব্দ বসাতে কুণ্ঠিত হননি দীনবন্ধু। নাটককারের এই অভীপ্সা যে ব্যর্থ হয়ে যায় নি তা বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্যেই - "আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"[১২]

'নীলদর্পণ' নাটকে ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপের বিশ্বাসযোগ্যতার আরও একটি কারণ অসংখ্য প্রবাদ - প্রয়চনের ব্যবহার। 'কাঙ্গালের কথা বাসি হলে খাটে', 'জীব দিয়েছে যে আহার দেবে সে', 'পাঁচদিন চোরের একদিন সেদের' ইত্যাদি অজস্র প্রবাদ-প্রবচন ভর করে আছে তাদের কথায়। বাংলার নিজস্ব এই প্রবাদ প্রবচনগুলি এ-নাটকের সংলাপকে কীভাবে শক্তিশালী করে তুলেছে তা জানিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন - " নীল

-দর্পণের ভিতর দিয়া পল্লীর যে জীবন তিনি রূপায়িত করেছেন, প্রবাদ প্রবচন 'ইডিয়ম' তাহার নিত্যসহচর; সুতরাং ইহা পরিত্যাগ করিয়া যদি তিনি সেই জীবন রূপায়িত করিতে যাইতেন, তবে তাহা নিতান্ত খণ্ডিত হইয়া পড়িত, তাহার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশ পাইত না।"[১৫]

এ-নাটকে বিভিন্ন নারী চরিত্রের সংলাপও সাধারণভাবে মৌখিক ভাষাপ্রয়োগে, নারীসুলভ সম্বোধনে, গ্রাম্য ছড়ার প্রয়োগে সহজ, সাবলীল। যদিও গোলোক বসুর পরিবারের সম্ভ্রান্ততা বজায় রাখতেই হয়তো নাট্যকার সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, সাবিত্রীর সংলাপে আঞ্চলিকতার-এ বিশেষ সুরটি বর্জন করেছেন। কিন্তু, সৈরিন্ধ্রী, সরলতার কথার এই সহজ সাবলীলতা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে যে-মুহূর্তে এদের প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নবীন এবং বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করেছেন দীনবন্ধু। তাই, সরলতা যখন জানায় যে বিন্দুমাধবের 'আগমন প্রতীক্ষায়' 'নবসালিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল'[১৬] হয়ে ছিল সে; কিংবা, নবীনের মৃত্যুতে সংজ্ঞাহারা সাবিত্রীকে দেখে সৈরিন্ধ্রী যখন বলে - "আহা! হা! বৎসহারা হাম্বারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন।"[১৭] - তখন পাঠকের কানে তা রূঢ়তায় বেজে ওঠে। সবশেষে, স্বামী হারানোর নিদারুণ শোকার্তি যখন সৈরিন্ধ্রীর মুখে পয়ার ছন্দে রূপ নেয়, তখন উনিশ শতকের সমস্যাকীর্ণ পল্লীসমাজের বাস্তবতা ছাড়িয়ে তা যেন পুরাণের অলৌকিকতার দূরত্বকে স্পর্শ করে। অথচ, ঠিক এর বিপরীতে প্রাণের ভাষার স্বতঃস্ফূর্ততায় ক্ষেত্রমণির মৃত্যুদৃশ্য অনেক বেশি করুণ ও মর্মান্তিক হয়ে ওঠে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ সমালোচক A. Nicoll তাঁর " Theory of Drama" গ্রন্থে সংলাপ সম্পর্কে জানিয়েছেন যে "It is through the dialogue and through the dialogue alone as interpreted by the actors, that he can convey his story to the assembled audience. "[১৮] নাটকে সংলাপের এই ভূমিকার কথা মনে রেখে বলা যায় যে, দীনবন্ধুর নীলপর্দণ নাটকে ভদ্রেতর চরিত্রের মুখে গ্রাম্য, চাষাড়ে ভাষার কথ্য গদ্যের প্রয়োগ আঞ্চলিকতার সুরে অব্যর্থ ভাবে তুলে ধরেছে সেদিনের একটি সমাজ সমস্যাকে। আর অন্যদিকে, সামাজিক সেই জলজ্যান্ত সমস্যাকে ঘিরে বসুপরিবারে যে ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডির সম্ভাবনা নিহিত ছিল, তার আবেদন তরল হওয়ার দায়ও অনেকাংশত সংলাপেরই। ভদ্র চরিত্রের সংলাপের এই আলঙ্কারিক অতিরেক , অসংযম এবং বর্ণনার আতিশয্য বাস্তবতা ও বিশ্বস্ততার ভূমি থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে সায় এর নাট্যঘটনাকে।

সূত্র সংকেত

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃঃ ৭৭

২. তদেব, পৃঃ ৭৮

৩. তদেব, পৃঃ ১০৬

৪. তদেব, পৃঃ ১০৮

৫. তদেব, পৃঃ ১১৯

৬. তদেব, পৃঃ ১৩৯

৭. তদেব, পৃঃ ১৩৫

৮. তদেব, পৃঃ ৮২

৯. তদেব, পৃঃ ৭৯

১০. তদেব, পৃঃ ১২৭

১১. তদেব, পৃঃ ৯০

১২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা,' বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৭৩, পৃঃ ১১৩৩

১৩. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃঃ ৭০

১৪. তদেব, পৃঃ ৯৪

১৫. তদেব, পৃঃ ১২৯

১৬. উদ্ধৃত, ড. বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ', তুলসী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃঃ ৪৮

স্বপ্নমিছিল

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

[বিষয় চুম্বক ঃ ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানকার জনজীবনের কথা। কথাকাররা সমাজের বুকে ঘটে চলা অসাম্যের ছবি এঁকেছেন তাঁদের কথাসাহিত্যে। সমাদের প্রান্তিক মানুগুলোর সুখ-দুঃখ, হতাশা - অসহায়তার কথা উঠে এসেছে কথাকারের দরদী কলমে। বিশেষত ছোটগল্পগুলি স্বল্প পরিধির মধ্যেই সূচীমুখ তীক্ষ্ণতায় তুলে ধরেছে মানুষের বেদনার করুণ ইতিহাস। ওড়িয়া, মালয়ালি, গুজরাতি, হিন্দী, তামিল ও মারাঠি ভাষায় রচিত ছ'টি ছোটগল্প আলোচিত হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে। প্রদেশ-গুলির ভাষাই কেবল ভিন্ন ভিন্ন নয়, ভিন্ন তাদের সাংস্কৃতিক কাঠামো। তবু বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের কথা বলতে গিয়ে লেখকদের অনুভব একই তারে বাঁধা পড়েছে। কখনো প্রতিবাদ, কখনো ব্যঙ্গ, কখনো বেদনার করুণ সুরে বারবার ধ্বনিত হয়েছে মানুষের ভালো না থাকার কাহিনী। আর একই সঙ্গে বোনা হয়েছে মানুষের ভালো থাকার স্বপ্ন।]

বনচারী মানুষ একদিন সমাজ গড়েছিল। বাইরের শতসহস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধতাকে হাতিয়ার করেছিল। সফলও হয়েছিল মানুষ। কিন্তু মানুষের ভিতরের অন্তর্লীন প্রবৃত্তি তাকে প্ররোচিত করেছিল সমাজকাঠামোর অবশ্যম্ভাবী শর্তকে ভাঙতে। তাই ধনী-নির্ধন, জাত-পাত, সাদা-কালো অজস্র দ্বন্দ্বে ভেঙে গেছে এ সমাজ বারবার। তৈরী হয়েছে অজস্র ক্ষতচিহ্ন। আপাত ভালো থাকার প্রলোভনে মানুষ বারবার হারিয়েছে তার মানবতা। আবার মানুষই ঘটিয়েছে সেই মানবতার পুণঃপ্রতিষ্ঠা। বিচিত্র এই সমাজসংসারে দেবতা-মানুষ-অমানুষের সহাবস্থানে বারবার লঙ্ঘিত হয়েছে মানুষের ভালো থাকার শর্ত। তবু কিছু মানুষ দেখেই গেছে সব মানুষের ভালো থাকার স্বপ্ন। আর তাই মানুষের ভালো না থাকার ছবিকে তুলে ধরা হয়েছে বারবার সাহিত্যের পাতায়। সাহিত্য দেখে ও দেখায়। যথার্থ সাহিত্য গড়ে ওঠে জগৎ সংসারকে ব্যাপ্তভাবে ও গভীরভাবে দেখে, আবার যথার্থ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে চেনাজানা হয় এই বিপুল বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সঙ্গে। কথাকাররা তো এই সমাজেরই অংশ। তাঁরা এই সমাজসংসার থেকেই খুঁজে পান তাঁদের লেখনীর উৎসকে। বা বলা ভালো সমাজের নানা অসঙ্গতি

তাঁদের উদ্বুদ্ধ করে কলম ধরতে। এই প্রকৃতির সবকিছু সবার জন্য - সাম্যবাদের এই সহজ সত্য যখন কিছুতেই শাশ্বত সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না তখনই কলম ধরেন শিল্পী-কথাসাহিত্যিকরা। কথাসাহিত্যিকদের কলমে চিত্রিত হয় সমাজবাস্তবতার ছবি। এই জগৎ-সংসারকে যিনি যত ব্যাপ্ত ও গভীর ভাবে দেখে থাকেন তাঁর হাতেই ফুটে ওঠে মানবজীবনের নিখুঁত ছবি।

মানবজীবনের বৈচিত্ররূপায়নে ছোটগল্পের ভূমিকা বেশ উল্লেখযোগ্য। ভারতের মতো বহুভাষাভাষী দেশে ছোটগল্পের দুনিয়াও স্বভাবতই বর্ণময়। বৈচিত্র্যে ভরা অজস্র ভাষার অজস্র সে সব গল্প তুলে ধরে সারা ভারতের জনজীবন ও সমাজজীবনকে। জীবনধারনের মৌলিক চাহিদার নিরিখে যে মানুষগুলো প্রান্তিক হয়ে বাঁচে তাদের কথা গল্পকার তুলে আনেন আন্তরিক আবেগে। সে আবেগ কখনো প্রতিবাদের ভাষায়, কখনো ব্যঙ্গে, কখনো কারুণ্যে বিদ্ধ করে এ সমাজকে। হয়তো বা প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গের আড়ালে এ আশাই পোষিত হয় - একদিন সব মানুষ সমান ভালো থাকবেই।

ওড়িয়া লেখক কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহীর গল্প 'বিজয় উৎসব'। দুর্ভিক্ষ পীড়িত নিউছুয়া গাঁয়ে ঘরে ঘরে না খেতে পাওয়া মানুষের বাস, বাস না বলে দিনযাপন বলাই ভালো। সরকারি সিদ্ধান্তে ওড়িষ্যাকে 'উদ্বৃত্ত প্রদেশ' ঘোষণা করে ধান রপ্তানি শুরু হবার পর থেকেই ধানের অভাব শুরু হয় গ্রামে। ক্রমে আকাল আসে। চালের বিকল্প হিসাবে গরিব মানুষের খাদ্য হয় শ্যামাচাল। শ্যামাচাল নামেই চাল, আসলে এটি ধান গাছের মত লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় বুনো ফল। এই গ্রামেই বাস করে দুই ভাইবোন মুকুন্দ ও মাণিক। ঘরে তাদের অসুস্থ শয্যাশায়ী বাবা। অপুষ্টিতে মারা গেছে তাদের মা, দুই ভাই। অভাবের তাড়নায় ঘর ছেড়েছে দিদি। তায় লেগেছে যুদ্ধ। জাপানের হার হলেই আবার কেরোসিন পাওয়া যাবে, ধান-চাল সস্তা হবে, মানুষ পেট পুরে খেতে পাবে এই আশাতেই আছে মামুষ।

মুকুন্দর দিন কাটে মৃত্যুপথযাত্রী বাবার ওষুধ ও পথ্যের জন্য চাল যোগাড় করতে। নুয়াপাড়ার বাঞ্ছা সাহু বা মণিজঙ্ঘার সাধু পান্ডা যার কাছে হোক তাকে মাথা নিচু করে হাত পেতে দাঁড়াতেই হবে। বোন মাণিককে সে কারো দরজায় হাত পাততে যেতে দিতে পারবে না। সে স্বপ্ন দেখে অন্তত একবেলা রোজ মাণিক ভাত রাঁধবে আর বাপকে খাওয়াবে, নিজে খাবে। নিজে তিনদিন না খেয়েও সে স্বপ্ন দেখে আপনজনের জন্য, নিজের জন্য নয়। মুকুন্দ ভাবে, "হয়তো দুটো গরম গরম খেতে সাধ মেয়েটার। কখনো তো দুটো মোয়া কি নাড়ু কিছু ভালোমন্দটা খেতে পেল না। নিজে না হয় তিন-চারদিন কিছু না খেয়ে রয়ে যায়। পুরুষ মানুষ বলে কথা। যেমন-তেমনে চলে। নতুন আর কী! তা বলে ছোট বোনটা না খেয়ে ছটপট করবে!" এই আকাল তার পরিবারের অনেককে নিয়েছে তবু সে আশা রাখে একটু ভাত খাওয়াতে পারলেই সে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে

তার বাবাকে। এই আশা নিয়েই সে চাল আনতে যায় প্রতিবেশী গ্রামের মহাজনের কাছে। বহুকষ্টে সে চাল যোগাড় করে কিন্তু চাল নিয়ে বাড়িতে ফেরার আগেই মৃত্যু হয় তার বাবার। সে চাল খরচ হয়ে যায় শ্রাদ্ধশান্তির কাজে। তারপর আবার শুরু হয় বোনের জন্য চালের সন্ধান। এবারে সে চাল পায় বিস্তর ঘুরে ঘুরে। সে দ্রুত ফিরতে চায় বোনের কাছে। ফেরার পথে সে পথ আর তার ফুরায় না। অনাহারে জীর্ণ শরীর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গাঁয়ে ঢোকার মুখেই, তখনও সে স্বপ্ন দেখে এই চালটুকু মাণিকের কাছে পৌঁছাতে হবে, মাণিক গরম ভাত রাঁধবে। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গরম ভাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে থেমে যায় মুকুন্দের সব স্বপ্ন।

সেদিনই গাঁয়ে খবর এল জাপানের হার হয়েছে। সারা গ্রাম জুড়ে পালিত হবে বিজয়োৎসব। দরজায় দরজায় আমপাতা ঝুলানো হবে, থানা থেকে মিষ্টি বিলোনো হবে স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য। আর সবচেয়ে জমকালো বিজয়োৎসব বুঝি পালিত হবে মুকুন্দের জন্য। মানুষের কাঁধে চেপে শেষযাত্রার সৌভাগ্য ঘটবে তার। আকালের দিনে কত মানুষই তো মরেছে। মুকুন্দ তো নিজের চোখেই দেখেছে শ্মশানের রাস্তায় হাড়ের স্তূপ। তার বাবা-মা-ভাইদের গতিও তো ওই হাড়ের গাদাতেই হয়েছে। আর সে যাবে মানুষের কাঁধে চেপে। যদিও এই প্রথম ও এইই শেষ। রাজনীতির জটিল হিসাবে জাপানের হাত তার মৃত্যুকে ও উৎসবে পরিণত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কালিন্দীচরণ তাঁর ভাই ভগবতীচরণের মার্ক্সীয় ভাবধারাতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের উদাসীনতা তাঁকে মানুষের জন্যে কাঁদিয়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন রাজনীতির লড়াইয়ের সাধারণ গরিব মানুষের লাভ হয় না, ক্ষতিই হয় সর্বদা। জমি হারায়, ভেঙে যায় অর্থনীতির কাঠামো, ভেঙ্গে যায় পরিবারের বন্ধন। অভাব, অনাহার, অপুষ্টির পরে আসে মৃত্যু। তখন রাজনীতির চালে জিতে এলেও পরাজিতই থেকে যায় মানুষ। একদিকে রাষ্ট্রের বিজয়উৎসব অন্যদিকে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া অসহায় অকালমৃত মানুষের শোভাযাত্রা - ব্যঙ্গ করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে, সমস্ত সভ্যতাকে।

দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে মানুষ কিভাবে রাজনীতির দাবার ঘুঁটি হয়ে পড়ে তাই দেখালেন কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। আবার বন্যাকে ঘিরে 'বন্যা' গল্পে মালয়ালি ভাষার লেখক তাকাশি শিবশঙ্কর পিল্লাই দেখালেন এক ধারাবাহিক নিষ্ঠুরতার ছবি। কেরালার সমাজজীবনে সামন্ত প্রথা, ভৃত্যতন্ত্র যে প্রভু-ভৃত্য নির্বিশেষে সবার মধ্যেই কাজ করে তারই নিদর্শন এই গল্পটি।

বন্যার প্লাবনে ভেসে গেছে প্রায় সারা গ্রাম। উঁচু ডাঙার খোঁজে সবাই যে যার মত চলে গেছে। জলে ডোবা কুঁড়েতে মনিবের সম্পত্তি পাছে চোরের হাতে পড়ে সেই কারণে

ভৃত্য চেন্নান রয়ে গেছে ডুবে থাকা কুঁড়েতে। সে ঘরের চালটুকুই কেবল রয়ে গেছে জলের উপর জেগে। চেন্নানের সঙ্গে রয়ে গেছে তার স্ত্রী, বাচ্চারা, একটা বেড়াল ও একটা কুকুর। একটানা তিনদিন বৃষ্টিতে এবার কুঁড়ের চালটাও বুঝি ডুবে যাবে। চেন্নান কোনরকমে একটা উদ্ধারকারী নৌকায় পরিবারের সকলকে তুলে দিল, নিজেও উঠল, এমনকি পোষা বিড়ালটাকেও তুলে দিল কিন্তু ভুলে গেল কুকুরটার কথা। কুকুরটা সেই সময়েই ঘুরে ঘুরে দেখছিল পুরো চালাটা। চেন্নানের মনিব যেমন চেন্নানকে ফেলে গেছে, চেন্নানও তার পোষা কুকুরটাকে ফেলে চলে গেল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। কুকুরটা কখনও ক্ষুধায় কাতর হয়ে কাঁদল, কখনও জলে ভেসে আসা কুমীর বা সাপ দেখে ভয়ে কাঁদল, কখনও একটানা বৃষ্টিতে ভিজে শীতে কুঁকড়ে কুঁকড়ে কাঁদল। কেউ শোনার মত নেই। এরই মধ্যে কুকুরটার কানে এল মানুষের গলা। তার সজাগ প্রভুভক্ত মন জানিয়ে দিল বাড়িতে চোর এসেছে। পরিত্যক্ত ভিটাতে কলা, নারকেল, খড় চুরি করতে চোর এসেছে। তার প্রভু তাকে ফেলে গেছে তাকে ভুলে গিয়ে, কিন্তু কুকুরটা প্রভুভক্তি ভুলতে পারলো না। সে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে লোক দুটোকে আক্রমণ করলো। প্রতিআক্রমণে মাথায় দাঁড়ের বাড়ি খেল। কুকুরটার অবিশ্রান্ত চিৎকারেই চোরগুলো লোক জানাজানির ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। পরদিন ভেসে চলা একটা মরা গরু খেতে গিয়ে গরুটা সহ কুকুরটা তলিয়ে গেল বন্যার জলে। "তারপর শোনা গেল শুধু ঝড়ের গোঙানি, ব্যাঙের মকমকি আর নদীর বুকে ঢেউয়ের শব্দ। কুকুরও (কুকুরটাও) নিশ্চুপ। কুকুরটার বুক ফাটানো আর্তনাদ আর গোঙানি আর শোনা যায় না। মরা মড়া নদীতে ভেসে যায়। কাকরা নির্বিকার ভাবে মড়া ঠুকরে খায়। চারদিকে এক মহাশূন্যতা। চোর-ছ্যাচোড়রা লুঠ করে চলে। তাদের বাধা দিতে কেউ নেই। কিছুক্ষণ পরে কুঁড়েটাও যায় তলিয়ে। চারদিকে শুধু অপার অনন্ত জল, শুধু জল। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, কুকুরটা তার মনিবের সম্পত্তি রক্ষা করেছে। এখন কুমিররা তাকে খাচ্ছে।"
চেন্নানকে তার মনিবের ফেলে যাওয়া এবং চেন্নানেরও তার কুকুরকে ফেলে যাওয়ার অমানবিক নিষ্ঠুরতার কাহিনী বুঝি এভাবেই শেষ হল।

কিন্তু গল্পটা এখানে শেষ হল না। বঞ্চিত প্রাণের করুণ কান্নার সাক্ষী তাকাশি শিবশঙ্কর পিল্লাই দেখালেন কুকুরটার মৃত্যুপরবর্তী ছবিও। কুকুরটার চিৎকার গোঙানি থেমে যাওয়ার পর চারিদিকে নেমে এল স্তব্ধতা। বিনা প্রতিরোধে চলল চোরদের লুঠতরাজ। লুঠেরারাও গেল নিশ্চিন্ত হয়ে। তারপর একদিন প্রকৃতির নিয়মে বৃষ্টি থামল, জল নামল। চেন্নান ফিরে এল মনিবের ঘরের খোঁজে, নিজের কুকুরের খোঁজে। একটা নারকেল গাছের তলায় দেখলও একটা মরা কুকুর তখনও জলের ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। চেন্নান চিনতে পারলো না তার কুকুরকে। কুকুরটার কান ছেঁড়া, চামড়া পচে গিয়ে চামড়ার রং চেনা যাচ্ছে না। কুকুরকে তো চেনা যায় তার গায়ের কালো, বাদামী রং দিয়েই। কিন্তু

মৃত্যুতে যে সব চেনা অচেনা একাকার হয়ে গেছে, মুছে গেছে চেনা সব দিক; হয়তো বা প্রভুভক্তির সব দিকগুলোও মুছে গেছে মৃত্যুতে, ধুয়ে গেছে বন্যার জলে। মানুষের অবহেলা সইতে সইতে প্রকৃতি একদিন রুষ্ট হয়। মানুষও তেমনি রাজনীতি ও সময়ের অত্যাচার সইতে সইতে প্রকাশ করে তার রাগ-দুঃখ-অসহায়তাকে। কখনো রাজনীতির কূট চালে সৎ মানুষ হয়ে যায় আসামী, আবার কখনো সমাজের নিরন্তর অবহেলা ও শোষণ সইতে সইতে মানুষের কুঁড়েমি হয়ে ওঠে তার প্রতিবাদের ধরন।

গুজরাতি লেখক জাঁভেরচাদ মাখানির লেখা ছোটগল্প 'আসামি'। দলের নেতাকে মারার প্রতিবাদে দলেরই এক সাধারণ কর্মী বিরোধী পক্ষের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে এবং জেলে যায়। জেলে যাবার আগে আসামী তার নেতার কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি পায় তাতে তার মনে বিশ্বাস জাগে তার কয়েদবাসের মেয়াদ অল্পই হবে। কিন্তু জেলে ঢুকে ওয়ার্ডেনের কড়া ব্যবহারে সে ক্রমশ বুঝে যায় তাকে আরো বাকি আসামীর মত নিয়ম মেনেই চলতে হবে। সে বুঝে যায় নেতার প্রতিশ্রুতি যেমন ফাঁপা ছিল তেমনই ফাঁপা ও আবেগময় ছিল তার দলের সহকর্মীদের নানা সান্ত্বনাবাক্য। সশ্রম কারাদণ্ডের নিয়ম মানতে আসামীর কষ্ট হয় কিন্তু তার আত্মমর্যাদা বোধ তাকে নত হতে দেয় না। তাই কষ্ট স্বীকার করেই সে নিজের ভাগের কাজটুকু করে যায় - তা সে খালি গায়ে বরফ কারখানার কাজই হোক বা চামড়া কারখানার কাজ। ক্রমশ সে নিজের দোষকে সাদা চোখে দেখতে শেখে, বীরত্বের চশমা দিয়ে নয় - যা তার দলের লোকেরা তাকে বুঝিয়েছিল জেলে ঢোকার সময়ে। তার অহংবোধই তার মোহভঙ্গ ঘটায়। আসামীর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে কষ্ট করতে শেখায়। সে আপস করে না তার কাজের সঙ্গে। তার চরিত্রের এই দৃঢ়তা মুগ্ধ করে জেলের দারোগাকে। আসামীর বুকের চাকতির সংখ্যা ছাপিয়ে ব্যক্তিগত অনুভূতির সেতু গড়ে ওঠে দারোগা ও আসামীর মধ্যে।

জেলে আসামির সঙ্গে দেখা করতে আসে তার বৌ। আসামি ও তার বৌ দুজনেই দুজনকে মিথ্যা বলে যে নেতার প্রতিশ্রুতি মত তারা ভালো আছে। নেতা যে দুজনকে ঠকাচ্ছে তা তাদের কথায় বোঝা যায় কিন্তু তারা পরস্পরকে মিথ্যা বলে সুখী করতে চায়। তারপরেই জেলের কয়েদীরা মিলে জেল পালানোর ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আসামি পালায় তো নাই বরং খোলা দরজা ওয়ার্ডেনকে বন্ধ করে দিতে বলে। কারণ শনিবার তার কাছে অশুভ সে শনিবারে কোন পদক্ষেপই আর নেবে না। আপাতভাবে যে রাগী, গুন্ডা আসামি তার এ আচরণে ওয়ার্ডেনের আসামিকে ছেলেমানুষ বলে মনে হয় এবং আসামির সংখ্যা ছাপিয়ে ওয়ার্ডেনের সঙ্গেও গড়ে ওঠে এক ব্যক্তিগত অনুভূতির সম্পর্ক। এই সম্পর্ককে ভিত্তি করেই ওয়ার্ডেন একদিন আসামিকে তার অসুস্থ বৌকে দেখতে যাবার অনুমতি দেয় সন্ধ্যের আগে - কয়েদিসংখ্যা গুনে মেলানোর আগে ফিরে আসার শর্তে। আসামি যায় এবং সন্ধ্যে হলেও ফিরে আসে না। ওপরওয়ালার ধমকে

ওয়ার্ডেন নিজের পদত্যাগ পত্র লেখে। সই করার পূর্বমুহূর্তে ফিরে আসে আসামি। ওয়ার্ডেন বোঝে আসামির পরিচয় যতই আইনের চোখে আসামি হোক না কেন প্রকৃত বীর কখনো সত্যভঙ্গ করে না। এ বীরত্ব বাইরে থেকে আরোপিত নয়, এ তার অস্তিত্বের অঙ্গ।

জানা যায় নেতাকে খুন করেছে আসামি। যে নেতা তাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বৌকে সাহায্য করার ছলে সর্বনাশ করেছে সেই নেতাকে আসামি খুন করেছে। কিন্তু বাইরে প্রচারিত হয় টাকার হিসেবের মতানৈক্য ঘটায় আসামি খুন করেছে নেতাকে। আসলে এই ধরনের নেতারা মিথ্যাকে সম্বল করেই চলে, কিন্তু বাইরে সাধু সেজে থাকে। সমাজও এই নেতাদেরই বিশ্বাস করে, প্রকৃত সৎ মানুষকে নয়।

নেতাকে খুন করার অপরাধে আসামির ফাঁসির হুকুম হল। ছুটে এল জেলে আসামির বৌ। সে দাবি করল নেতাকে খুন করেছে সেই। আসামি ও তার স্ত্রীর পরস্পরকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যাভাষণে অস্পষ্ট থেকে গেল প্রকৃত অপরাধী কে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে গেল আসামি বলে দেগে দেওয়া মানুষটির প্রকৃত পরিচয়।

ফাঁসির আসামিকে ধর্মের বাণী শোনাতে আসে ধর্মগুরু। আন্তরিকতাহীন একই প্রার্থনার যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে আসামি বিরক্ত হয়। তথাকথিত ধর্মবাণী তাকে সান্ত্বনা যোগায় না। আসলে জেলের এই রুটিনমাফিক ধর্মবাণীও তো এই সমাজের গড়ে তোলা বিচার ব্যবস্থারই অঙ্গ। যে বিচারব্যবস্থা প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারে না, সেই বিচারব্যবস্থার ধর্মবাণী মানুষকে প্রকৃত অর্থে উদ্ধার করতে চায় না, শান্তি দিতেও পারে না। আসামি প্রত্যাখ্যান করে সেই ধর্মবাণীকে।

আসে ফাঁসির পূর্বমুহূর্ত। ওয়ার্ডেন জানতে চায় আসামির শেষ ইচ্ছা। আসামি জানায় তার শেষ ইচ্ছার কথা। ওয়ার্ডেনের জ্বালিয়ে দেওয়া দেশলাইয়ের আগুনে সে তার জীবনের শেষ ধূমপানের সাধ মেটাবে। ওয়ার্ডেন তাই করে। "ওয়ার্ডেন দেশলাই জ্বালিয়ে বাচ্চার মুখে ধরা বিড়িতে কাঠি ঠেকায়। বিড়ি জ্বলে ওঠে, বিড়ির ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে চার চোখ পরস্পরকে দেখতে থাকে। ধোঁয়ার কুন্ডলী আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে। জেলের মিনার থেকে অন্তিম সময়ের ঘন্টা বাজে।"

স্বয়ং গান্ধীজীর কাছ থেকে 'রাষ্ট্রীয় শায়র' জাতীয় লেখক উপাধি পাওয়া সমাজসংস্কারক লেখক বুঝিয়ে দেন রাজনীতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে সৎ মানুষ আসামি হয়ে যায় যে বিচারব্যবস্থায় সেই ব্যবস্থার জেল আসামিকে মানুষ বলে মনেই করে না, তাকে সংশোধনও করে না। বরং ঠেলে দেয় ফাঁসিকাঠের দিকে।

লেখক জাভেরচাঁদ মেঘানির প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনীর' অনুবাদভিত্তিক কাজ 'কুরবানি-নি-কথা' (আত্ম-বলিদানের কথা)।

রবীন্দ্রদর্শনের অনুরাগী লেখকের তাই হয়তো বিশ্বাস, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই দেখি ওয়ার্ডেন জেলের অপরাধ, অবিশ্বাসের মধ্যে বাস করেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারায় না। প্রথামত যান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও ওয়ার্ডেন যন্ত্র হয়ে যায় নি। আসামির জন্য তার এখনও দুঃখবোধ হয়। আসামিকে নিজে হাতে দেশলাই জ্বেলে বিড়ি খাওয়াবার মত নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে সে। এমনকি নিজের চাকরির ঝুঁকি নিয়েও সে আসামির ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবোধে সামিল হয়। গল্পের শুরুতে আসামিকে বেনিয়মে সাহায্য করার জন্য নেতা তাকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন সে সেই ঘুষের টাকা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। অথচ গল্পের শেষে সেই ওয়ার্ডেনই কোনরকম ঘুষ বা চাপের প্ররোচনা ছাড়াই আসামির পাশে এসে দাঁড়ায়। বড়ো হয়ে ওঠে মানবতা।

মানবতা কিভাবে মানুষের মধ্য থেকেই নিঃশেষে মুছে যায় তার আশ্চর্য কাহিনী শোনালেন উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ধনপত রাই শ্রীবাস্তব ওরফে মুন্সী প্রেমচন্দ, তাঁর বিখ্যাত গল্প 'কফন' এ - কফন অর্থাৎ মৃতদেহকে ঢাকার নতুন কাপড়।

শীতের রাতে প্রসববেদনায় ছটপট করতে করতে চামার বৌ বুধিয়া মরতে চলেছে। আর বাইরে উঠোনে নেভা আগুনের সামনে তার স্বামী মাধব ও শ্বশুর ঘিসু আলু পোড়াচ্ছে আর বুধিয়ার আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। দুজনেই দুজনকে বলছে বুধিয়াকে একটু দেখতে যেতে কিন্তু আলু পোড়া বেহাত হবার ভয়ে কেউ উঠছে না। অথচ মুখে নিজের স্বার্থের কথা স্বীকার করছে না। মাধব বলছে, "আমি যে তার কাতরানি, ছটফটানি, হাত-পা ছোঁড়া সইতে পারি না।" আর ঘিসুর যুক্তি, আমায় দেখে লজ্জা পাবে না? আমায় দেখতে পেলে সে সহজভাবে হাত-পাও ছুঁড়তে পারবে না।" আসলে ওরা দুজনে স্বভাবতই কুঁড়ে। যে গাঁয়ে এদের বাস তা চাষীর গাঁ, কাজ করতে চাইলে কাজের অভাব নেই। কিন্তু মাধব-ঘিসুরা দেখেছে প্রাণপণ খেটেও চাষীদের অবস্থা ওদের চেয়ে খুব বেশী ভালো নয়। মুনাফাবাজদের চাপে, দীর্ঘদিনের প্রতিকারহীন শোষণে পরিশ্রমী চাষী ও কুঁড়ে ঘিসু-মাধবের অবস্থা আলাদা কিছু নয়। অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা ঘিসু-মাধব উপভোগ করে যে তাদের নিরীহ অসহায়তার সুযোগে তাদের পরিশ্রমের ফল অন্য কেউ লুটে নিতে পারে না। তাই বুঝি তারা পরিশ্রমই করে না। সীমাহীন দারিদ্র্য যেন তাদের লড়াই করার শক্তিটুকুও নিয়ে নিয়েছে। নিজেদের অকর্মন্যতা দিয়েই যেন তাদের জীবনে ঘটে চলা শোষণের প্রতিবাদ করে তারা। তাই ঋণ জর্জরিত থেকেও সাংসারিক চিন্তা-ভাবনা থেকে তারা মুক্তই থাকে। তাদের সব আবেগ পরাজিত হয়েছে ক্ষুধার হাতে। ঘরের বউ প্রসব বেদনায় মরতে চললেও আসন্ন মৃত্যুকে ছাপিয়ে ক্ষুধাই বড় হয়ে উঠেছে।

প্রত্যাশা মতই বুধিয়া মারা গেল। বাপ-ছেলে চোখের জলে আর বিলাপ সম্বল করে গেল জমিদারের কাছে। দ্বিধাহীনভাবে জমিদারকে জানাল সারারাত ধরে ছটফট করতে

থাকা বুধিয়ার সেবা করে, সাধ্যমত ওষুধপত্র দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারেনি তারা। এখন তাদের এমন অবস্থা যে মৃত বুধিয়ার শেষকৃত্যও সম্ভব নয় জমিদারের দয়া ছাড়া। নিজেদের সুবিধার জন্য মৃত্যুর প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েও মিথ্যা বলতে দ্বিধা নেই এদের। জমিদার যেমন এদের ঠকায় মাধব-ঘিসুর এই ঠকানো যেন তারই উল্টোপিঠ। কেবল জমিদার নয় গ্রামের সবার কাছ থেকেই মাধব-ঘিসু টাকা ছাড়াও চাল-ডাল-কাঠ বাঁশ জোগাড় করে নিল মিথ্যা বিলাপ দিয়ে। বাকি থাকল মৃতদেহ আচ্ছাদিত করার নতুন কাপড় অর্থাৎ কফন কেনা। জোগাড় হওয়া পাঁচ টাকা নিয়ে ঘিসু-মাধব চলল কফন কিনতে।

বাজারে পৌঁছে এ দোকান ও দোকান ঘোরাঘুরি করতে করতে ঘিসু-মাধবের মনে হল কফন কেনা তো অপচয়। একে তো রাতের বেলা কে যে কফন চেয়ে দেখবে তার ঠিক নেই, তায় আবার কফন তো পুড়েই যাবে। তাদের মনে হল কফন কেনা ধনীদেরই মানায়। কারণ ধনীদের ওড়াবার মত অনেক পয়সা আছে। তারা নিতান্ত দরিদ্র। মৃত মানুষের জন্য কফন কিনে তা পুড়িয়ে ফেলা তাদের পক্ষে অপচয়ই। তারা নিজেরাই তো এখনও বেঁচে আছে তাদের সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা-লোভ-লালসা নিয়ে। এইসব যুক্তির হাত ধরে তারা অবধারিত ভাবে পৌঁছে গেল ভাটিখানায়। মদ্যে-খাদ্য ফুরিয়ে গেল কফন কেনার টাকা। কখনও অপরাধ বোধে, কখনও সমাজের কাছে জবাবদিহির ভয়ে, কখনো আন্তরিক আবেগে মাধব তার মরে যাওয়া বৌ-র প্রতি নিজেদেরই করা অন্যায়ের জন্য কষ্ট পেতে লাগল। প্রতারণা করার জন্য ভয় পেতে লাগল। কিন্তু ঘিসু তার দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার জোরে যেন অনেক বেশী প্রত্যয়ী। সে ভয় তো পায়ই না বরং এটাই মনে করে যে, তাদের দীর্ঘ অনাহার যে বৌর মৃত্যুর বিনিময়ে দূর হয়েছে সে বৌ নিশ্চিত ভাবেই স্বর্গে যাবে। এমনকি ঘিসুর দৃঢ় বিশ্বাস বুধিয়া কফন পেয়েই স্বর্গে যাবে। অন্য মানুষের মানবিক বোধের সদব্যবহার করেই তারা একবার কফন কেনার টাকা পেয়েছে। আবারও মানুষ সেই মানবিকতার জন্যই টাকা পুনরায় না দিলেও কফনই কিনে দেবে। সারাজীবন ধরে প্রতারিত, বঞ্চিত হয়ে চলা ঘিসু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য মানুষের মানবিকতার সুযোগ নিতে চায় সচেতনভাবেই। তাই বুঝি কফন কেনার টাকায় ঘিসু-মাধব পেট পুরে খায়, আকণ্ঠ মদ গেলে। কফন কেনাও হয় না, মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থাও হয় না। ঘিসু-মাধবরা যে তাদের সমস্ত মানবিক গুণকে তাদের বেঁচে থাকার মূল্যে নষ্ট করে ফেলেছে।

মানবতা এক আশ্চর্য সম্পদ। বারবার সে ধ্বস্ত হয়, বারবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে তার অস্তিত্ব। তবু আগুনের পাখি ফিনিক্সের মতই সে বেঁচে ওঠে বারবার, বাঁচিয়ে তোলে মানুষকে, বাঁচায় মানবতার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে। আর এই বিশ্বাসের জোরেই লেখকেরা মানবতার কাছে ফিরে যায় বারবার কাহিনীর মেরুদণ্ডের খোঁজে।

তামিল লেখক ধন্ডপানি জয়কান্তনের লেখা 'দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে
ছোট গল্পে মানবতাই হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় শক্তি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আম্মাশি তা
আঠারো বয়সে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। লেখক জানাচ্ছেন 'পচে যাওয়া
ভারতীয় সমাজের দ্বারা ধিক্কৃত তার জাতের জীবনের দৈর্ঘকে ঘৃণা করে''ই আম্মাশি
তার গ্রাম ত্যাগ করতে চেয়েছিল এবং গ্রাম ত্যাগ করতে চেয়েই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল
যুদ্ধ ফেরত সৈনিকের অভিজ্ঞতা তার গ্রামের লোকের কাছে যতটা না সমাদর পেল তার
চেয়ে বেশি পেল বিদ্রূপ। পড়শিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আম্মাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে
যাবার সুযোগ পেয়ে বুঝি তাই বর্তে গেল। আবারও সে রওনা হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে
এবার তাকে ফিরতে হল যুদ্ধ শেষ হবার আগেই। যুদ্ধে গুলি খেয়ে আর সে খাড়া হয়ে
'অ্যাটেনশান' ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারে না, কেবলই কাঁপে তার শরীর। যুদ্ধক্ষেত্রে
প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কার সঙ্গে তার পরিচিতি ছিল, কিন্তু এখন অকেজো হয়ে যাওয়া
জীবনটা বয়ে বেড়ানো অসাধ্য হয়ে উঠল। যুদ্ধে অভ্যস্থ এক সৈনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে সে
জীবনটাকে দেখল। যে যুদ্ধের প্রয়োজনেই লাগে না সে বুঝি জীবনের পক্ষেই
অব্যবহার্য। নিজের বস্তিতেই তাকে ফিরতে হল কিন্তু তখন কেউ ছিল না সেখানে যে
তাকে অভ্যর্থনা করবে। ব্যক্তির অনুভবের অভাব তাকে হতাশ করল। আজ তার মনে
পড়ল তার মা তাকে চাষবাস করে, বিয়ে করে সংসারী হতে বলেছিল। সেদিন তার
যৌবন ছিল, হাতে সময় ছিল। কিন্তু তখন সমাজের ঘৃণার চাপে জীবনের চাহিদাগুলো
সে বুঝতেই পারে নি, গুরুত্বও দেয় নি। বরং যৌবনেরই তেজে সে জীবনটাকে বয়ে
যেতে দিয়েছিল মৃত্যুর দিকে। আজ জীবন-যৌবনের সেরা সময়টুকু নষ্ট হয়ে যাবার পর
সে জীবনের মহত্ব অনুভব করতে পারল। আত্মীয়তার বন্ধন উপেক্ষা করে যুদ্ধের
উন্মাদনায় জীবনকে খুঁজতে চেয়েছিল আম্মাশি; আজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরিত্যক্ত হয়ে
জীবনের উত্তাপ সে খুঁজছে আত্মার বন্ধনের মধ্যে। তাই তার মনে পড়ে গেল তার
মাসতুতো বোন কাশাম্মু ও তার বর চভয়ান্তির কথা। কিন্তু তারা তখন সে গ্রাম ছেড়ে বাস
করে পাশের গ্রামে। আম্মাশি তাদের খোঁজে সেখানেই যেতে চাইল। যে গ্রামকে সে তার
যৌবনে ত্যাগ করেছে নিরাসক্ত ভাবে বারবার, আজ জীবনের শেষবারের জন্য গ্রাম
ত্যাগ করা সময় তার চোখ ছলছল করে উঠল, চিরবিদায় জ্ঞানে তার অন্তরে গ্রামের জন্য
আবেগ অনুভব করল। সে গ্রামে এসেছিল রাতের বেলা, গ্রাম ত্যাগ করার জন্য চড়ে
বসল দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে।

ট্রেনেই আম্মাশি দেখল মেয়েটিকে। একটি শিশুকন্যাকে কোলে করে মেয়েটি নিজেও
ঘুমুচ্ছে। মেয়েটিকে দেখে আম্মাশির মনে হল মেয়েটি ধুঁকছে। ট্রেনে টিকিট পরিদর্শক
উঠল, মেয়েটি টিকিট দিতে না পারায় নিরাবেগে মেয়েটিকে পরের স্টেশানে নেমে
যেতে বলল। যুদ্ধ ফেরত সৈনিক আম্মাশি মেয়েটির টিকিট কেটে দিল পরিদর্শকের সঙ্গে

কথা বলে। বোঝা গেল যুদ্ধ আম্মাশির আবেগ নিঃশেষে শেষ করতে পারে নি। কিন্তু দেখা গেল, জাতপাতের যে বিভেদকে ঘৃণা করে আম্মাশি গ্রাম ছেড়েছিল জাতের সেই বিভেদবোধ তার মন থেকে একেবারে মুছে যায় নি। মেয়েটিকে দেখে তার মনে হয়েছিল ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। আর তাই মেয়েটির শিশুকন্যাকে খাবার কিনে দেবার আগে নিজের জাত আর মেয়েটির অনুমতির কথা ভেবে সে থমকায়। ক্রমে সে মেয়েটিরে অনুমতি নিয়েই মেয়েটিকে ও তার শিশুকন্যাকে পাউরুটি দুধ খাওয়ায়। কারো জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। একদিন যৌবনের ঝোঁকে সে মৃত্যুগন্ধী যুদ্ধে যেতে আনন্দ পেয়েছে, আজ কারো জন্য কিছু করার মধ্যে কারো প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টার মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছে।

মেয়েটির ইতিহাস ক্রমশ আম্মাশির জানা হয়ে গেল। গরিব ঘরের বামুন মেয়ে, অল্পবয়সে শিশুকোলে বিধবা হয়েছে। বামুন ঘরের মেয়ে বলেই সে তার জীবনটাকে অন্য ভাবে ব্যবহার করতে পারলো না এই আক্ষেপ মেয়েটির গলায় ঝরে পড়তে থাকল। সারাজীবন জাতের শুচিতা রক্ষা করে সে আজ মরতে বসেছে অথচ আজ অচেনা অজানা কোন জাতের মানুষের হাতে দুধ তো সে খেল। তবে সারাজীবনের শুচিতার কি আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল—মেয়েটির এ প্রশ্ন যেন আম্মাশিকেও আলোড়িত করল।

ক্ষয়রোগ জর্জরিত মেয়েটি আম্মাশির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কাসল, রক্তবমি করল, ট্রেনের সিটে শুয়েই মরে গেল। মরে যাওয়ার আগে নিজের সৎকারের দায়িত্ব এবং শিশুকন্যার ভার আম্মাশিকে দিয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্রের বহু মৃত্যু দেখা পোড় খাওয়া সৈনিকের চোখও শুকনো থাকলো না।

স্কুল লেভেলের বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদানের জন্য বাড়ি ছাড়া লেখক জয়কান্তন জানাচ্ছেন,'... আম্মাশি তার মায়ের বেলায় যে চরম ক্রিয়া করতে পারেনি এখন এই মহিলাটির জন্য করল। তার জীবনে হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া ধনের মতো বাচ্চাটিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে।' বাচ্চাটিকে নিয়েই আম্মাশি শুরু করল তার নতুন জীবন। এক স্বজনের খোঁজে সে ট্রেনে উঠেছিল মাসতুতো বোনের কাছে যাবার উদ্দেশ্যে। সম্ভবত সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যেই সে আবার প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠল, সঙ্গে বাচ্চা মেয়েটি। সহযাত্রিনী মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইলে নিঃসন্তান আম্মাশি নির্দ্বিধায় মেয়েটিকে নিজের নাতনি বলে পরিচয় দিল। আর নিজেই মেয়েটির নামকরণ করল 'পাপ্পাত্তি'। পাপ্পাত্তি মানে বামুনের মেয়ে। লক্ষণীয় মেয়েটির মায়ের নিজের জাতের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। আম্মাশির নিজের সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল জাতপাতের বিভেদের কারণেই। তবু এই সমাজকে সেই জাতের প্রশ্নেই যেন বিদ্ধ করতে চাইল আম্মাশি মেয়েটির জাতভিত্তিক নামকরণের মধ্য দিয়ে।

লেখক দেখালেন সমাজের মেরুদন্ড মানুষ আর মানুষের মেরুদন্ড তার মানবত
আঠারো বছর বয়স থেকে যুদ্ধে লিপ্ত একজন তার জীবনের মানসিক আশ্রয় খুঁজে পে
এক অনাত্মীয় শিশুর মধ্যে। লোকটি নিজে ছিল নীচু জাতের। কিন্তু পথের বিপদ, মৃত্যু
অভিঘাত তাকে তার জাত মনে করিয়ে থামতে দেয় নি। সে নিজে ব্রাহ্মণের মেয়ের শে
আশ্রয় হয়ে উঠেছিল, ব্রাহ্মণের মেয়ের সৎকার করেছিল। জাতের সংকীর্ণতার উ
উঠেছিল তাদের সম্পর্ক। জাতপাতের তথাকথিত উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নিশেষে ধ্বা
করতে পারেনি মানবতাকে।

মারাঠি লেখক ভেঙ্কটেশ মাডগুলকার সমাজবাস্তবতাকে ছোটগল্পে নিয়ে এলে
একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে। সবলের অত্যাচার, দুর্বলের কান্না, দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসন সবকি
যখন বাঁধাগতে চলবেই তখন যেন নিপীড়িতের একমাত্র সহায় কোনো অলৌকিকত
'ভোজবাজি' গল্পে লেখক যেন তারই ইঙ্গিত দিলেন।

গ্রামের নাপিত পরিবারের সকালের ঘুম ভাঙ্গল এক অলৌকিক কান্ডের জোরে। ব
ছেলে বন্ডার মা মরা মেয়ে কোন্ডির খোঁপা কে যেন তার ঘুমের মধ্যে কেটে ফেলেছে
নিপুনভাবে। কোন্ডির ঠাকুমা প্রথমেই দোষ দিলেন ছোট ছেলে বাপুর বৌকে। দোষে
মধ্যে বাপুর বৌ ভাসুর বন্ডার প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারে না, তাই সে সংসার আলা
করেছে, উঠোনের মধ্যিখানে দেওয়াল তুলেছে। কিন্তু বাপুর বৌর কান্নাকাটির মধ্যে
দেখা গেল ভাঁড়ার ঘরে জিনিসপত্র উল্টে ছত্রখান হল, জোয়ারের বস্তায় আগুন লে
গেল। সারা গ্রাম ছুটে এল নাপিত বাড়িতে অলৌকিক ভোজবাজি দেখতে।

দুপুর নাগাদ বাড়ি ফিরল বাড়ির বড় ছেলে বন্ডা। সে শুধু নাপিতই নয়, আশেপাশে
গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে আছে তার বিরাট মহাজনী কারবার। যৌবনে কুস্তি লড়া চেহারায় তা
মনের জোরও সাঙ্ঘাতিক। অলৌকিক ভোজবাজির উৎপাতে একটুও বিচলিত না হয়ে
সে শান্তভাবে মাকে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করতে বলল, ছেলে কোন্ডেকে
মোষ চরাতে যেতে বলল। সংসার বুঝি আবার তার দৈনন্দিন নিয়মে চলতে শুরু করল
এমন সময়ে বাড়ির উঠোনে পড়ল মুঠো ভরা পাথর। পাথরের ঘায়ে উঠোনে বাঁ
মোষের বাছুর মাটিতে পড়ে ছটফট করতে শুরু করল, রান্নাঘরের হাঁড়ি ভেঙে গেল
সবাই যখন আবার ভয়ে কাঁপতে শুরু করল বন্ডা স্থির করে নিল তার কর্তব্য। বুঝে গে
তার গন্তব্য। চার-পাঁচ মাইল দূরে ধোন্ডি লেংরার বাড়ি চলল সে।

ধোন্ডি লেংরা বন্ডার এক খাতক। ধার নিয়েছিল পাঁচশ টাকা। সে টাকা শোধ করতে না
পারায় মহাজন বন্ডা ধোন্ডির হাজার টাকার জমি দখল করেছে। মহাজনের হাত থেকে
জমি উদ্ধার করতে না পেরে ধোন্ডি তার পোষা প্রেতাত্মাকে বন্ডার বিরুদ্ধে প্রয়োগ
করেছে। ধোন্ডি নাকি এই প্রেতাত্মাকে কোকন থেকে অনেক টাকা খরচ করে এনেছে
তাকে শিকারী কুকুরের মতো পোষে ও তুকতাকের মাধ্যমে তাকে চালায়। বন্ডাও জানে

ওর কথা, তাই সে ধোন্তিকে তার প্রেতাত্মাকে ফিরিয়ে নিতে বলে। বলা বাহুল্য ধোন্তি রাজী নয়। বন্তাও ধোন্তির জমি ফেরাতে রাজী নয়।

ধোন্তির কাছ থেকে বাড়ি ফিরে বন্তা শুনল তাদের মোষের দুধ শুকিয়ে গেছে। সেরাত্রে মাঝরাতে পাথর পড়ল উঠোনে, মোষের জাবনায় আগুন লেগে গেল। ঘুম থেকে উঠে বন্তা দেখল তার পরনের ধুতি কালো চেরা দাগে ভরে গেছে। বন্তা রওনা হল মহকুমা শহরের উদ্দেশ্যে। ধোন্তির কাছে সে হেরে যাবে, আর তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সব নষ্ট হয়ে যাবে, গ্রামের লোকেরা তাকে দয়া দেখাবে এ ভাবনা তাকে স্থির থাকতে দিল না। বন্তা এসে পৌঁছোল পরিচিত পুলিশ অফিসারের বাড়ি। তাকে উৎকোচ দিয়ে রাজী করল ধোন্তিকে শায়েস্তা করতে। অফিসার খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গেই বন্তার বাড়ি এলেন প্রেতাত্মা দেখবেন বলে। অফিসারের পায়ের পাতার কাছে এসে পড়ল এমন বড় পাথর যা দুহাত দিয়েও তোলা যায় না। অফিসারের চোখের সামনেই নাপিতের বাড়ি জ্বলতে শুরু করল।

অফিসার বন্তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল। তাই তিনি চললেন ধোন্তি লেংরাকে শায়েস্তা করতে। কিন্তু চারজন পালোয়ান দিয়ে ধোন্তিকে মার খাইয়েও ধোন্তির গায়ে একটু দাগ ফেলতে পারলেন না। ধোন্তি অফিসারকে জানিয়ে দিল, '... পরামানিক ভালোয় ভালোয় আমার জমি ছেড়ে দিক। সে ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত আমি ছাড়ছি না। তুমি মাঝখানে এসো না।' বন্তার বাড়ির অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতায় অফিসার ধোন্তিকে ছেড়ে দিলেন।

মহারাষ্ট্রের গ্রামে বেড়ে ওঠা লেখক ভেঙ্কটেশ মাডগুলকার গ্রামজীবনকে চিনতেন নিবিড়ভাবে। তাঁকে তাঁর ভক্ত-প্রিয়জনেরা ডাকত 'তাতিয়া' বলে যার অর্থ বৃদ্ধ বা মহান বৃক্ষ। কিশোর বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হওয়া মাডগুলকার স্বাধীনতা উত্তর পর্বে অল ইন্ডিয়া রেডিওর গ্রামীণ অনুষ্ঠান বিভাগে কাজ করেন প্রায় চল্লিশ বছর ব্যাপী। তাঁর সেই অভিজ্ঞতাই বুঝি ধরা পড়েছে 'ভোজবাজি' গল্পের গ্রামীণ সমাজকাঠামোয়। যেখানে বন্তা একই সঙ্গে ধনী নাপিত, মহাজন, দুধের কারবারি আর ধোন্তি লেংরা দুজনেই নির্ধন নিঃসহায় মানুষ। আবার এই ধনী বন্তাই অফিসারের বাড়িতে গিয়ে একাসনে বসার অধিকার পায় না, অফিসারের ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটতে বাধ্য হয় এবং বিদ্রূপের পাত্র হয় অফিসারের কাছে। সমাজের উঁচু-নীচু ভেদ যে সমাজের সর্বস্তরে তীব্র সক্রিয় সে সমাজে শাসন বুঝি অকেজো হয়ে পড়ে। তাই বন্তা মহাজনি কারবার চালায়, খাতকের জমি অন্যায় ভাবে গ্রাস করে আবার সেই অন্যায়কে চালিয়ে যেতে পারার জন্য অফিসারকে ঘুষ দেয়। ধনী, শক্তিশালী বন্তার এই দৌরাত্ম্যকে বুঝি একমাত্র ভোজবাজিই বাগে আনতে পারে। সমাজ কাঠামোর সামাজিক শাসন যেখানে ব্যর্থ হয়

সেখানে নাম না জানা অতি প্রাকৃত শক্তি ভোজবাজির মতই কাজ করে। সর্বহার
মানুষের মুক্তি বুঝি ভোজবাজির দ্বারাই সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের নানাভাষী লেখকের কলমে উঠে এসেছে মানুষের ভালো ন
থাকার ছবি। লেখকদের প্রাদেশিক ভাষা আলাদা আলাদা কিন্তু মানুষের জন্যে তাঁদে
অনুভবের সুর এক। গল্পের মিছিলে তাঁদের স্বপ্ন একটাই -- মানুষ ভালো থাকবে
অনুভবী কথাকারের অনুভবের হাত ধরে ভাষার ভিন্নতাকে আমরা অতিক্রম করি
সমাজ-পারিপার্শ্বিকতার ভিন্নতাও এখন অন্তরায় হয়ে থাকে না। কথাকারের স্বপ্ন বুঝি
তখনই চারিয়ে যায় পাঠকের মনেও -- সব মানুষকে সমান ভালো রাখতেই হবে
গল্পগুলি আর তখন নিছক গল্প থাকে না, হয়ে যায় স্বপ্নমিছিল।।

তথ্যসূত্র ও ঋণস্বীকার ঃ

১) বিজয়উৎসব/কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী/ভারতজোড়া গল্পকথা/ সংকলন ও সম্পাদনা
রামকুমার মুখোপাধ্যায় / পৃঃ ৫৬/ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি./২০১৪
২) বন্যা/তাকাশি শিবশঙ্কর পিল্লাই/পৃঃ ২৭২/ঐ
৩) আসামি/জ্ঞাভেরচাঁদ মাখানি/পৃঃ ১২১/ঐ
৪) কফন/ প্রেমচন্দ/পৃঃ ২৯৩/ঐ
৫) কফন/প্রেমচন্দ/পৃঃ২৯৪/ঐ
৬) দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে/ধন্ডপানি জয়কান্তন/পৃঃ ১৪৬/ঐ
৭) দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে/ধন্ডপানি জয়কান্তন/পৃঃ ১৫৪/ঐ
৮) ভোজবাজি/ভেঙ্কটেশ মাডগুলকার/পৃ ২৪৫/ঐ

অনুবাদক ঃ

১.	বিজয় উৎসব	এষা দে
২.	বন্যা	মহাশ্বেতা দেবী
৩.	আসামি	সরোজিনী প্যাটেল ও মিলি সমাদ্দার
৪.	কফন	রামবহাল তেওয়ারী
৫.	দিনের বেলার একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে	সুব্রাহ্মনিয়ন কৃষ্ণমূর্তি
৬.	ভোজবাজি	মাধুরী সিংহ

ব্যবহৃত website

১. https://en.wikipedia.org/wiki/kalindi-charan-panigrahi
২ https://en.wikipedia.org/wiki/Thakazhi-Shivasankara-Pillai
৩ https://en.winipedia.org/wiki/Jhaverchand-Meghani
৪ https://en.wikipedia.org/wiki/Premchand
৫ https://en.wikipedia.org/wiki/Jayakanthan
৬ https://en.wikipedia.org/wiki/Vyankatesh-Madhulkar

পঞ্চাশের মন্বন্তরের বিপর্যয় ও মুক্তির সন্ধানে বাংলা কবিতা

ডঃ মমতাজ বেগম
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

[বিষয় চুম্বকঃ- বাংলা কবিরা পঞ্চাশের মন্বন্তরে কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ করেছিলেন সেটা দেখানোই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সময় ও সমাজের দর্পন হল সাহিত্য, লেখকের মন ও মনন সমসাময়িক প্রাকৃতিক-সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কোন বিপর্যয়কেই উপেক্ষা করতে পারে না। সাহিত্যের জন্ম হয় সমস্যা ও বিপর্যয় থেকে কিন্তু শেষ হয় তা থেকে মুক্তির বার্তা দিয়ে। পঞ্চাশের (১৩৫০) মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ও কবিতা। সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় সাইক্লোন, বন্যা বিভিন্ন কারণে ধাননষ্ট, বিশ্বযুদ্ধ, জাপানীরা, কালোবাজারী সরকারের পোড়া মাটি নীতির কারণে মানুষ না খেতে পেয়ে বাসস্থানহীন হয়ে, অখাদ্য কুখ্যাদ্য খেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। ১৯৪৩ সালে প্রায় ৩০-৪০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪০ পরবর্তী কবিরা বাংলা কবিতার মধ্যে তুলে ধরলেন আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক-প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্রকে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ফররুখ আহমদ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, প্রমুখ অসংখ্য কবি। মন্বন্তরের হাহাকারের ছবি যেমন আঁকলেন কবিরা তেমনি তা থেকে বেরিয়ে আসার পথও অনুসন্ধান করলেন।]

কবিতা মানে ভালোবাসা, ভালোবাসার বাসরঘর অথবা অন্য কোন জগতে অন্য কোন স্থানে পৌঁছে যাবার ছাড়পত্র। প্রাত্যহিক আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক বিষয়ে ও রহস্যের দ্বারা অন্বিত হয়ে গভীর অভেদ্যতায় মুক্তি অনুসন্ধান করে কবিতা। সমস্ত বিপর্যয়ের পরেও আমাদের কণ্ঠ উদ্ভাসিত হয় কবিতার আবেগে। সারাদিনের বিপর্যস্ত, অসহায়তা, অন্যায় অত্যাচারের পরও মানুষকে উজ্জীবিত করে কবিতা। পঞ্চাশের ভয়াবহ মন্বন্তর কবির কলমকে নতুনভাবে জাগিয়ে তুলেছিল। বাস্তবের ভয়াবহতা, মন্বন্তর, মারী, মড়ককে ছাড়িয়ে এক নতুন অভিধেয় অতিরিক্ত ব্যঞ্জনায় মুক্তি খুঁজেছিল। কবিতা এমন এক সৌন্দর্যময় ভুবন যেখানে প্রতিটি মানুষ আত্মনির্মাণের পাথেয় খুঁজে পায়, নিঃসঙ্গতার একঘেয়ে কারাগার থেকে অনির্বচনীয় আনন্দের সীমায় পৌঁছে যায়। মানব

মুক্তির এই শিল্পিত নিশানের মধ্যে পঞ্চাশের মন্বন্তর এক গভীর ছাপ রেখে গেছে লেখকদের মধ্যে কবিরা স্বভাবতই একটু বেশী স্পর্শকাতর। জাতীয় জীবনের উত্থান পতন, সমস্যা সংকট আনন্দ বেদনা তাঁদের মনকে আন্দোলিত করে বেশী। স্বাভাবিকভাবে পঞ্চাশের মন্বন্তর ও তার সঙ্গে আসা আনুষঙ্গিক বিষয় কবিতার কথাবস্তু হয়ে উঠেছে।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে পরিপ্রেক্ষিত (সরকারী ও বেসরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী)

বাংলায় তিনবার ধান চাষ হয় - আমন (মে - নভেম্বর), আউশ (এপ্রিল - আগষ্ট), বোরো (নভেম্বর - মার্চ)। ১৯৪২ সালে তিন ধরণের ধানের চাষের কম হয় সাইক্লোন ও অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে।

- ধানের বিভিন্ন ধরনের রোগ, পোকার আক্রমণে ধান নষ্ট হয়।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে রেঙ্গুনের পতন হলে সেখান থেকে চালের আমদানি বন্ধ হয়। এর ফলে সমতা আনা সম্ভব হয়নি।
- সরকারের পোড়ামাটি নীতি গ্রহণের ফলে পূর্ব বাংলায় বহু নৌকা আটক হয় এবং সেই অঞ্চলের চাষের ক্ষতি হয়।
- ব্রহ্মদেশ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় সেখানের বহু প্রবাসী বাঙ্গালী দেশে ফিরে আসে ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে।
- যুদ্ধোপকরন তৈরীর জন্য কারখানার চাষীরা কাজ করতে গেলে চাষের কাজ ব্যাহত হয়।
- রাজনৈতিক নেতা আমলারা এক জেলা থেকে অন্য জেলায় চাল সরবরাহে বাধা দেয়।
- মজুতদারী, কালোবাজারী, অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে মন্বন্তর অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।
- মানুষ না খেতে পেয়ে তীব্র দুরবস্থার সম্মুখীন হয়।
- সম্পত্তির ধ্বংসসাধন এবং লুণ্ঠন, বিশেষত্ব ধান লুণ্ঠন প্রায়ই হচ্ছে।
- ভাতের অন্বেষণে দলে দলে লোক শহরের পথে বেরিয়েছে।
- হাজার হাজার অনাহারক্লিষ্ট মানুষ শহরের রাস্তায় মরছে।
- সরকারী লঙ্গরখানা ও চিকিৎসালয় প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত কম।

- ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যু সংখ্যা চরম সীমা অতিক্রম করে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৫ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল, বেসরকারী হিসাব অনুযায়ী ৩০-৪০ লক্ষ মানুষ মারা যায়।
- কেরোসিন, দেশলাই ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিত কবিদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদিত 'আকাল' কাব্যগ্রন্থটির কথা। এই গ্রন্থের 'কথামুখ' অংশে সম্পাদক বলেছেন -

"তেরোশো পঞ্চাশ কেবল ইতিহাসের একটা সাল নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। সে ইতিহাস একটা দেশ শ্মশান হয়ে যাওয়ার ইতিহাস, ঘরভাঙ্গা গ্রামছাড়ার ইতিহাস, দোরে দোরে কান্না আর পথে পথে মৃত্যুর ইতিহাস, আমাদের অক্ষমতার ইতিহাস। তাই যাঁরা প্রকৃত কবির মতো, স্বদেশ বৎসলের মতো পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের বিভ্রান্ত জনমনকে দিলেন সান্ত্বনা, অন্ধকারে বসে গাইলেন সূর্যোদয়ের গান, তাঁরা আমাদের অভিনন্দনীয়।"

পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটকে এবং তা থেকে মুক্তির উপায়কে একই সাথে দেখেছেন কবিরা। কবি সুকান্তের দীপ্ত ঘোষণা -

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাত্রে সর্তক সাইরেন ডেকে যায়।"

(রবীন্দ্রনাথের প্রতি)

অথবা

এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙ্গা নৌকার পাল
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল"

একালের কবিতা (বোধন)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম দিককার কবিতায় যে রোমান্টিক ভাববাদকে সাজিয়ে

ছিলেন নিপুন দক্ষতায়, শেষের দিকে তা অনেকটাই বদলে যায়। তাঁর পরবর্তী সময়ের
কবিতায় কবি নিজের পরিচয় দেন সকলের প্রতিনিধি হিসাবে, একজন দুর্ভিক্ষ পীড়িত
মানুষ হিসাবে; যে ভুলে গেছে বসন্তের আনন্দের কথা, স্বপ্নের কথা। বেঁচে থাকার
ন্যুনতম চাহিদার মধ্যে প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। সেই লড়াইয়ে কখন যৌবন শেষ হয়ে যায়
কবি বুঝতে পারেন না। মৃত্যুর মিছিল দেখতে দেখতে কবির চোখের জল শুকিয়ে যায়।

রূপ- নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়,
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে। বেদনায় বেদনা
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।*

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর 'ফ্যান' কবিতায় বলেছেন -

''রাজপথে কচি কচি এইসব শিশুর কঙ্কাল
মাতৃস্তন্যহীন
দধীচির হাড় ছিল এর চেয়ে আরো কি কঠিন ?''

খাবার না পেয়ে সাধারণ মানুষ উপবাস করল। তারপর ঘরের জিনিসপত্র, জমি-জম
বেচল, তারপর স্ত্রী-পুত্র মেয়ে বিক্রী করল। খাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মহামারী মড়কে
আহ্বান করল। কখনো মৃতের মাংস ছিঁড়ে খেল আর শিশুরা না খেতে পেয়ে অসহা
ভাবে রাজপথে প্রাণ দিল। কবি প্রশ্ন তুলেছেন এইসব অসহায় শিশুদের আত্মত্যাগ কি
দধীচির চেয়ে কোনো অংশে কম? একদল স্বার্থপর, লোভী মজুতদারের কারনে বাং
তথা ভারতবর্ষের ভবিষৎ স্বপ্ন মরে যায় শহরের পথে পথে।

১৩৫০-এর মন্বন্তর যতটা প্রকৃতিগত তার থেকে অনেক বেশী মনুষ্যসৃষ্ট। সরকা
অনুসন্ধানী দল যে কমিশন গঠন করেছিলেন তাঁরা একটি তথ্য পেশ করেন। তাতে
প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মন্বন্তরের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন সাইক্লোন
প্রবল বৃষ্টি পাত, বন্যা, রেঙ্গুন থেকে চালের আমদানী বন্ধ প্রভৃতি। কিন্তু সরকারে
নীতি, যুদ্ধের সময়ে দেশের ব্যয় বৃদ্ধি এবং খাদ্য মজুত করার প্রবনতা, কালোবাজা

…রের প্রত্যক্ষ কারন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন গবেষক পল আর. গ্রিনো. বি.এম. …, অমর্ত্য সেন প্রমুখ। এই মানুষদের কথাকলিতে পূর্ণ হয়ে উঠল কবির কলম।

'লাস' কবিতায় ফাররুখ আহমদ বলেন -

"মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময় তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিন্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার প্রান্তে টানি।"

…মিতাভ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'নগরীর ক্ষুধিত পলাশে' কবিতায় বলেছেন -

"হা অন্ন মানুষ যেন প্রত্যেকেই বিস্ফারিত বসন্তের জ্বরে
রক্তের কুসুমে ক্ষুব্ধ ফুটে ওঠে কূট উদ্বেল ফাগুন।"

… বসু 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতায় দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের হয়েই প্রশ্ন …লেছেন -

"আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই ষ্টীমার শষ্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?"

… বস্ত্রহীন হাজার হাজার অসহায় মানুষের সর্বনাশের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই …শালী মজুতদার মানুষদের। তারা নির্বিচারে কঙ্কালসার মানুষদের পাঁজর গুঁড়িয়ে …জেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

…রেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'আমার ভারতবর্ষ' কবিতায় বলেছেন -

"চারিদিকে ষড়যন্ত্র চারিদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায়।"

…বিত্তহীনতা, অখ্যাতির আড়ালে থাকা ম্লান মানুষগুলি বিত্তশালীদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার

হয়। যারা কবিদের কালো অক্ষরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। অভাবের তাড়নায় অস্থি হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনকে আগলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে যেমন অভাব অনটন, তেমনি মারী ও মড়ককেও। অভাবে স্বভাবও নষ্ট। একমুঠো চালের জন্য শরীর বিক্রী করে, একটুখানি খাবারের আশায় বড়লোকদের ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্টের পাশে মানুষ ও ইতর প্রাণীর দ্বন্দ্ব বাঁধে।

'একটি মোরগের কাহিনী' কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন -

'তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু'তিনটে মানুষ।'[৯]

দীনেশ দাসের 'ভুখ মিছিল' কবিতায় গ্রাম বাংলা থেকে শহরে আসা হাজার হাজার মানুষের একটু ফ্যান, একটু খাবারের হাহাকারের মিছিল দেখা যায় -

'হেথায় আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ মিছিল।'[১০]

অথবা

'বন্যার হাওয়ার মতো হা হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে
আসে মন্বন্তরে
কৃমির উল্লাস নিয়ে শবের ভিতরে
তবু এরা আসে
এগারোশো ছিয়াত্তরে তেরশো পঞ্চাশে'[১১] (মন্বন্তর)

একশ্রেণীর মানুষের তাতে কিছু এসে যায় না কারন তাদের কাছে সবথেকে উপাদে মাংস হল মানুষের মাংস। সৈয়দ সামসুল হক 'খাদ্য ও খাদক কবিতায় তা উল্লে করেছেন। মানুষের নির্লিপ্ত আত্মকেন্দ্রিকতা আর নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানকারী আপা চোখ বোজা ভন্ডামি দেখে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় গর্জে উঠলেন -

"কিবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে?
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে।'[১২]

আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো এই দৃশ্য দেখে উল্লাস করে 'মুক্তধারা' নাটকের বিভূতি মতো তাদের কৌশলের সফলতায়। নিজের গায়ে আঁচ না লাগা পর্যন্ত তারা অনুভ করবে না বিপর্যস্ততার গভীরতা। মানুষের প্রথম পরিচয় তার মধ্যে 'মান' ও 'হুশ' অবস্থান; দ্বিতীয়ত সে সহৃদয় সামাজিক। এই দুটি গুণই লুপ্ত হয়ে গিয়ে সে পশুরে

[illegible] উত্তীর্ণ হয়। অন্যদিকে হাজার হাজার মানুষের কান্নায়, ভাতের হাহাকারে, [illegible] পিপাসার আর্তিতে ভরে ওঠে শহর। 'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ' কবিতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন -

'আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজো ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায় সারারাত।' [১৩]

কবি জীবনানন্দ দাশের মনে হয় 'সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ' অথবা 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন'। এই অসুখ শুধু বাহ্যিক নয়, অভ্যন্তরীনও। প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা মনুষ্য সৃষ্ট বিপর্যয় একটা ঘটনা। কিন্তু মন্বন্তরের হাত ধরে আসে মারী, মড়ক, মৃত্যু, বিবেকহীনতা, মানসিক বিকারগ্রস্থতা, আরও একগুচ্ছ বিপর্যয়, সময়ের [illegible] বেয়ে সে বিপর্যয় নানা আকার ধারণ করে। পাশাপাশি মানুষের বেঁচে থাকবার জমি, বায়ু, জল, আকাশ, আলো সবই বিষাক্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় নির্বিকারভাবে। 'যুদ্ধের বিরুদ্ধে' কবিতায় বলেছেন -

'চলো আমরা চাঁদের দেশে যাই
পৃথিবীতে কোথাও আর নদী পাহাড় আকাশ
কোথাও আর ঘুমিয়ে থাকার ছ-ফুট জমি নেই।
একটি পাখির বাসা গড়ে তোলার মতো সামান্য আশ্রয়
একটি ঘাসের দাঁড়িয়ে থাকার মাটি

আজ আমাদের অতীত ইতিহাসের স্বপ্ন, ঠাকুরমার মুখের রূপকথা।' [১৪]

এ সমস্ত বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই করে বিবেকী মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষেরা পুনরায় তিমির [illegible] স্বপ্ন দেখে, নতুন বীজ বুনে ফসলের গান গায়, জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে। [illegible] বসু জোর গলায় বললেন -

'এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুজিয়ে মরবো না
এবার আমরা প্রাণ তুলে দিয়ে
অন্ধকারে কাঁদবো না।' [১৫] (পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে, পৃঃ ১০৭)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আশা করেছেন -

'আমরা সবাই মিলে পরিশুদ্ধ হবো।'

আমাদের মন মননে গভীর অসুখ বাসা বেঁধেছে যেখান থেকে পরিশুদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার করতে হবে সকলকে। সেই অঙ্গীকার অনুযায়ী জীবন যাপন করা প্রয়োজন।

সমালোচক জহর সেন মজুমদার বলেছেন -

'মানুষ মূলত আশাবাদী, চলমান জীবনের প্রেক্ষাপটে বহুরকম আঘাত, বহুরকম অন্যায়, বহুরকম লাঞ্ছনা, বহুরকম অপমান সহ্য করতে করতেও মানুষ তার প্রবল জীবনাকাঙ্ক্ষা বা জীবনানুরাগকে কখনোই মন থেকে বিসর্জন দিতে পারে না। সাময়িকভাবে হয়তো সে বিপন্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে ভেঙ্গে পড়ে, কিন্তু ভেতরের শাশ্বতবোধ তার জন্য এতটুকু ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। ফলে হতাশা আর নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়তে পড়তে মানুষ নতুন করে আবার উঠে দাঁড়ায় তার সতৃষ্ণ জীবনবোধে। সতৃষ্ণ এই জীবনবোধই মানুষের মনের মধ্যে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ভূমি গড়ে দেয়।"

(কবিতার দ্বীপ, কবিতার দীপ্তি, পৃঃ ২১৭)

এই জীবনবোধ ও জীবনাকাঙ্খা মন্বন্তর সমসাময়িক প্রায় সব কবির কবিতাতেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে। আমরা জানি 'বিজ্ঞান আবিষ্কার করে সত্য, সাহিত্য আবিষ্কার করে অধিকতর সত্যের'। অধিকতর সত্যের আবিষ্কারে কল্যাণবাদী সামাজিক দায়বদ্ধ কবিরা সংকট উত্তরণের কথা বলেছেন। জীবন, সংকটময় বিপর্যয়ময়। তা থেকে বেরিয়ে আসার মন্ত্র যাঁরা জানেন তাঁরাই মানুষ, তাঁরাই কবি তাঁরাই সত্যের আবিষ্কারক। সমাজ, সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় এই সত্যের দ্বারা।

সাহিত্য সমাজ একে অপরের পরিপূরক। সমাজ, সমাজের নানা উত্থান পতন বিপর্যয় যেমন কবি লেখক সাহিত্যিককে মথিত করে, তেমনি সাহিত্য, বিশেষত কবিতা সামাজিক মানুষের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সমস্যা বা বিপর্যয় থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে বের করে। বর্তমান কাব্য কবিতা পাশ্চাত্য সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত। ইউরোপীয় সংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও অকুণ্ঠিত মানবকল্যাণ জিজ্ঞাসা প্রগতিবাদ মানুষকে আরও এক ধাপ এগিয়ে দেয় জীবনসত্যের অন্বেষণে। কবিগুরু গ্যেটের মন্তব্য - 'প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম ও শেষ দাবী সত্যপ্রীতি' কবিরা সেই সত্যের অন্বেষণকারী। 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধের শেষে কাজী আব্দুল ওদুদ বলেছেন-

"কবি একই সঙ্গে জ্ঞানী ও প্রেমিক। জ্ঞানী যদি তিনি কিছু কম হন তবু খুব ক্ষতি হয় না,

কিন্তু প্রেমিক হওয়া চাই তাঁর পুরোপুরি।"
(কা. আ. ও রচনাবলী খণ্ড-২, পৃঃ - ৮৩৬)

কবি তাঁর সহৃদয় সামাজিক সত্ত্বা জনমানসের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আনন্দ-অনুভূতিকে নিজের হৃদয়রসে জারিত করে উপস্থাপন করেন। এই কারনে বলা হয়-

"সাহিত্য ওজন মাত্র নয়, কল্যাণবুদ্ধি মাত্র নয়,
সাহিত্যকল্যাণ আনন্দঘন মূর্তি।'
(কা.আ.ও.র. খণ্ড-২, পৃঃ - ৪০২)

আনন্দের অনুসন্ধানে মানুষের যাত্রা যতদিন অব্যাহত থাকবে কবিতাও ততদিনই বেঁচে থাকবে মানুষকে উজ্জীবিত, উদ্দীপিত করতে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) এ শতকের বাংলা কবিতা, সম্পাদনা মৃত্যুঞ্জয় সেন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রকাশকাল ২০০০, পৃঃ - ১১৫-১১৬
২) প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা - দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রকাশকাল ২০০১, পৃঃ ১১৪
৩) কবিতার দ্বীপ কবিতার দীপ্তি, জহর সেন মজুমদার, সাহিত্যসঙ্গী, কলকাতা -৯, প্রকাশ ২০১০, পৃঃ - ২১৭
৪) অশনি সংকেত - বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মোহন কুমার সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা - ৭৩
৫) আধুনিক ভারতবর্ষেও ইতিহাস (১৭০৭ - ১৯৬৪) ডঃ সিদ্ধার্থ গুহ রায়, সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৯, পৃঃ - ৮৬৯ - ৮৭২
৬) একালের কবিতা সঞ্চয়ণ - কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ২০১০, পৃঃ ৭, ৬১, ৬৪, ১০৬, ১১২, ১১৩, ১৩৫, ১৮২।
৭) আধুনিক বাংলা কবিতা - আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭৩, প্রকাশকাল ২০১১, পৃঃ - ১৮৭ - ১৮৮।

Mamang Dai: A Voice from the Northeast

Soma Mandal (Halder)
Department of English*

[**Abstract**: Hailing from Arunachal Pradesh, the unique land in Northeast India, Mamang Dai records the myths, legends and the processes of change in her literary works. Her narrative evokes with passionate poignancy the tradition and the identity of her land in a way that makes her one of the remarkable writers of the Northeast. This paper studies some of Dai's works and focuses on her credentials as a creative artist who not only adores her land but also promises to preserve its identity in a rich and vibrant language reminiscent of the oral culture of her people.]

'I was born in the mountains, in a village where boys kicked rocks around pretending at football', Mamang Dai writes in the prologue to her fiction 'The Legends of Pensam' '... Back then, the village heaved with life, and expected a great welling up of revelations, a web of magic through which we would step lightly like glittering spirits crowned with speech and thought.'

This is how we are introduced to the magical world of Northeast India that becomes vibrant in the literary works of Mamang Dai. Born on February 23, 1957 at Pasighat, East Siang District, in Arunachal Pradesh, she voices the unmistakable world of her land in her fictions, poems and other literary works. One reads the line 'Full of memories the land rises / to meet us at dawn./Still hiding the beloved features/ the mountain shaped with horns/ guards the iron gate/ where we clamoured,'(River Poems) and becomes a part of the land as she has described in lyrical words. In an interview with Dr. Nilanshu Das she has explained how she feels for the land - 'It is very green, it is quiet and one can be quite absorbed by the abundance if one has the temperament for it.

'Having passed her school days at Boarding school in Pine Mount School, Shillong, Dai did her B.A, in English Literature from Guwahati University

* Jogamaya Devi College

Assam. She was selected to the IAS/IFS in1979 but she left the service to pursue a career in journalism. Appointed to the post of Programme Officer with World Wide for Nature (WWF), Itanagar Office, she worked in the capacity with the Biodiversity Hotspots Conservation Programme in the field of research, survey and protection of the Flora and Fauna of the eastern Himalayas. She was appointed adviser (culture and publicity) for the Donyi-Polo Mission, a voluntary organisation and was involved with numerous programmes in the school for the Hearing Impaired , Itanagar. She is accredited journalist to the Government of Arunachal Pradesh, and also affiliated to All India Radio and Door Darshan , Itanagar. Dai started writing as a journalist for the Sentinel newspaper, Guwahati. She is the General Secretary of Arunachal Pradesh Literary Society and member of North-East Writers' Forum. Dai has been bestowed with prestigious Padma Shri award in 2011 for her contributions in the field of literature and education. She wrote 'Arunachal Pradesh:Hidden Land', documenting the origin, customs of the tribes of her land; three fictions: 'Legends of Assam', 'Stupid Cupid' and 'The Black Hill'. Dai also wrote two stories for children: 'The Sky Queen' and 'Once upon a Moontime'. Her collection of poems titled 'River Poems' introduces her as one of the leading poetic voices of Northeast India.

Dai received the state's first Annual Verrier Elwin Award,2003 in the field of publication and print media, on her book 'Arunachal Pradesh :The Hidden Land'. This book is an amalgamation of history, geography and legends of Arunachal Pradesh. Dai has painted her state in beautiful lyrical prose along with photographs that reflect colour of her land . In the preface Dai candidly explains the hardship of tribal life and the isolation which she describes as 'living in perpetual half-light'. Yet it is this isolation and hardship that bind them with nature. In her words "Man scratches the earth, battles with the elements, and in order to survive establishes for them a way of life that is in harmony with the environment that surrounds them." In the chapter 'The Cradle of Evolution' Dai lovingly describes how nature has been bountiful to Arunachal Pradesh : 'The tangle of root, vine , and decaying vegetation provides distinct ecological niches where life sustains itself in a delicate balance that is vulnerable to extinction by even the smallest threat to the habitat'. She has narrated how Sedi, the earth and Melo, the sky, lay close together and from their union every kind of tree and grass and living creature came into being. Dai has observed how

the tribes of Arunachal Pradesh have always lived off the forest with
any threat to the eco-system, particularly maintaining a harmoni
relationship with nature.

Mamang Dai's book 'The Legend of Pensam', published in 2006, i
collection of stories in which Dai narrates the lives of Adis, an indigen
tribe of Arunachal Pradesh. In the beginning Dai has explained how t
book introduces a realm which has layers of meaning. In Adi langu
pensam means 'in-between', it may also be interpreted as ' the hid
spaces of the heart where a secret garden grows'. The dream- like, illus
world of Adis- has its base in the realm of nature that defies the worl
logic and scientific knowledge. The book interweaves five stories- the f
story opens with the story of Hoxo , the boy who fell from the sky. T
opening lines of the book introduces us to a realm of green, pristine a
unexplored nature: 'A green wall of trees and bamboo, and a gre
waterfall that sprayed his cheek and washed the giant fern that seemed
be waving at him'. The colour green has its implication: 'It was the colou
escape and solitude.' Thus we are introduced to a world of mysteries, t
story of Kalen, the hunter, the story of Adela and Kepi, while the fou
story is about the widow Pinyar. The stories are loosely connected , b
what binds them is the realm of myth, unreal , dreamlike existence. To t
people of this land, Dai feels, 'the stories are not even perceived as sto
any more but as beliefs determining a way of life.'(Dai, 6)

Mamang Dai's book 'Stupid Cupid', published in 2009, fictionalizes t
journey and experiences of the women from Northeast to the capital c
of Delhi. Migration to other cities enabled the people of Northeast
experience a new culture and to enjoy economic prosperity. Dai's no
'Stupid Cupid' focuses on the life of glitter and glamour which the wom
of Northeast are exposed to. The fiction narrates the story of a girl, Ac
who has left her hometown Itanagar, 'a place of great greenery w
mountains all around and plenty of rain'. She has done hotel manageme
in Guwahati and Calcutta and settled in Delhi. From Delhi she feels t
Northeast 'like a map of mountains and rivers on another planet'. Ac
believes in liberal ways of life and Delhi is the place where she can enjoy
she wants to live. Inheriting a four-cornered house in South Delhi, s
transforms it into a love-nest where lovers can have private time. In sp
of being warned by her elders that nobody would help them in Delhi, Ac

loves this anonymity. She says 'After the watchful expectations of a small town, being a total stranger among strangers was a relief and a pleasure. It always surprised me that I could feel so much affection for a place that I was not even born in.' Yet one can perceive a change - the hard and artificial city life and the country which these people hail from. Amidst the glamorous, glittering life of Delhi there is a search for love. When Adna's dear friend Amine is killed by a burglar she realizes the hollowness of life in the capital. In her own land she realizes the greater truth about life- 'Perhaps there are more gods and goddesses standing all around us than we will ever know.'

Dai's novel 'The Black Hill' appeared in 2014. In the prologue Dai says '...it was one March evening in the nineteenth century when the events that I am going to relate take place. The reader can decide whether this story be true or not. The reader can decide whether to believe , or not, what I believe: that after everything is laid to rest , all that matters is love; and that memory gives life, and life never ends.' The story weaves some historical facts- the mysterious disappearance of a French priest, Father Nicolas Krick in the 1850s, the social, political and economic lives of the tribes of Northeast, particularly the Abor and the Mishmee tribes. The story revolves around a young girl, Gimur whose name bears name of the month in which she was born. She belongs to the Abor tribe, but falls in love with Kajinsha, a man from the Mishmees. The book is impressive from the perspective of the representation of a woman who is in love with her land to which she belongs. She elopes with her beloved, becomes the mother of his child, is jilted in love, returns home and loses her child. The novel is an unmistakable record of the tenacity of the woman who like all other women of Dai's novels strives to live and never loses her battle against fate. She identifies herself with the earth and her lover is identified with the sky- together they form the unity represented in the image of their god Doniyo-polo.

Poetry of Northeast India echoes the tradition, myth and its vibrant culture. Apart from writing novels Dai also wrote poems which are steeped into the beauties of her land. In her poem 'The Voice of the Mountain' Dai presents the mountain as a living entity who says ' I am the place where memory escapes/ the myth of time, / I am the sleep in the mind of the mountain'. Identifying with the desert , the rain, the child and the woman the mountain remains the repository of tradition and thus bears the

nature of permanence: 'The past that recreates itself/ And particles of life that clutch and cling / For thousands of years.' Dai's collection of poems – 'River Poems'- is about her land, Arunachal Pradesh. The book opens with 'The Missing Link' in which Dai remembers the origin and the course of the great river- how it turned from one land to the other. Though it does not have recorded history the river linked new terrain and sustained the people of this land. It was the land where rocks and rivers framed the geography of the land and history of the people. Though it does not have recorded history, the voice of the past is retained in the repertoire of memory. Water, mist and cloud woman thus always remain awake and alive. ' Remember, because nothing is ended/but it is changed./ And memory is a changing shape/ showing with these fading possessions/ in lands beyond the green ocean/ that all is changed but not ended.' She thus proclaims her conviction that though the changes are inevitable , the land will be forever alive in the living memory of its people . All her poems are steeped in the imageries of nature- 'Rain', 'Sky Songs', 'Secret Garden'- recording the culture, myth and traditional customs of the people of her land. In the poem 'Birthplace', for example, Dai writes, 'We are the children of the rain/ of the cloud woman,' and explores with a loving sympathy, the clan to which they are all linked together: 'There were no strangers/ in our valley. / Recognition was instant/ as clan by clan we grew,/ and destiny was simple/ like a green shoot/ following direction/ like the sun and moon.' Particularly the last two lines of the poem, 'We descend / from solitude and miracles' recall the serenity and magic that resonate throughout her works.

Dai has painted her land and its people in all their ethnicity and beauty. Kailash C. Baral has observed that 'Contemporary writings from Northeast either in English or vernaculars aspire towards a vision beyond narrow ethnic groove and represent a shared history. In these writings, the cultural memory is reprocessed in that the intensity of feeling overflows the labour of technique and craft' (Baral, 3). Apart from evoking 'intensity of feeling' Dai's literary works are pregnant with a sense of passionate love and respect for the rich cultural heritage that she inherits. Northeast particularly Arunachal Pradesh is depicted in loving care that makes the land adorable to the readers.

Reference :

Dai, Mamang Dai. *River Poems*. Kolkata : Writers' Workshop, 2004. Print

—. *The Legends of Pensam*, , New Delhi: Penguin Books, 2006. Print

—. *The Black Hill*. New Delhi: Aleph Book Company,2014. Print

—. *Stupid Cupid*. Mumbai: Penguin Books,2009. Print

—. *Arunachal Pradesh : The Hidden Land*. New Delhi: Sky Prints Pvt. Ltd. Print

—. On Creation Myths and Oral Narratives India International Centre Quarterly, Vol. 32, No. 2/3, Where the Sun Rises WhenShadows Fall: The North-east (MONSOON-WINTER 2005), pp. 1-6Published by: India International CentreStable URL: http://www.jstor.org/stable/23005996 Accessed: 17/12/2014 04:35

Baral, Kailash C. *Articulaing Marginality: Emerging Literatures from Northeast India*. in Emerging Literatures from Northeast India edited by Margaret Ch.Zama. New Delhi: Sage Publications, 2013. Print

Tolstoy - A Rare Talent

Supriya Dhar
Department of English

[**Abstract :** Tolstoy had a surpassing knowledge of old, rural Russia and
mirrored the essential aspects, of course some of the aspects of t
prerevolutionary Russia, historical features of the are of 1861-1904, t
strength and weakness of the first Russian revolution. He portrayed a
illuminated in his works the limitations of the mass peasant moveme
and the causes behind the failure of the first Russian Revolution. He h
contradictions in his attitude but he distinctly mirrored in his works th
the old system will go, and the new social system will take its pla
because of this fact as an artist Tolstoy was honest.]

A mirror which does not reflect things correctly can hardly be called
mirror. We have before us a really great artist in whose mirror all essent
aspects of man and society were reflected. It is true that there a
contradictions in his works, views, doctrines and they are indeed glari
On the one hand, we get in his works remarkably powerful, forthright a
sincere protest against social falsehood and hypocrisy; and on the oth
the typical Russian intellectual who publicly beats his breast and wails f
his short comings and lack of moral self-perfection. We have before us
artist who mercilessly criticised the capitalist exploitation, and unmask
the profound contradiction between development and degradatio
achievement and poverty. We have in his works, the most sober realis
and preaching of religion. He is Leo Tolstoy - the great realist of univers
significance.

The concept of realism in art and literature is, according to Ernst Fisch
elastic and vague. It is undoubtedly an observation of debate. But it go
without saying that realism is both an attitude, and a style or a metho
When realism is defined as an attitude, it means that realism recognises
objective reality, and style depends upon that, Shakespeare, Sophocl

Milton are sometimes described as 'realist', and the term is reserved for the method practiced by Tolstoy and Gorky. Tolstoy is particularly remarkable because his novels and stories corresponded to a specific social development. In all his works there is a critical attitude to society as it is, but the approach is contemptuous, satirical, reformist, sympathetic and eager to show that there is an undercurrent flow of change in the whole fabric of human mind and society. There is no denying the fact that the realism of Tolstoy and Dostoevsky is superb.

In Tolstoy we study the social conditions, movements and conflicts of the period, the class-relationships as a result of which we see the works of Tolstoy in a real not an imaginary, context. There is no abstract speculation in him, miles from reality. Tolstoy in all his novels, particularly in Anna Karenina, consciously or unconsciously, recognized the social element, and going against his own beliefs showed in clear details that the ancient foundations of peasant economy and peasant life, foundations that had really held for centuries, are bound to collapse and fail. Tolstoy is great as the spokesman of the ideas and sentiments that emerged among the exploited millions of Russian peasants who are being dispossessed of their land and raised their protest from the remote corner of the patriarchal Russian countryside; but Tolstoy is absurd as a prophet who preached for the salvation of mankind from the stand point of religion. This amply illustrates that the contradictions in Tolstoy's views are the contradictions of Russian life in the last third of the nineteenth century.

Tolstoy's literary works express the specific historical features of the entire first Russian revolution, its strength and its weakness. We find contradictions in the works of Tolstoy. But these contradictions are not inherent in his personal views alone; they reflect the extremely complex, contradictory influences and psychology of various classes in Russian society. The post-reform Russian society is reflected in the works of Tolstoy. And simultaneously the pre-revolutionary era is also reflected in the works of Tolstoy.

Anna Karenina is a great novel of Tolstoy. Through Levin, one of the most memorable characters in Anna Karenina and also in world literature, Tolstoy very vividly expressed the turn in Russian's history. Here I quote some excerpts from Maxim Gorky on Lenin. Once he came to see him (V.I. Lenin) and found a volume of War and Peace on the table before him "Yes, Tolstoy! I was going to read the scene of the hunt .... " "What a rock, eh?

What a giant of a man!" " Who, in Europe, can be ranked with him?", " N one." (V.I. Lenin). Maxim Gorky said, " And I, who do not believe in Go cast a stealthy, almost timid glance at him and said to myself : "This man like God." Tolstoy, according to Gorky is a living genius, whose life is full complex self-contradictions, and who is in all respects a man. He search God, but not for himself, but for others, for all human beings.

Tolstoy had a surpassing knowledge of old, rural Russia and he mirror the agonizing pain of poverty, starvation, homelessness and desperati among the millions of peasants. It was Tolstoy who faithfully and honest depicted the voice of protest among the peasants and lower strata of th city and rural population. "All comparisons are lame", says a Germa proverb. So I do not compare Tolstoy with any literary figure. Tolstoy Tolstoy. How can we forget that it was Tolstoy who saw the advancin march of revolution, devoted himself to the service of famine-affecte masses, always eager to render help to the prisoners of the fascist regim and also propagated the ideal of world-peace. He did not support th Russian revolution of 1905, but he vehemently protested against th brutal torture and large-scale execution of the revolutionaries. As again this inhuman brutality Tolstoy wrote "I cannot be silent", 1908, a immediately it was banned.

"As to the hero of my novel, whom I love from the bottom of my heart a *whom I try to reproduce in all its beauty and who has always been, is a* will be beautiful, is truth," wrote Tolstoy. Tolstoy remained true to t principle. Tolstoy rejected art which is intended to be an "emp *amusement for idle people". He placed his pen in the service of the ho* of today. He wanted to make his word the vehicle for the ideas of tod Here we get a superb touch of realism. Tolstoy combined with a mag harmony the lofty truth of life, simplicity and precision of artistic langua Tolstoy depicted a panorama of life, with characters representing segments of Russian society. While depicting this, he touched the not universal truth and modernity. Talent is a rare thing. And it goes with saying that Tolstoy is a rare talent in world literature.

Anna Karenina' one of the greatest of world literature ends with spiritual regeneration of Levin:

"I shall still get angry ..... I shall still express my thoughts in-opportun there will still be a wall between the holy of holies in my soul and ot people. I shall still be able to understand with my reason why I am pra

and I shall continue to pray-but my life - every moment of it is no longer meaningless as it was before, but has an incontestable meaning of good, with which I have the power to invest it".

The domain of God, Tolstoy informs us, 'is within you.' I sometimes think that Tolstoy is like Shakespeare's King Lear when both understood the truth of life and reality.

References:

1. Literature And Art, V.I. Lenin Progress Publishers, Moscow, 1970.
2. The Necessity of Art, A Marxist Approach Ernst Fischer, Penguin Books, 1970.
3. Anna Karenina, Penguin, London, 2000.

Re-presenting 'Logo Centric' Narrative 'Discourse': Changing Poetics of Artefact(s) in the Context of Post-industrial Society in Terms of 'Utility' and 'Significance'

Debolina Byabortta
Department of English

[**Abstract :** Literature as 'criticism of life' stands as a matter of expressio mode of narration and, a way of representation. It is obvious that both ideological aspects and socio-politico-historical happenings have a g take on literature resulting in making it entangled with human cult Thus literature with its aesthetic/ 'utility' value has a great influence human life and vice-versa. And in course of time both of them subjected to change as they do not belong to an 'empty time'. With economic and industrial expansion along with technology international communication leading to globalization and consumer literature a broad arena of art and culture, depicts a changed spectacle representation that does not necessarily maintain any dialectic. In Narayan's short story *Out of Business* and Tagore's play *Red Oleand* depict how the characters become the props of consumerist society an keeping with the cocacolised/ McDownaldised culture and capitali monopoly of televised advertisement with the branded caption "yeh maange more" (the heart desires more) they nourish the desire of ha 'more' owing to the emerging 'sign value' of the respective subjects. In way literature as an inseparable part of the society also becomes a ma of what Adorno calls 'standardization'.]

(words : *representation, ideological, socio-politico-historical happeni aesthetic value, empty time, consumerism, standardization*)

"Aesthetic inventions are reduced to the level of commodified exchan says Fredric Jameson in *Postmodernism, or in The Cultural Logic of L Capitalism*. Subsequent changes in the attitude towards art and cult with the rapid growth of technology and machine after the indust revolution resulting in giving birth to consumer society accommoda with media, information, electronic and mechanical devices

mobile, TV, and televised serials, commercial advertisements the demanding eyeballs of the consumers of the postmodern connection with popular culture is perhaps the logic behind such With the endless process of globalization, industrialization, commercialization and consumerism human culture and its value also obvious changes resulting in making people prone to measure the quality or utility value of a product but its packaging and top ten in accordance with commodity fetishism. This precisely refers to what Adorno and Horkheimer put as "what might be called use value in of cultural commodities is replaced by exchange value" (Horkheimer and Adorno 158). And as all creation of art is bound to be compelled by the ideological discourse of society, likewise literature, as an artefact from being a mere "criticism of life" as Matthew Arnold once used to call is reduced to the level of a cultural product baptising what Jacques Derrida terms in *Of Grammatology* "logocentric discourse" (Derrida 3). The obvious result of this is the eradication of the essential gap between the high and the low culture and the celebration of the plurality of meaning which the popular symphony of Rupam Islam sums up in Bangla band *Aquastic Rock* "... in fact there is nothing called as truth in reality" (*aashole shotti bole shotti kichhu nei*).

Televised advertisements along with popular music have been proved to be significant in unveiling the designs of capitalistic operations with its fine play of cultural signifiers and popular ideological signifieds to have a sharp appeal to the glamour seeking mind of the viewer cum consumers. And often they remain successful in translating the underlying message or content or the idendifiable activities of the characters of a "cultural product" i.e. literature. Be it the commercial advertisement of the popular soft drink *Pepsi* or that of the chocolate *Bourneville*, they successfully universalize and happen to telecast the underlying message of having more and more at the cost of the materialization of labour that contribute to the formation of the monopoly of the capitalistic operation. As Gordon Reilly sums up in *Theodor Adorno and The Culture Industry*:

> All human artefacts consist of materializations of labour; they incorporate labour and realize its intentions. Thus they have two interrelated but analytically distinct aspects. On the one side a materialization of labour, a product of labour, is use value. As such, an artefact has utility for someone; i.e. it can "serve" a need of individual or collective practical reason. The

exchange value of a commodity depends upon its utility, as well as upo the institutional conditions of the market. On the other side, materialization of labour is an objectivization or embodiment of meani or significance... The monopolistic rental value of an artefact depen upon its significance, as the institutional conditions which preserve th monopoly (e.g. copyright privileges) (Welty 1).

This is precisely in this context that the televised advertisement chocolate *Bournville* becomes a significant part of popular culture whi unveils the fundamental structure of the production of branded consum goods at the cost of the physical labour, expectation of those interpellate factory hands without whom the glitter of such advertisement remai colourless. The discursive poetics of interpellation popular in th operative principle of the market economy of the 21st century finds suitable reaction in Tagore's *Red Oleanders* about which Tagore himse asserts:

The habit of greed – greed for things, for power, for facts, with all th ramifications that greed is able to set up between man and man- is arraye against the explosive force of human sympathy, of neighbourliness, fellowship and of love: the force which we may term good: Good is he arranged against the dehumanizing force of mammon, of selfishness, evil; (Tagore 47).

Just as organised passion for greed is emblematised by the very setting Yakhshapuri in *Red Oleanders* where people as workers with a bli admission of their fate as mere labours are motivated by the order of th invisible Raja to "plunder and rip the breast of the earth" (Tagore 136) excavate as much gold as possible with the identity of mere numbers li 61-B, 321 whom again Eliot terms in *Preludes* as "muddy feet", likewise th commercial advertisements of *Bornville* exhibits the Geographical ent of Ghana as the very setting for the production of goods of what Ador calls in "On Popular Music" a place of cosumerist "significance" (Ador 17-18) . As Abin Chakraboty sums up in his paper *Avatar and After: Emp Race and the Dynamics of Debate*:

The right of the multinational companies to penetrate various markets a destroy the indigenous producers, by selling them products of uncerta qualities, produced at times in blatant violation of environmen concerns (Chakraborty 71-72).

The telecast of the advertisement shows "Only the best Cocoa from Ghana goes into making a *Bournville*". Again the advertisement depicts the pathetic plight of the interpellated class i.e. the black skinned labourers who are being sold out to the white skinned capitalistic master wearing branded coat and accommodated in branded car and supposed polished culture. These figures are clear replicas of the Kenaram Gosain in Tagore's play (viz. *Red Oleanders*) who like the black skinned workers of the advertisement is always ready to sing the song of praise for the hegemonic/monopolistic power of the authority. That is why when the supposedly civilised master eliminates a grain of cocoa as not suitable for the production of the chocolate uttering, "He's nothing", the workers internalize the prejudiced act with an unquestioning admittance. And further when the grain begins crying for this elimination, he immediately asks the workers to "Tell him sorry" and they seem to do so. Towards the end, at the surprise of all, one of them throws it away like anything. Such is an instance of the height of penetration of the multinational companies into the self of the workers that can go deeper to fulfil its demands which again Rupankar Chatterjee's popular symphony sums up as in the film *Baishe Shrabon* "go deeper and even deeper/ now you find the land beneath your feet and then you lose/ you plunge into the well of need" (*gobheere jaao, aaro gobheere jaao/ ei bujhi tal pele ei haaraale/ [illegible] doobe jaao*) . Such demand not only concerns the authority but also sometimes includes the consumers depicted through the character of Rama Rao in R. K. Narayan's *Out of Business* who as a chain of being of this consumerist society wants to lead a posh life in a 'Bangalow' accommodated with a "baby car". Narayan's protagonist is a "Malgudi agent of a gramophone company", a chain of being whose financial status is dependent upon subsequent socio-political facts and with the sudden collapse of the company due to "a series of circumstances in the world of trade, commerce, banking and politics" he loses his job (Narayan 22). Still in order to keep his sophisticated higher middleclass identity untainted he tries his hand at sending job applications to several companies without any fruitful result. But instead of falling back he keeps on trying to establish his identity of a cerebral fellow, expert in playing crossword puzzle through the journal *The Captain* found in "The Jubliee Reading Room" with no fruitful result possible (Narayan 24). And whatever Rama Rao does here he does only to fulfil not his basic needs but his wish to have 'more' as

translated by the caption of the popular commercial advertisement
Pepsi, *'Yeh Dil maange more'* (i.e. "the heart wants more") .
advertisement depicts the brand ambassador Shahrukh Khan
pretends to be Sachin Tendulkar only to have the desired product i.e.
bottle of Pepsi. So does Rama Rao to live in a 'better locality' with
accommodation of a car along with the admission of his children
"fashionable nursery school" (Narayan 26).

But the attempt of the monopolistic operation of penetrating through
lives of the individual fulfilling its demands or that of the attempt of
consumer to compete with the supposedly superfast speed and glam
of the post-industrial era of technology ends in what Abin Chakrabo
calls in his paper on "*Avatar* and After: Empire, Race and the Dynamics
Debate" a "red terror". This is perhaps the 'red terror' which
translated through the blood of Ranjan after his death that problemat
the "logo-centric discourse" of the very monopolistic policy of the Raj
Red Oleanders. This is again this "red terror" in the form of idealistic mo
discourse that brings to the fore the consciousness of the Raja under
spell of which he destroys his own abode made out of the sweat, sacri
and blood of the factory hands like Phagulal in the same play or drives
unsuccessful protagonist Rama Rao in Narayan's *Out of Business* to e
everything on the rail line where 'red' and green' light of the sig
surround him. This practice of climbing the ladder of fortune with
steps of technology and more specifically its translation through seve
faces of popular culture including televised advertisements or thro
popular music is nothing but a fair representation of the hum
individuals' anxiety driven maladjustment or rather in Adorno's word
"masochistic adjustment to authoritarian collectivism" (Adorno 18)
postmodern culture with the endless play of what Jean Baudrillard call
Simulacra and Simulations "simulacra" (Baudrillard 2) that remains una
to present that beauty of "tuned tambura" that Nandini stands for (Tag
165).

The translation of human imagination viewed through the telescope
commodified exchange marks a noticeable change both in the 'lang
and 'parole' of peoples' attitude towards art and culture. This underly
departure makes the involuntary transformation of the appeal
literature, and more specifically of art in the broader sense, from bein
'criticism of life' towards the route of becoming a 'cultural product'. T

precisely becomes the latent cause behind the establishment of the 'phonocentric' dynamic discourse that celebrates the plurality of meaning i.e. the plurality of perception giving birth to the new narrative(s) of culture at the macrocosmic level. Such dynamic discourse through the eradication of borders in a way qualifies the notion of establishment of what Roland Barthes calls the problematization of "an author-centric" reading of text or the body of the narrative of a whole culture at large. The new narratives of culture comes to the fore through the ramification of what the post-structuralists call as "faultlines" that in reality brings forward the changes lying as the operative principle in the era of popular culture perceptible at every single aspect of the popular ideological discourse. This popular ideological discourse in reality gives birth to what Jean Baudrillard calls "sign value" of an object. Thus the utility value of the object remains objectified as a standardised object in accordance with the social status that it imparts upon the possessor. Thus by the constant play of cultural signifiers in the post-industrial society the aesthetic thingness of the artefact gets deferred giving birth to a world full of codes and captions yet to read completely out the 'langue' of its written discourse to give a wholeness of meaning.

WORKS CITED

Adorno, Theodor. "On Popular Music," *Studies in Philosophy and Social Sciences* (1941) Vol. IX, No. 1, pp. 17-18.

Adorno, Theodor. Horkheimer, Max. *Dialectic of Enlightenment*. New York: Harder and Harder, 1972.pp 158. Print.

Baudrillard, Jean. *Simulacra and Simulations*.Trans.Sheila Glaser University of Michigan Press.1984.pp 2. Print.

Chakraborty, Abin. 'Avatar and After: Empire, Race and the Dynamics of Debate'. Ed.Abin

Chakraborty and Sayan Aich Bhowmik. *Uneven Terrains: Critical Perspectives in*

Postcolonialism. Kolkata. Booklore publishers and Distributors, 2011. pp 69-72. Print.

Derrida, Jacques. *Of Grammatology*. Trans. Spivak, Gayatri Chakravorty. Baltimore: Johns Hopkins University Press. pp.3. Print.

Hawthorn, Jeremy. *A Glossary of Contemporary Literary Theo* Hermitage Publishers. New Delhi. 2000. pp 193. Print.

Jameson, Fredric. *Postmodernism or, The Cultural Logic of Late Capitalism*.en.wikipedia.org/wiki/Fredric_Jameson. 20 th Feb 2014.

Narayan,R.K. *Out of Business. Golden Leaves A Text Book for Colle Students*. University of Calcutta. Macmillan Publishers India Ltd, 2011 22, 24, 26. Print .

Tagore, Rabindranath. *Three Plays by Rabindranath* Tagore. Trans. Anan Lal. New Delhi: OUP, 2001. pp 47, 136, 165. Print .

Welty, Gordon. "The Materialist Science of Culture and the Critique Ideology," *Quarterly Journal of Ideology* (1981), Vol. V, No. 2.

http://m.youtube.com/watch?v =ak_yDVFqRwk accessed on 12 th O 2015

http://m.youtube.com/watch?v=iOTFm6k> accessed on 12 th Oct 2015

http://m.youtube.com/watch?v=wHL8LDDcYsE accessed on 12 th O 2015

http://m.youtube.com/watch?v=efM5REP6dzI accessed on 12 th O 2015

http://plato.stanford.edu/index.html accessed on 10 th Feb 2016

Evil and Suffering: An Approach to the Problem from Different World Religions.

Dr. Aditi Bhattacharya

Department of Philosophy.

[Abstract: In this article I would like to consider the problem of evil and suffering from the point of view of Semitic and Non-Semitic World Religions. As representatives of Semitic Religion I have taken Judaism, Christianity and Islam and as Non-Semitic Religion I have considered Hinduism and Buddhism. I would conclude with the view of Sri Aurobindo, who I think, has approached the problem more comprehensively and from a completely new aspect.]

(I)

The problem of evil and suffering throws a great challenge to all World Religions—especially to the Semitic Religions like Judaism, Christianity and Islam. All Semitic Religions consider God as a Good, Benevolent and Righteous Creator of the world. How can the Good and Benevolent God be responsible for the sufferings of His created beings? There is no doubt regarding the factual existence of evil and suffering in this world. So the problem is how to explain the fact. One may argue it is not God but some other force, equally powerful, can be responsible for evil and suffering. But this alternative is taken to be granted then we have to accept that God is not the Omnipotent (All Powerful) Being. And this does not agree with the Semitic concept of Almighty God. Another alternative explanation is: God is not at all responsible for suffering in this worldly life because He has created all that is good and beneficial for life; human beings alone are responsible for the worldly suffering. God has adorned them with a valuable gift, i.e. a free will and they with their free will sometimes choose to do the wrong things and thus invite suffering. But if God is the creator of men and if men invite suffering by utilizing their free will then is not God himself responsible for suffering in a roundabout way? Let us see how different religions have tried to answer all these questions.

In this context another important thing should be kept in mind. For all t
World Religions evil and suffering do not belong to the essence of t
world, they are contingent facts. All the Religions accept a Being exi
before and beyond evil and suffering and they also admit the possibility
salvation of human beings from their state of suffering. If evil does n
belong originally to the constitution of the world and if it has entered in
it as a disturbing element then it is very natural to raise the question how
is compatible with the concept of All-powerful and Good God. T
question is generally called the 'Theodicy Question' and all the Wo
Religions try to answer this question from their own point of view.

(II)

Let us first see how Judaism, one of the ancient world Religions, has de
with the problem. Judaism is the Religion of the Jews, who claim them
be the descendants of the ancient Hebrews. Judaism believes God to
All-powerful, Just and Merciful who has granted Free Will to the hum
beings. The human beings, by virtue of their free will, commit various k
of sins. Judaism cites the Biblical story where it is said that the Origina
was committed by Adam, the first human being. Suffering is nothing
punishment for the sin. But this explanation is not much satisfactory as
frequently found that innocents also suffer---it is seen especially in
cases of natural suffering, i.e. suffering from natural calamities. Juda
tries to explain natural evils by saying that it is a mystery that rem
unveiled to human understanding. There are some definite rea
behind the existence of evil and suffering that God alone knows. He h
purpose; a positive purpose of allowing the evil to exist that surpasses
reason and understanding. Judaism often points out that evils exist a
test of faith. By inflicting suffering on men God wants to test their faith
devotion. Sometimes evil is taken to be reformative in character. God
loving and concerned Father, inflicts pain and suffering on men so
they can be reformed. Again, evil is sometimes seen as a sign of g
things to come. Thus Judaism has tried to explain evil and suffering
the standpoint of a greater purpose unknown to us. Some thinkers p
out that like Zoroastrianism, Judaism also believes that evil is due to
Satan. For instance, Charles Francis Potter in his work **The Sto**
Religion[1] opines that the Jews being troubled by the inconsisten
holding the Benevolent Creator as the author of evil and suffe
welcomed the duality of the Zoroastrian theology and thus re

Jehovah, the Good and Benevolent God, of an embarrassing inconsistency. But this point of view is not in tune with Jewish idea of All-powerful God and the monotheistic character of Judaism itself.

The existence of evil and suffering poses a serious problem to the Christian idea of God as a kind and loving father to men. Christianity first tries to resolve this problem by inventing Satan, the Devil, who is responsible for all kinds of evil and suffering. But the question is whether Satan does this under the control of God or independently. Acceptance of either of the alternatives will invite problem. If Satan causes evil and suffering under the control of God then God cannot avoid the responsibility of the existence of evil and consequent suffering in this world. On the other hand, if we accept the second alternative, God no longer remains powerful. At this juncture Christianity handles the problem in a more subtle way. It portrays Satan as a devil who in his devilish way provokes men to commit evil and men by the misuse of their free will get attracted towards sin. Thus through both the workings of the Satan and free will of men evil comes to exist and God allows evil as a disciplinary measure. God, the Benevolent Father allows His sons to go through suffering so that they can be more disciplined in their journey towards perfection. Thus suffering is not to be complained against, but to be happily endured. Jesus Christ on the Cross himself is the symbol of human suffering—he had suffered and he was triumphant.

In his book **Evil and God of love**[2] John Hick has outlined two different but related approaches of Christianity regarding evil and suffering---one is Irenaean approach and another is Augustinian approach. Towards the end of the 2nd century, Irenaeus, Bishop of Lyons formulated an argument by showing that evil is a necessary step for moral and spiritual development of man. St. Augustine, born in 354, advanced another argument where he expressed that evil is good in disguise. It comes into existence because of the free will of men and God allows men to do this because through suffering evil will be completely excluded in future. In later period we have seen attempts have been made by different thinkers to explain evil and suffering mainly by following either of the above two lines of approaches. Some of them have tried to emphasize that it is through suffering God tests the intensity of our faith. Some contemporary Christian thinkers opine that suffering is nothing but goodness in disguise. They point out that evil

is not a problem for Christian faith because there is inherent goodness
every evil and suffering, the point is to know how to look at it.

Like almost all theologicians of theistic religions, Muslim theologicia
also realized that the existence of evil and suffering in this world wo
throw a challenge to the logical correctness of the belief in Good a
Benevolent God. Hence it is the great concern of the Muslim theologicia
to show how the factual existence of evil and suffering is in perfect tu
with the All-Powerful, All-merciful and Judicious image of God. In th
regard in Islam Theology three distinct approaches can be identifi
namely, i) anti-theodicy, ii) pro-theodicy and iii) median approach.[3]

Muslim Theologicians, mainly from Ashari and Jahiri schools have tak
the anti-theodic approach. They uphold that the question of evil a
suffering should be viewed from the Omni-potence and Self-sufficiency
God. That which is contrary to man's wishes is considered by him as ev
But this is not proper because to judge God's acts from the point of view
human mind is nothing but to diminish the unlimited power of God. It
not in our power to justify God's act. In Quran it is said as God has f
control over this world hence suffering must be a part of His plan
purpose—it is simply irreligious to question His plan.

Another group of Muslim theologicians, mainly from Mutazili and S
Schools, emphasize not on God's Omnipotence but on His Justice a
Wisdom. It is out of Justice He has gifted man Free Will and because of
freedom of will man can choose to commit evil and thus embra
suffering. Man is thus responsible for moral evil and consequent suffer
but this sort of suffering is nothing but the fulfillment of his obligations
God. As for natural evil God alone is responsible but He has created th
with a definite purpose which is unintelligible to us.

The advocates of the Median approach insist upon the primacy
Revelation over reason as Revelation is infallible whereas human reaso
inflicted with error and doubt. They point out that suffering of men m
have a cathartic function. It is through their sufferings the sinner can pu
off their sins and thus can escape from greater punishment. Moreo
suffering may be considered as a test of man's faith towards the Almig
God. In Quran it is said that God actually wants to test the faith a

endurance of men by inflicting pain and suffering to them. Hence in Islam suffering is viewed as something which has been introduced by the Omnipotence Judicious God and it serves a significant moral purpose.

Thus from the above discussion we can see that all the three Semitic Religions have taken more or less similar approach towards the problem of evil and suffering. In their eagerness to save Good and Benevolent God from the responsibility of introducing evil and suffering in the world, they have either spoken of Satan or Devil as the cause of evil or have pointed out that man by virtue of his freedom of will commits evil and thus invites suffering. It is also said evil and suffering is nothing but good in disguise and serves a specific moral purpose of God as suffering gives man a chance to get rid of his sin and also acts as a test of his faith and sincerity.

(III)

Now we can turn our attention towards Non-Semitic Religions and as representatives of this I have taken Hinduism and Buddhism. Both Hinduism and Buddhism have viewed evil and suffering not from theoretical but from practical point of view. In Hinduism suffering is attributed mainly to one's past karmas. The Hindus are more interested in finding out a way to get rid of suffering rather than seeking out the cause of suffering. Samkhya, Nyaya or Vadanta Darsanas have mentioned three kinds of suffering (Tritapa Dukah) —adhyatmika, adhibhoutika and adhidaivika. The first kind of suffering is caused by the physical and mental disturbance of the person concerned. Moral suffering caused by the wrong doings of the performer is also included in adhyatmika Dukah. The second kind of suffering is natural suffering caused mainly by the external natural forces and man has to undergo this type of suffering as part of their existence in this cosmic world. The third kind of suffering is caused by some supernatural evil forces. These forces have sometimes been called demons who act against the forces of good. The Hindu thinkers have regarded all these sufferings as contingent facts of human existence. As a matter of fact samsara itself is suffering. Our own past karmas are responsible for our birth and suffering. No one else is responsible for our suffering, neither God nor Satan. In most of the schools of Hinduism God is not viewed as the Creator of the world. As for example, in Samkhya the suffering of the purusa (atman) is due to its attachment with unconscious prakriti (the cosmic world) which is the main source of all

kinds of suffering. Here there is no place of God as the creator of the wor
Even if God is accepted as the Creator (as in Nyaya School) He cannot b
said to be responsible for the existence of evil and suffering. Naiyaikas ho
God has created the world according to the Universal Law of Karma---i
the karmas done by men in their past lives. Men perform actions out
desire or attachment and all karmas which have their root in desire b
men with this samsara. Hindus believe that behind every sort of desire
attachment there is ignorance. Hence ignorance is the root cause
suffering. Out of ignorance man identifies himself with his physical
mental being and considers himself to be the doer (karta), knower (jna
and consumer (bhokta) of everything. But this is a false knowled
because the Self (atman) of man is free from everything. It is only
acquiring true knowledge one can get rid of ignorance and thus
achieve freedom from all sorts of suffering. In Vedanta it is said that t
root cause of suffering is ignorance—ignorance regarding the true nat
of Reality. So far we are involved in duality we suffer, but the moment
realize the basic Unity of Jiva and Brahman (jivatma and Paramatm
suffering disappears. Thus suffering lies in fragmentation and dualit
whenever one understands the basic Unity of Being one attains the t
knowledge and consequently one can be liberated from the karmic c
of samsara.

Like Hinduism the basic approach of Buddhism towards evil and suffe
is purely practical. Lord Buddha once said to his disciples, if a man blee
profusely from a severe wound caused by a poisoned arrow, ever com
him and asks him to do something to relieve his pain, his first task wou
to draw out the arrow from his arm and mend his wound inste
inquiring who has thrown the arrow, what is the motive behind this k
action, what is the nature of the poison etc, etc. By this story Buddha w
to insist on the fact that our approach towards suffering mus
straightforward and practical. He acknowledges the hard core reality
man is in constant suffering. This truth is reflected in the First Noble T
taught by him---'Dukhya Satya', i.e. 'Suffering is Reality'. In the Se
Noble Truth Buddha has tried to find out the causes of our suffering
has identified twelve causes each of which is dependent on its pre
one ---the root cause is ignorance or avidya. Everything in this wo
fleeting or impermanent. Not only the material things, but also our s
fleeting—it is nothing but the conglomeration of some momentary m

states. It is because of our ignorance we consider everything as permanent and try to cling to them forever. Our desire and longing for them bring suffering for us. Buddha has spoken about 'Bhava Chakra'—the eternal wheel of samsara which rotates man from one life to another. Unless and until man tries to get rid of his desire arising out of ignorance he has no way to escape from this cycle of samsara. In Buddhism we also get the direction to find out the way of our escape from this suffering. In the third Noble Truth Lord Buddha has spoken about Nirvana or Liberation and in his fourth noble Truth he has pointed out Noble Eightfold Path (Astangika Marga), the practice of which will lead to liberation, a complete freedom from suffering. Liberation requires a sincere effort or sadhana and one has to attain it by constant struggle with his worldly desires. Thus liberation means the attainment of true knowledge and freedom from ignorance.

From the above discussion it is evident that both in Hinduism and Buddhism suffering has been taken as a contingent fact of existence arising out of ignorance and it is only by conquering ignorance with true knowledge one can overcome suffering. Here God or Supreme Reality (if such Reality is at all accepted because in Buddhism as well as in Samkhya school of Hinduism the concept of such Supreme Reality is absent) has no responsibility either in introducing or removing of suffering from the world. Law of Karma reigns supreme in this cosmic world and it is man, who because of his past karma done from desire and ignorance, suffers and it is only his responsibility to liberate himself from his bondage to the law of Karma and suffering. Thus the problem of accommodating evil and suffering with the concept of Omnipotent and Benevolent God does not arise here.

IV

We have so far approached the problem of evil and suffering from both Semitic and Non-Semitic religions. All of them have taken it for granted that in this world we do suffer and accepting this basic reality all religions have tried to explain the causes of suffering and the possible ways to get out of suffering. But still the 'Querying Socrates' in us is not satisfied. He raises some pertinent questions: i) what is the necessity of this worldly existence laden with so much suffering? ; ii) is its existence a necessity from the point of view of the Supreme Reality? ; iii) is it necessary for the evolution of the human beings? Or iv) is it nothing but an accident that our

world is such and such? I would like to seek the answers by addressing
Aurobindo's view in this regard.

Sri Aurobindo, in his **Life Divine** [4], has approached the problem of evil
suffering from a new perspective. According to him the problem of
should be considered from three different points of view---- i) its rela
to the Supreme Reality; ii) its origin and place in the workings of
Cosmos; and iii) its action and influence on the individual being
Aurobindo clearly points out that as evil and suffering are creation
Ignorance and Inconscience they cannot have their direct root in Supr
Being or Reality which is Absolute Knowledge and Consciousness. Evil
suffering are the by-products of cosmic movement. In the proces
cosmic evolution man arrives with his separative consciousness. And
the arrival of fragmented human consciousness pain and suffering
arrive. The question of good and evil, pleasure and pain arise
reference to the individual consciousness only as it is inflicted with pa
knowledge and partial ignorance. In this context Sri Aurobindo has po
out that human valuations of good and evil are uncertain and relati
conditional, according to the variations of time, place as well as
variations of the mentality of different individuals. It should be ke
mind that this relativity of values is an admixture of conditioned hu
mentality and the action of Cosmic Force in the life of the man.

Sri Aurobindo reminds us that in the cosmic world the manifestati
existence, consciousness and delight inevitably necessitates
manifestation of non-existence, inconscience and insensibility. In co
these opposites come into being only by a limitation of truth and go
their relative forms and by a breaking up of the unity of consciousnes
existence into separative consciousness and separative existence.

In explaining the existence of evil and suffering in the cosmic wor
Aurobindo acknowledges the correctness of the explanations giv
traditional religions. The traditional religions have rightly acknowl
that there are two opposite powers----the powers of Knowledge and
and the powers of Ignorance and Darkness. These opposite powe
active in the cosmos and there is a constant strife between thes
forces. The adverse forces of Darkness and Ignorance are active to i
their adverse influences upon the terrestrial creatures and thu
hinder the progress of the soul towards Knowledge and Light. We

and men as the instrument in the hands of these cosmic forces without knowing their source or nature. Sri Aurobimdo points out that these cosmic forces of good and evil exist not only in this physical universe but also in the vital (life) and physical planes. We may remind here the Samkhya concept of three gunas of Prakriti—Sattwa, Rajas and Tamas, which are inseparable with Prakriti. They are active throughout the cosmic evolution and are responsible for pleasure (sukha) and pain (dukhya) of the terrestrial beings.

Another important thing is that falsehood and evil cannot become active in gross matter. They are created by fragmented and ignorant surface consciousness. Material objects are not by themselves good or bad, they are neutral----it is only in relation to human consciousness they acquire the characteristic of being good or bad. Sri Aurobindo points out that with the emergence of vital mind, the mind of desire and sensation the values of good and evil are created. This valuation is made from three points of view. First, valuation is made from the point of view of the sensational individual being. All that is helpful, pleasant and beneficial for the vital being of the individual is considered as good; on the other hand all that is obstructive, painful and destructive is considered as evil. The next valuation is made from utilitarian and social point of view. All that is beneficial for the social life as a whole is accepted as good, whereas all that has a contrary effect on society is viewed as evil. The third kind of valuation is intellectual made by the thinking mind who is always bent on finding out an intellectual explanation of the existence of good and evil. Thus a rational law, i.e. Law of Karma, has been invented which acts as the foundation for explaining our experience of pleasure and pain in life.

In The Life Divine Sri Aurobindo has also explained the usage of these values in the life of the individual. Here we find a definite answer to our question why suffering and pain is necessary for the evolution of an individual consciousness. One important usage of their existence is to make man aware of the nature of this world of ignorance and inconscience as well as to make him realize the relativity of pleasure and pain so that he may seek for something which is free from the above things. Another usage is spiritual. By avoiding the evil and by pursuit of good individual learns to discover the Supreme Good. What is more important in this respect is that the spiritual usage should be viewed not from the point of view of the individual only but also from the point of view of evolutionary process as a

whole. Sri Aurobindo has pointed out that this is a growth of the being o of ignorance in the journey towards the Truth of the Divine unity.

Through evolutionary process mind develops and with mind develops t mental individuality with its ego-centric characterization. We can v aptly think of Samkhya view of 'antahkarana' constituted by budd ahamkara and manah. It looks at the world of things only from its o standpoint---- according to its own preference and mental settings. In reception of truth it reconstructs the truth by its own ideas and me knowledge. Hence there is always a possibility of distortion falsification of the truth even for the most trained, severe and vigi intellect.

The same is true for human will and action. Our will power is guided by surface vital personality or life-self which is ignorant. And because of dominance of this ignorant vital self we perform activities full of disc and disharmony. As here there is no guidance of Truth and Light we do with the motive of self-affirmation and self-possession. Here satisfaction of vital impulse and desire prevails which takes consideration of right and wrong and it does not even hesitate to take risk of destruction and immense suffering. Thus the individual vital being guided by ignorant consciousness wills to expand everywhere possess everything even at the risk of being possessed if by that it itself satisfied. And as it does this as a separative consciousness disc and disharmony prevails. The most significant thing, as has been poi out by Sri Aurobindo, is that Nature accepts all this discord disharmony as they are necessary steps for the evolutionary growth of divided or separative being.

No final end of evil and suffering is possible unless and until our ignora is transformed into a higher knowledge and a radical change of na takes place. As all the problems lie in this separative consciousnes integral transformation of our being is needed. In our separa consciousness we consider other as not-self. So long as we view othe 'others' we like to affirm ourselves egoistically and the root of al sufferings lies here. This view of Sri Aurobindo reminds us of anther g thinker of our time, Jean Paul Sartre, the French Existentialist. Sartre, famous book **Being and Nothingness**[5] has shown how man looks 'other' as 'not-self', as an inanimate object as against his subjectivity

from this point of view 'other' is an object to be loved or hated, to be possessed or enjoyed. He has also pointed out in viewing 'other' as object man fails to develop a true relationship with other—he wants sincerely to treat other as 'self', as a 'subject' just like himself, but the tragedy is that his attempts always end in failure because all his attempts are made from the plane of separative consciousness. Hence a unity of consciousness is needed.

Sri Aurobindo points out that only on the basis of right consciousness and true knowledge one's sacrifice and self-giving becomes meaningful. He reminds us altruistic ego is not sufficient for turning itself into a true self unless it acts from right consciousness and knowledge. Hence it is only by the awakening of self-knowledge and spiritual consciousness in us we can overcome the conditions affected by the existence of evil and suffering. Now the point is how to acquire this self-knowledge and spiritual consciousness. Like the thinkers of different schools of Indian philosophy Sri Aurobindo has also pointed out some yogic paths to attain our goal and the choice is ours whether we would pursue it or not. And it is definitely a question of practical, not theoretical, pursuit.

References:

1. Sir Francis Potter; The Story of Religion, referred in Contemporary Religion, K.N. Tiwary ; published by Motilal Banarasidass (P) Ltd,1983, ISBN-978-81-208-0294-0, paper Back Edition; pp 143.

2. John Hick; Evil and God of Love, referred in Contemporary Religion, K.N. Tiwary ; published by Motilal Banarasidass (P) Ltd,1983, ISBN-978-81-208-0294-0, paper Back Edition; pp 175.

3. 'Evil and Suffering in Islam', compiled in Philosophy of Religion: Selected Readings; Edited by Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, 5th Edition; Oxford University Press, 2014.

4. Sri Aurobindo, 'The Origin of Falsehood and evil', a chapter in Life Divine; Birth Centenary Volume; Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry.

5. Sartre, Jean Paul, Being and Nothingness, page no. 107, translated by Hazel E. Barnes; First published in English by Methuen & CO LTD in 1958.

Bibliography:

1. The Origin and the Overcoming of Evil and Suffering in the ... religions; Edited by P. Koslowski; Springer, Netherlands, 2001; ... 978-90-481-5900-0.
2. The Problem of Evil in World Religions; Ernest ... www.comperative religion.com/evil.html
3. The Hindu View of Life; S. Radhakrishnan; Macmilan;1973.
4. Classical Indian Philosophy: J.N.Mohanty, Oxford University ... 2002.
5. Explorations in Philosophy (Indian Philosophy): Essays ... J.N.Mohanty: Edited by Bina Gupta, Oxford University Press, 2001.
6. The Meeting of The East And the West In Sri Aurobindo's Philosophy ... K. Maitra; Sri Aurobindo Ashram Trust; 1968.

Ashalata Sen: The Making of a Gandhian Nationalist

Dr. Jayashree Sarkar

Department of History

[Abstract: The present paper is based on a real life and first hand account of a Gandhian nationali , Ashalata Sen, complemented by other secondary writings. The focus is to capture the nuances of the momentous events of a remarkable leader, her vision which can find relevance even today. An attempt has been made to appreciate Ashalata's gradual making of a nationalist; the journey that started at a very tender age of eleven. Initially the family and then Gandhiji as well as contemporary socio-political situations had their own contributions. In the process of becoming a nationalist and social activist, she could meticulously connect self-reliance with nation-building programme in her pursuit of anti-colonial struggle. She ardently followed Gandhiji's line, but explored every possible way to make his ideals translate into reality in her own situation. Issues such as women's emancipation in the pale of nationalist ideology, gender injustice as well as upliftment of the down-trodden were included in her programme. Age did not deter her. Her presence was felt in every cause that she perceived right which unfolds before us the true meaning of a nationalist.]

A pioneering crusader of Gandhian ideology, Ashalata was born on February 2, 1894 in Noakhali, in the then East Bengal. From the very beginning, her family had a profound influence in shaping her thoughts. Her grandfather Munshi Kashinath Dasgupta who was very much involved in social reforms, wrote a book on eradicating dowry named Kanyapan [illegible]ka. Her father, Bagalamohan Dasgupta, an advocate, voiced his opinion on social amelioration of women. But the most profound influence was perhaps her maternal grandmother, Nabashashi Devi, who through her own surreptitious effort gained literacy helped by her brother-in law, ignoring the social taboos attached to women's education.

Nabashashi being proficient in Bengali and Sanskrit, composed philosophical work Purnananda Tarangini. Her mother, Manada whose Grihabadhur Diary is an account of the miserable condition Bengali women in the contemporary society. Some of her close relat were ardent nationalists.As a child she used to accompany her un Bireshwar Sen in many political meetings. She was not that matur understand everything but she had a feeling of patriotism.

As a mere child, Ashalata composed a poem against the partition Bengal, published in Suhrid Patrika and praised by Amritabazar Patrika Bengalee. She witnessed how the women of conservative Ben families, mostly confined within the domestic four walls, participat their own capacity in boycotting foreign goods. Nabashashi Devi prep a document containing a solemn vow of boycotting foreign goods using swadeshi goods instead. Ashalata was entrusted with responsibility to make every woman of her locality sign the docu Ashalata admitted this was how she was initiated in the nat movement. Indeed, this was first step towards a great cause. Besides grandmother gave her books containing the heroic deeds of Raj Marathas and Sikhs against imperialism. Manipur's Tikendrajit, Gar Bankim Chandra Chattopadhyaya's Anandamath, Nabin Chandra S Palashir Yuddha as well as writings of Swami Vivekananda and activities of Anushilan Samiti touched her heart. From then on, her concern was how to make her country independent.

Marriage at an age of twelve in a progressive family facilitated her towards her cherished path. Encouraged by her in-laws to pursue activities, she also held regular discussions with her husband, Sat Sen on the speeches of the Indian nationalist leaders during the World War. An early widowhood with a new born child saw retraction. But the Jallianwallah Bagh massacre and the launching Cooperation movement by Gandhiji again brought her back nationalist fold.

Geraldine Forbes argued with the nationalist historians that Gan brought women into public life. To her, Gandhiji could be credited them a blue print for action. Ashalata nicely knitted Gandhi colonial activities and his programme of nationalist self-reliance sincere, uninterrupted manner. Her entire public life is a witness unflinching devotion to Gandhiji, her mentor. Thus she could tra

her personal misfortune and social constraints through Gandhiji's influence.

B.R. Nanda in his biography of Gandhiji writes that ever since Gandhiji entered Indian public life in 1915, he realized that the acute pressure on land and the absence of supplementary industries had caused chronic unemployment among the rural masses. His advocacy of spinning-wheel came as an immediate palliative. Reviving the village economy and cottage industry which would restore women's productive role formed the basis of Gandhiji's constructive programme. This was considered as a solution to the social and economic problems of rural Bengal. On the advice of her two relatives, Ashalata involved herself in Gandhiji's nationalist self-reliance programme ,an integral part of his nationalist movement. She went to Manipur to undertake training in making Khadi under the guidance of her Gandhian relatives, Bireshwar Sen and Pramoda Sen. With the assistance of her father-in law , she set up Shilpasram in her home at Dacca. She experienced that when the local women used to spin and weave, the message of Gandhiji spread far and wide.

After returning from the Gaya session of the Indian National Congress in 1922, she opened Gendaria Mahila Samiti with the assistance of Sushila Sen, Giribala Devi, Sarama Gupta and Sarayu Gupta. The purpose was to arouse patriotic feeling as well as to propagate Gandhiji's national self reliance programme. The khadi products were taken to be sold in remote corners by the volunteers thus spreading Gandhiji's message. The Samiti used to organize industrial exhibition every year. A platform Gandhi Mandap was the central theme where different exhibits of Indian culture as well as life sketches of great Indians from Gautama Buddha down to Mahatma Gandhi attracted attention. She admitted that in these noble endeavours, she used to receive assistance from those young men such as Anil Nag and Bangeshwar Ray whose means of anti-colonial struggle widely differed from Gandhiji's ideal of non-violence and were members of Shree Sangha. But Ashalata was a firm believer of Gandhiji's ideal of non-violent mass movement, the belief became more firm after her meeting with Gandhiji in 1925.

Her full fledged involvement in the popularization of Khadi began with her membership in All India Spinners Association in 1925. But she faced steep social opposition while she was setting up Kalyan Kutir to recruit and

prepare women for national movement. Some elders of the local
complained to her father-in law as they became apprehensive th
Ashalata's activities would have its gruesome effect of making wom
aggressive and ignore family norms. But her plans could not be thwart
as her father-in law and other male relatives encouraged her and extend
active support to her cause. Her simultaneous participation in differ
sessions of the Indian National Congress widened and enriched
political views.

Untouchability was a recurrent theme in Gandhian speeches during
cross-country tours in the later twenties. 'Harijan' means 'Childre
God'; it was Gandhiji's name of the untouchables who used to
extreme social humiliation in the caste-ridden Hindu society. In tune
Gandhiji's Harijan welfare programme, she along with Sarama G
opened a Harijan Vidyalaya in Juran village. Magic lantern lectures
delivered on the issues of improving health, agriculture and co
industries. Efforts were also made to involve them in natio
programme by instilling a spirit of patriotism and creating a clima
social reform. She hoped that she would reach those who were ob
of their potentialities and make them useful members of the socie
admitted that her focus was to prepare the ground for launching of a
powerful mass movement in future. When Gandhiji undertook fas
death against the Communal Award in 1932, it created a surge of
reaction. She was a witness to such a reaction. On October 13, 193
Lakshmi Narayan temple at Gobindapur and on October 19, 193
Sidhweswari Kali temple at Nawabgunj were opened to Harija
prominent Muslim leaders such as Golam Muhammad Choudhury
Beg , Golam Kader Choudhury extended full support to Pandit
Mohan Malaviya for his Communal Harmony Conference.

Geraldine Forbes holds that education, social reform and wome
appealed to some progressive women but the movement to
country of its foreign rulers attracted people from all classes, co
and ideological persuasions. Sucheta Kripalani credited Gandh
special attention to male attitude. Gandhiji personality was suc
inspired confidence not only in women but in guardians of wom
husbands, fathers and brothers. Since his moral stature was
women came out and worked in the political field, their fami
knew that they were quite secured and protected. Gandhi

women not to remain obsessed with women's issues and relate the movement for their own emancipation with that of other oppressed people including untouchables. By linking women's aspirations with national aspirations, Gandhi gave women's movement a wider perspective and a greater legitimacy. So it was not surprising for Ashalata that when Gandhiji's call came these women volunteers mostly secluded within the domestic four walls of their household, did not hesitate to protest against a most powerful imperialist power.

Gandhiji announced that he would himself perform the first act of civil disobedience on March 12, 1930 by leading a group of Satyagrahis from Sabarmati Ashram to the Dandi sea shore for the breach of the Salt Laws. Though Gandhi refused to include women in his group, they made their active presence felt in every corners of India. Ashalata along with Sarama Gupta and Sarayu Gupta formed the Satyagrahi Sevika Dal on March 22, 1930 to participate in Civil Disobedience Movement. Salt water from Noakhali was brought to Dacca's Coronation Park. Salt was prepared amidst the gathering of thousands whose appreciation carried the message of popular support for the nationalist cause. Many came forward to participate. She undertook extensive tours to different parts of East Bengal in Sylhet, Bagura, Mymensingh, Jamalpur and Chandpur resulting in more and more participation of women . In 1931, she set up Vikrampur [illegible] Mahila Sangha. Here too, she was successful in mobilizing a large number of women irrespective of age. Many faced imprisonment. In spite of this, their courage was indomitable. Her essay 'Vikrampur Naari [illegible]' is a vivid narrative of how women of different localities collected and donated money as well as ornaments for the country's cause. A silent social revolution took place. Women crossed their assigned boundaries set by patriarchal norms to become co-patriots with their male counterparts. They picketed in front of liquor shops, foreign cloth stores, Union Boards and Courts. They were successful in persuading many members to resign from Union Boards and Courts.

Her extensive tours to the remote villages had the privilege of understanding the actual need of the people and to feel the social psyche. She and other women satyagrahis often ignored the social taboos regarding the intermixing among different religious communities. She narrated her experience of one such night in a poor Muslim weaver's household .The young wife, recently widowed and heavy with pregnancy,

could only mourn for a few moment for her husband and again indu
weaving as she was the sole bread earner of the family. She realize
reason behind Gandhiji's emphasis on spinning and weaving, th
meager an income in the eyes of townsfolk, as a source of livelihoo
many poor women of the villages.

In spite of her imprisonments, she was an untiring crusader. Durin
imprisonment, she met and interacted with revolutionary Mata
Hajra. She was concerned about the ordinary female prisoners .The
proximity made her realize that all were not criminals by nature but
victims of intolerable social or familial situations that pushed the
commit crimes. Many a times, she was vexed with the question that
the society had no ways to corrections, it should not have the right to
these helpless women in such a perilous condition. Thus life behin
provided her with an opportunity to understand the extent of ge
injustice .She was released from prison in 1933 and fully involved her
constructive work. She was elected vice president of Dacca D
Committee of the Indian National Congress. With the approach o
World War II, she started organizing the Congress workers along
spreading of Gandhiji's message. She toured Dinajpur, Bagura, Raj
Pabna, Rangpur, Burdwan, Bankura, Howrah, Khulna and 24-Parganas

The Quit India Movement was launched by Gandhiji on August 9, 1
Ashalata organized the movement in different villages of Eastern Be
for which she was imprisoned. Her release in 1943 placed her to fa
grave situation – the great Bengal famine. She was there to distribute
to the starved millions. A few years later, she was unnerved
Communal Riot broke out in her hometown in 1946 .She rushe
Noakhali to assist Gandhiji in his peace mission. On his advice,
returned to Dacca to check spreading of communal poison and wo
communal amity. She was much pained when her adored leader's, i
own words, "faithful" colleagues , Jawaharlal Nehru and Ballavbhai P
accepted the Partition of India proposal. Disheartened, she declared
day which was a witness of the partition proposal was one of the sa
days in her life. As she could not accept the partition, she chose to re
in Dacca, alone even after the formation of East Pakistan .

She was a social activist to the core. Her Gendaria Mahila Samiti bec
more well-organized in its foundation and extended its scope to inc
more philanthropic activities. Besides Hindu women, many women

Muslim households came forward. Some of her such colleagues were Lutfunessa Chowdhury, Hasina Banu, Hamida Begum, Shahzadi Begum, [illegible] Khan, Zakia Rashid, Abeda Kader,Latifa Mahmud and such others. In 1950, a free girls' school was set up which distributed books, slate, pencils, and paper. Once in a week, milk was distributed. The syllabus was designed to impart an all-round education and training for girls of economically depressed families. In spite of constraints, the school is still continuing. She became a member of Dacca University Court and used to voice her opinion forcefully. She was an active member of the Committee working for the rescue of abducted girls during the years of riots and partition. While working in this rescue mission, she had interactions with her Indian and Pakistani counterparts, Mridula Sarabhai and Khwaja Kaizar respectively. She was much depressed when in 1965 she came to India for medical treatment and never to return for the Indo-Pakistan war had broken out.

Ashalata came to Washington to his son, Samar Ranjan who was there on a diplomatic mission. Here too, she showed her solidarity with those fighting for freedom of East Pakistan by extending her active support to the members of the Awami League as well as other revolutionaries. She, even at such an advanced age, participated in some of the protest meetings held in front of President Nixon's White House. Much awaited independence of East Pakistan came on December 16, 1971 .She was elated at the formation of Bangladesh. To honour the auspicious day and as a mark of respect for the martyrs, the Bangladeshis residing there organised a meeting at Washington where Ashalata was invited to deliver her speech. She felt honoured. The bond remained later years too.

Ashalata was a nationalist in its true form. She pursued her path of anti-colonial struggle as outlined by Gandhiji .An undaunted spirit, she explored every possible way to work for the oppressed and downtrodden which ignored geographical boundaries. Above all, she was a humanist with a very optimistic view of life –"From my childhood I was optimistic about my country's future; still I am at the dusk of my life."This gave her the strength to live gloriously till her death on February 13, 1986.

References :

1. Ashalata Sen, Sekaler Katha, Calcutta ,1990.

2. Ashalata Sen, 'Vikrampur Naari- Andolan',Jayashree,Jaishtha-Ash
1338,B.E.
3. Kamala Dasgupta,'Ashalata Sen',Abhijit Sen & Jasodhara Bag
(eds.),Shatabarshe Ashalata Sen,Kolkata,1995.
4. Latifa Khan,'Kichhu Katha', ibid.
5. B.R.Nanda, Mahatma Gandhi : A Biography, New Delhi, 2004.
6. Geraldine Forbes, Women in Modern India,New Delhi, 2000.
7. Sucheta Kripalani, Oral History Transcripts,Nehru Memorial Muse
& Library.
8. M.K. Gandhi, 'Constructive Programme',in Notes, Young India, Ma
2, 1922,in Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol.XXII, Ahmedab
1966, pp.490-491.
9. M.K.Gandhi,'Speech at Women's Meeting, Karaikudi'
Hindu,September 26,1927, ibid ,Vol.XXXV, Ahmedabad, 1969, pp.
28.

The Emergence of Bishnupur Gharana and its arrival in Calcutta

Priyanka Mallick

Department of History*

Abstract: A new interest in early modern India has characterised South Asian history in recent years.In this literature there has been a marked interest in and attention given to cultural issues.This article explores a phase of cultural efflorescence characterised by the cultivation of music in the kingdom of Bishnupur in south western part of Bengal from the late sixteenth centuries to eighteenth centuries.It traces the historical factors that made possible the musical accomplishment,enhanced by the combination of Mughal Rajput and Vaishnava influences.The discurssion highlights the role of Mughal-Rajput courtly culture in creating a new grammar of classical music. In short, in Bengal, developments in the domain of the performing arts, especially music were spearheaded largely by the Bishnupur court at Bankura. A line of eclectic Malla rulers promoted music and sponsored important developments in musicology and standardisation. The court became synonymous with cultural excellence. Significant musicians in court improvised new geners of compositions. The eighteenth century was also the period of guru Ramshankar Bhattacharya who was credited with the foundation of celebrated Bishnupur gharana with the influence of the Vaishnavism initiated by the Malla rulers.It was the turning point of the cultural history of Bishnupur. Rulers like Raghunath Singh II, Chaitanya Singh II bore a high taste of musicality which helped the musicians going towards perfection and with new ideas and innovations.Ramshankar became able to develop a lineage of disciples with a rudimentary commitment to composition and language that suggested to the transmission of the tradition on a scientific line and with the development of the Calcutta city, there created a parallel influx for the musicians of both Bishnupur and the other courts of Bengal. Thus Calcutta did not replace Bishnupur as a musical centre but over time especially in the later half of the nineteenth century the musician under the tag of 'Bishnupur Gharana' was ruling in Calcutta and adjoining areas even in the

*Research Scholar,
Jadavpur University.

other courts of the other districts also. Thus, the change and the co
of tradition were well preserved in the field of music. We could not
any break in the continuity of the tradition of classical music. The
thing was happened that it was reinvented, classicised and systema

In moving from the quiet courtyards of Bengal to the concert h
Calcutta, the social context of music and performance underwent s
transformations. In spite of that traditional music was used in the fr
movement as an emblem of India's uniqueness and indepe
identity.Traditional music was used in various political agendas
stimulating force towards the freedom movement. Departing
conventional scholarship on the subject, I present a distinctive ac
of the making of a modern classical tradition, which was a combi
of tradition and modernity .The changes in traditional music of B
were significant as it adapted to the necessities of colonial and
colonial social realities. The engaging narrative of the productio
knowledge about music and the related institution building p
raise larger questions of identity and imagination. The performance
patronage influenced the self development of the consuming
Anticipating the dilemmas of the emerging modern Indian middle c
explore the ambivalence and ambiguities that informed m
practices in Bengal from centuries, I reveal how musicians and
patrons had constructed a canon for classical music and the enth
with which amateurs and professionals straddled the worlds of my
practice.I also discuss the link between the modern disciplines of h
and musicology to provide a stable basis for their cultural claims an
description. These constitute the principle theme of this article.
article explores a phase of cultural efflorescence characterised b
cultivation of music in the kingdom of Bishnupur in south-western B
from the late sixteenth to the eighteenth centuries.The inspiratio
these cultural accomplishments is traced to a combinatio
Mughal–Rajput and Vaishnava influences. The article traces the hist
factors that made possible the complex inter-relations among t
strands of culture and argues that the rulers of Bishnupur initiate
cultural programme with the aim of assimilating cosmopolitan m
practices associated with Northern Indian courtly society.

with we have to go back to the only celebrated Bishnupur gharana , emerging in the seventeenth-eighteenth centuries. It is said that journey of Bishnupur gharana dates back in 1780/81 onwards.Some back, the battle of Plassey (1757) marked the beginning of the supremacy of the English East India company in India. This event left scope for expansion and initiative but also amalgamated streams of culture and their consolidation and preservation had done. Although other courts like Bardhaman, Krishnanagar and were also major seats of classical music but Bishnupur bore the that made it a gharana by itself. The Bishnupur gharana of Bengal prestigious past, which has not been revealed properly. The land is called Mallabhum after the Malla rulers of this place. The rulers were and built the famous terracotta temples during the eighteenth and eighteenth centuries at this place. The terracotta are the best specimen of the classical style of Bengal architecture. (the distance from Kolkata is 132Km.) now the headquarter of subdivision of the same name in Bankura district, is a seat of crafts and for almost a thousand years. It was the capital of the Malla of Mallabhum of which Bankura was a part till their power waned the time when Mughal rule was weakened under the last monarchs dynasty. The patronage of Malla King Vir Hambir(1596) and his Raja Raghunath Singh(1626) and Vir Singh(1656) made one of the principal centers of culture in Bengal. The exquisite temples for which the town is justly famous for the craft and its own Baluchari sarees made of tussar silk have made a unique place. Moreover royal patronage also gave rise to the gharana (school) of Hindustani classical music which has a of its own. Bishnupur's cultural achievements occupy a place in existing scholarship on the subject and its wellspring is universally acknowledged to be Vaishnavism. This cultural occurred under the direct patronage of the kings of the dynasty who had ruled over this area from well before the sixteenth The nature of this Vaishnava-inspired cultural 'high' is described in scholarship as a manifestation of regional culture. Therefore, the involvement of the Malla kings in supporting it and in fact making it is seen as a desire by these local chieftains to elevate regional and to invest in it. The motivation behind this desire to invest in

regional culture is traced to the political circumstances and relati
of the Malla kings. Vaishnavism undoubtedly acted as one of the
important sources of stimulation and inspiration behind the impre
musical achievements hosted by Bishnupur during a period stre
from the late sixteenth century to the eighteenth century. The Malla
and the court had immense contribution for the upliftment of Bish
music. As Bisnupur was situated in the western part of Bengal,
geographically closer toVaranasi, Mathura, Vrindavan and Delhi
from other centres of Bengal. For this reason the musical style of We
India was very well connected with the Bishnupur style. In the later h
the medieval age, the royal court of Bishnupur started to follo
musical style of Delhi durbar. The Bishnupur kings did patronize the
singers and even recruited them in their court. In the age of the Be
renaissance i.e in the nineteenth century, many singers were coming
from Bishnupur and moving to Calcutta, the cultural hub of the Be
speaking intellectuals.At that time any other centre in Bengal could
produce so many artists like Bishnupur.

In the later half of eighteenth century, when the dhrupad style
introduced at Bishnupur court, we do not get any reference to this pra
in any other part of Bengal.

Although not vast in area, the region holds a significant position in ma
of political vigor, civilization and culture. Historians suggest
Mallabhum had once been the cultural centre of Eastern India. Amo
cultural achievements music had the highest honour. In the later pa
the eighteenth century and towards the early and mid-ninete
centuries, when music of different 'gharanas' were gradually having
assimilation in the city of Calcutta, the 'dhrupad' style flouris
among the musicians of Bishnupur.By the nineteenth and early twenti
centuries, if not earlier, Bishnupur had come to be regarded as the
where a distinct style of Hindustani classical music , known as
Bishnupur gharana had developed.

Kumkum Chatterjee is of opinion that this musical developmen
illustrative of the nexus that had emerged among Vaishnava devotio
traditions, Rajasthani devotional and political culture and Mughal cou
culture during the sixteenth, seventeenth centuries onwards. This ne
moreover underscores the critically important role played by mu
among other cultural phenomena in first, adopting Mughal rule

Mughal empire to some extent over large parts of the Indian sub-continent and second, as a medium of cultural sophistication aspired to by elites in different parts of the Indian sub-continent. The rajas of Bishnupur extended their patronage to dhrupad music from the late sixteenth and early seventeenth century onwards as part of their deliberate program of creating a public culture for their kingdom which was grounded in large measure in the assimilation of aspects of Northern Indian courtly/elite culture. As noted above, what became the court-sponsored public culture of the Malla kingdom represented the amalgamation of Mughal and Rajput courtly tastes and sensibilities and these were linked to the practices that had developed around Braj-based devotional traditions of Vaishnavism. The special status of the Rajput aristocracy as collaborators and partners of the Mughals , particularly in the eyes of local, regional chieftains in different parts of the Mughal empire including Bengal, has been noted above in this article. The close association between the Rajput aristocracy and Vaishnavism together with the musical culture that had emerged around Vaishnava devotionalism served to further enhance the appeal of dhrupad music in the eyes of local rajas such as those of Bishnupur. The rooting of dhrupad in the Malla kingdom of Bishnupur represents one of the older examples of the diffusion of this music to a small regional kingdom on account of its elite, Northern Indian, religious-sectarian as well as courtly associations.

Reminiscences and biographies of musicians belonging to the Bishnupur gharana , mostly from the twentieth century provide a very general and impressionistic picture of this school of music and most of them trace it back only to the eighteenth century and to the arrival of Bahadur Khan of [illegible] gharana (although a debatable issue ,discuused later), allegedly a direct descendant of the iconic Miyan Tansen to the darbar of the Malla kings. Yet, an exploration of the long term historical factors that lay behind the launching of a remarkable cultural program by the kings of Bishnupur from the late sixteenth century makes it clear that the arrival and development of dhrupad music in this kingdom can be understood only by placing the latter against this broader historical-cultural context. The royal patronage of dhrupad music in Mallabhum and its currency over many centuries in this region, needs to be contextualized vis-a vis the construction of the beautiful, terracotta, navaratna temples in this region, the large program of producing and translating Bengali vernacular

literature and Sanskrit shastric literature , the copying and embel of manuscripts and the conscious promotion of a variety of artisa ranging from the manufacture of fine silk textiles (had mentione to the manufacture of conch shell products. The connection be dhrupad music and Vaishnava devotionalism led to the diffusio *style of singing to Vaishnava centres in Rajasthan which, as we ha* above, received strong patronage from Rajput princes. Accor *Suresh chandra chakraborty in time, Nathdvara, in the kingdom of* became the pre-eminent centre of the Vallabhacharya sect and renowned centre of dhrupad music referred as *haveli sangee* music*].*A defination of Dhrupad is necessary here. As historians an scholars of music agree, the historical origins of dhrupad are tra around fifteenth, early sixteenth centuries to the madhyadesa reg particularaly to the Gwalior area. Interestingly enough, this was th same period when different Vaishnava sects began converging on th region as a function of its re-discovery. The Rajput ruler of Gwali Man Singh Tomar (reigned: 1486-1517) is usually identified as a pr enabler of what later came to be known as dhrupad or dhruvapada f vocal music. At his court and by all accounts at his encourageme number of talented musicians among whom were Nayak Baks date,often considered superior to Tansen) and others, develope dhrupad mode of singing. Political convulsions following the death o Man Singh Tomar led to the dispersal of a number of the court-asso dhrupad singers from Gwalior to other places. What is interesting the diaspora of dhrupad singers from Gwalior terminated at the darb courts of various princes within the Madhya desha region, as w elsewhere. In a pre-modern milieu and for obvious reasons, rulers a aristocracy were almost always conspicuous as patrons and support the arts, scholarship and music. Thus, on the one hand, it was natura these musicians would seek out royal patrons. But, on the other han could also argue that the relocation of many Gwalior-based artist number of other royal courts points to the interest of royalty in seeki musicians who were adept at dhrupad singing. For example, N Bakshu, one of the most celebrated dhrupadiyas of Raja Man S Tomar's court, stayed on for a while atGwalior under the patrona Bikramjit, the son and successor of Man Singh before he left to beco court-musician at the darbar of Raja Kirat, the ruler of Ka (Bundelkhand).

music, imbued with strong Vaishnava associations on the one and courtly connections on the other, made its way to Bengal via the of the Brindavan –brand of Vaishnavism to that region in the eenth century. The effort of the three Vaishnava leaders (i.e. Narottamdas and Shyamananda) who had been despatched to by the goswamis of Brindavan to hammer out a sort of common platform for all Gaudiya Vaishnavas at the great convention of Bardhaman) At this same convention, Shyamananda who was a gifted singer and had received training in dhrupad singing in is said to have introduced a new style of devotional singing i.e. singing, to the Vaishnava community of Bengal. Since Bishnupur as one of the major centres of the Brindavani dispensation in it is not surprising that under the patronage of the Malla kings, music found a stable foothold here. Contemporary materials that through at least the seventeenth century, Vaishnava ies with affiliations to Bishnupur maintained contacts with and received music training there. Biographies and memoirs of who are exponents of what came to be known as the Bishnupur convey the impression that Bishnpur's tradition of classical music *songeet*) was associated with the darbar of the Malla kings. This is true of the eighteenth century, when the court may have become venue for dhrupad performances. The many temples dedicated and Radha in the Malla capital were the principal venues for singing in the earlier period. The existence of a local tradition of further reinforced the practice of padavali composition on themes in the Malla kingdom. Beginning in the latter part of the century and continuing into the next two centuries, a large body poems/songs were composed in Bishnupur by the Malla themselves,by various Vaishnava *padakartas*(writer) and others.Bir Hambir ,Raghunath Singh and Chaitanya Singh composed survey of the lyrics of poems/songs composed here show the eous use of Brajbhasha and Bengali.It indicates that the regional were coming closer to each other and a linguistic assimilation place along with the musical achievements under the of the Malla kings.The songs were most often in praise of As referred to earlier, from about the early part of the eighteenth the dhrupad tradition in Bishnupur developed a stronger to the darbar than to the temple. The Vaishnava ethos in the

lyrics of Bishnupuri dhrupads remained; but we also find songs wr
praise of various Malla kings of this time.

So, the practice of traditional dhrupad singing was started in Bishn
was the time when Kali Mirza(1750-1826) returned from
India by getting rigorous talim(training) from his guru, introduced
practice at the royal court of Bardhaman. Simultaniously, dh
singing was also started at Bishnupur.The year was 1780/81. Historic
was a conjuncture of multifarious events. This article emphasises
the external factor i.e. the Mughal conquest on the powerful re
force that had been working continuously behind the growth of a
culture in part of the country and explains the socio – cultu
development of Mallabhum which was essentially connected
Gauriya Vaishnavisam enhanced. This was the period when Orisi
was flourished.And the growth of other classical form throughou
period had been historically traced. In the social context,the impo
sectarian development in the period was the neo-Vais
movement.Complete with it's own particular form of challeng
Brahmanical disciplinarism and a claim to the monopoly of truth
salvation within the Chaitanya movement, caste separation
significantly modified in this period .The followers of Chaitanya were
gradually reabsorbed into Hindu orthodoxy. The Goswamis at Vrind
drew up for them a new code of ritual conduct on the lines of the sta
Hindu smritis. At the lower level of Vaishnava society the Saha
Vaishnava sect) represented a more serious challenge to the estab
rigorous caste order and Brahmanical values both in terms of
rejection of the caste system and their adoption of mystic belief
practices which had a clearly orgiastic dimension. Already in this p
the growth of the Sahajiya cult revealed an interesting pattern of cu
conflict .The tendency towards orgiastic practices were sougth t
refined and presented in terms of transcendental mysticism.That
development of Vaisnavism itself resulted in culture conflict is ev
from the repeated references to vegetarianism as laudable practice
by side with statements implying the acceptability of animal sacrifice
morally and ritually. This cultural conflict is typically represented
heart searching of Mukundarams hunter hero Kalketu.He feels unce
as to wheather his profession which he has always followed in good fa
a source of sin or not. We will see later in this article that the S

raja(The king of aborigines) of Bishnupur took Vaisnavism as a tool to enter into the upper section of the society. The abovesaid discurssion reveals that the political and socio-economic condition was directly related with the cultural effloressence of the Bishnupur gharana of that time.The growth of culture cannot be taken in watertight compartmentalization.Regional variations and lack of a central authority provided the space for new cultural innovations and original representation as well as new opportunites and accommodation in classical Hindustani music. Vrindavan was the center of Gaudiya-Vaishnavism. The Goswamis of Vrindavan established a connection between Vedanta, Chaitanya movement and the ancient Vaishnava maths.They postulated a sectarian interpretation of Bhakti and the Vedanta and bestowed on the Chaitanya movement the respectable mantle of Brahmanical philosophy. They delineated the rule and rituals of the evolving sect and instilled into it both the ritualistic and a sort of episcopalanism. The new Vrindavana rituals were a powerful answer to the Brahmanical opinion that the Chaitanya movement was un-Brahmanical and non-ritualistic.The Smartas later recognized the validity and distinctiveness of these rituals and even assigned to them a niche in their own ritual compendia.The goswamis of Vridavan performed this enormous work within a time frame of fifty years. In Bengal, however the intricate scholastic approach of Vaisnavism did not gain much popularity.In fact the whole tenor of the Chaitanya movement in Bengal was against scholastic philosophy.The texts of the Vaishnava goswamis were no doubt accepted in Bengal by the scholarly Vaishnava, but to the ordinary Bengali followers of Chaitanya, these difficult texts were incomprehensible. At that point in time the celebrated Vaishnavite scholar Jib-Goswami along with his three disciples Srinivas Acharya, Narottam Dutta and Shyamananda started their journey from Vrindavan for the purpose of preaching vaishnavism. While crossing the jungle in Bishnupur, it is said that the dacoits looted twelve scripts. They came to Bishnupur to search the scripts from them and Vir Hambir came in their contact. Eventually, he was converted into Vaisnavism. Whatever the true story was, it can be said that the Gaudio – Vaisnavism opened a new way for the Mallarajas; new culture of Bhakti was introduced. Srinivas Acharya's claim to immortality rests on his unique success in converting Vir Hambir. Vaisnavism had no doubt considerable following in Bishnupur, even before the conversion of Vir Hambir. However, there are reasons to

believe that dhrupad music arrived here much earlier than the e
century. Song anthologies in the possession of the Bishnupur bran
Bangiya Sahitya Parishad contain materials in praise of Mugha
such as Bairam Khan, Todar Mal and emperors such as Jahangir a
have a clearly Mughal courtly context. There is also indication th
materials may have reached Bishnupur as early as the late
century possibly via its links to Brindavan and direct or indirect li
Mughal court. Local traditions in Bishnupur suggest that the many te
of the Malla capital may have been the principal venues of
performance during the pre-eighteenth century.At least two
temple was built by the Malla kings during the period of Sulta
Bengal.In 1449, Patit Malla built Jagannath temple in Bis
Ramakanta Chakraborty argues that in 300 A.D Vaishnavism was
Bankura as well as the *Rarhhbanga* as a consort of Hinduism.The
inscription of Raja Chandrabarma bears testimony of it. After Vir H
conversion the Malla kings vigorously pursued the policy of sprea
Krishna cult.This produced some interesting results.The re
Vaisnavism by Srinivas Acharya turned the tide in favour of civilizat
humanity.Vaishnavism deeply influenced the prevalent tribal cu
the Bankura district.It began to worship Radha and Krish
performance of kirtan which was an indispensible part of Vaish
attracted the common people and the pilgrims e.i a congreg
worship of music was in vogue. So in my perspective,the habit
Bishnupur were already habituated with music of a par
genre,therefore a platform was ready to adopt the classical music
North India which was evolved as the 'Bishnupur gharana'. The
common form of Vaishnava devotional music in Bengal had bee
samkirtan or the congregational singing in praise of Krishna, and
Chaitanya himself had been associated with it that I mentioned e
Dhrupad music, imbued with strong Vaishnava associations on the
hand and courtly connections on the other, made its way to Bengal v
importation of the Brindavani brand of Vaishnavism to that region
late sixteenth century. At the great Vaishnava convention at Kh
Narottamdasa (one of the Vaishnava leaders recently despatche
Bengal from Brindavan) introduced a new style of devotional singing w
embodied many elements found in the dhrupad mode of vocal music
current in the Vaishnava circles of the Braj. As Hiteshranjan S
correctly pointed out, dhrupad singing thus arrived in Bengal as

musical complement to the neo- Vaishnava or Brindavani theology. In the long run, the simplest type of participatory kirtan singing never completely faded out of Bengal's Vaishnavism. However, elements from North Indian classical music (*marga sangeet*) found a place in specific styles of Bengali kirtan singing. Since Bishnupur emerged as one of the major centres of the Brindavani dispensation in Bengal, it is not surprising that under the patronage of the Malla kings, dhrupad music found a stable foothold here. However, there are reasons to believe that dhrupad music arrived here much earlier than the eighteenth century. Rather it can be ascertained that more darbar-oriented phase in Bishnupur's dhrupad music may have been initiated with the arrival there in the eighteenth century, of the noted vocal musician Bahadur Khan—a direct descendant of Mian Tansen himself—from the Mughal darbar in Delhi.

According to Prabhat kumar Saha presumably the people as well as the [illegible] was getting quite tired of *prabandhagiti* and developed a keen interest in and taste of *marga Sangeet* or classical music. Meanwhile, Dhrupad had started to be widely cultivated in Northern India, Brindaban and Mathura in particular. The two chief places for pilgrimage for the Vaishnavas had also grown into prominent centers of Dhrupad. It is important to note that Dhrupad bears close resemblance to the musical structure, wording and themes of *prabandhagitis*. The style of singing Dhrupad which was benigning to gain amount at Bishnupur in the early years of eighteenth century was similar to that of *prabandhagitis*. The ragas, *raginis*, the instrumental accompany, even the four stages (Sthayee, Antara Sanchari, Abhog) were same in these two kinds. Thematically both the forms express joy with the identification of God.

The efflorescence of artistic creativity and the cultural agenda of the Bishnupur court was able to produce a definitive aesthetic canon for music. The court's encouragement of the performing arts had not only provided patronage for performing musicians, it also promoted guideline for presentation and stimulated improvisation and compositions.The corpora of compositions expanded the repertoire for performers and set important aesthetic parameters that they had to adhere to.The widespread dissemination of this work however was mediated through particularly in the court of Raja Raghunath Singh II. The famous novel '[illegible]' by Ramaprasad choudhury shows Raghunath Singh's love for music.

For all these reasons Dhrupad soon found its way to the royal court. Th immense influence of the kings especially Raghunath SinghII forced th disciple tradition that developed in less than half a century – enjoye primacy as the standard bearer of classicism.

This in turn coincided with the coalescence of heterogenio participation that articulated its own cultural sensibility and produce a new mode of cultural consumption and patronage in the new city Calcutta. Understanding the emergence of what we call the "Bishnu musical tradition" requires a thorough examination of the grad development of a regional cultural expression that responded to wh Kapila Vatsayan calls "certain critical mobile principles". Among the principles, she distinguishes the levels of time representing conversa as well as flux of locus comprising the factors of indigenous creation mobility of cultural state, social realities, and genres reflecting functions of art forms vis- à-vis its audience. How did this regional trad crystallize? What were the principal catalysts, how inclusive was it of local musical experience on the one hand, and of the la musical culture on the other? In the earlier section of this article we tried to search the appropriate answer of these questions.What emer in the music of Bishnupur that has made the usage of Bengali langua dhrupad composition? Ramshankar Bhattacharya[1761-1853] set example in this particular segment of the history of dhrupad singi Bengal. It was one of the causes of the linguistic advanceme composition and new melodic improvisation moved into the wes region of Bengal (Bishnupur) which became the cradle of a distinct m practice. Modern historical reconstruction of the Bengali musical tra takes, as its starting point, the emergence of Bishnupur gharana start the story of controversy regarding the emergence of the Gh Ramshankar Bhattacharya was contemporary of Chaitanya singh grandson of Raja Raghunath Sing II, Chaitnya Singh was a great of music and with his inspiration Ram Shankar dedicated him learning music. It was believed and accepted that Raghunath Sing king of Bishnupur invited and appointed Dhrupad singer Bahadu who was the descendant of Tansen. Bishnupur local singers like Ga Chakraborty was under his pedagogy and through this process d practice was initiated at Bishnupur. Ramshankar Bhattacharya w disciple of above mentioned Gadadhar Chakraborty. Various S

authors like Kshitimohan Sen, Dhurjati Prasad Mukhopadhyay, Kumar Chattopadhyay, Shantidev Ghosh, Swami Prajnanananda, Kishore Roychowdhury, Ramesh Chandra Bandopadhya in their had supported this view without justifying historical facts and They all argued for the predominant view. But Dilip kumar refuted this view and argued that if we became aware about time period we will see that Bishnupur king Ragthunath Sing II Bahadur Khan were not contemporary at all.In the latter half of the of Aurangjeb, Raghunath SinghII fought against the zaminder of (Medinipur) Shobha Singh in support of the Mughal. Raghunath was killed by his own wife in 1712 A. D. On the other hand, Bahadur grandfather [Gulab Khan] was contemporary of Sadarang. It is a fact Sadarang was appointed in the court of Muhammad Shah (1719- Therefore, Raghunath SinghII and Bahadur Khan could not be contemporary in any way.There were a gap of two or three generations Raghunath Sing II and Bahadur Khan. Secondly, if the disciples of Khan had learnt from him, they would have been referred to Seni (Tansen). But the difference between the gayaki (singing style) of Gharana and Bishnupur Gharana is evident. Dilip Kumar Roy, prasad Mukherjee, Suresh Chandra Chakrabotri, Shanti Dev Swami Prajnanananda mentioned the different style of Bishnupur Thirdly Ramshankar Bhttacharya was senior most amongst all singers. He passed way at the age of 92in1853. So his birth year was approximately in 1761. His musical life started in 1781/82. Other famous of Bishnupur were mentioned in the records of the nineteenth All the Bishnupur singers mentioned about Ramshankar as the The celebrated Kshetramohan Goswami, Keshablal Chakraborty, shab Bhattachaya, Dinabandhu Goswami, Anantalal adhyay, Jadu Bhatta all were the descendant of the Ramshankar charya style of singing that is the Bishnupur gharana. All except Bhatta were direct desciples of Ramshankar.

and of course various literary sources credits Ramshankar charya with the founding of this gharana.One more thing can be mentioned here that,there is a general idea that Raja Rammohan Roy was first person who wrote the dhrupad song in Bengali. But in the fact process we see that Ramshankar (1761) was older than Rammohan(1774). In spite of paucity of information about date and time

it can be highly supposed that he started writing in his first life .Because
entire life was dedicated to music. But according to the informati
Rammohan wrote songs for the first time for the session of Atmiya Sa
in 1915.Most importantly it is a issue of debate wheather these so
could be regarded as dhrupad at all. The subsequent years saw
maturing of a musical style with the performance and various crea
initiatives by the competent students of Ramshankar. Large section o
disciples went to Calcutta, joined in different wealthy person's court
through their references Bishnupur gharana spread very widely. S
Prajnanananda was of opinion that Rabindranath Tagore was de
influenced by the style and many of his songs bear resemblanes wit
Bishnupuri bandishes. Although Bishnupur music was an off shoo
North Indian style, it also had its own features. Even various
structures in the Bishnupuri frame is different from their origin. S
North Indian ragas like Basant, Vairo, Ramkeli, Purvi, Behag, Lalit, Ash
Megh were given a new structural identity in Bishnupur.For exam
the *raga* Behag the phrase is used is GA MA PA DHA NI SA instead
MA PA NI SA.The song "amare bolona bhulite bolona"[Don't tell m
forget] sung by Jyanendra Prasad Goswami is an example of that.
natural talent and aesthetics of Bengal were responsible for
uniqueness. With musical impression and improvisation what emer
the music of Bishnupur composition of linguistic and musical expre
derived from a variety of local regional melodic sources.This crea
easy environment for the Bengalis to adopt and absorb the North
classical music with it's distinct features. It is important that no
Ramshankar but almost all of his students attained excellence in
songs.It marked the prosperity of the gharana as well as the rich he
of Bengal. Thus the ragas and raginis of the Bishnupur Ghara
certain peculiarities which distinguish this gharana from th
Gharana.This differences occurred because the ustads of the Seni G
have since Tansen's time evolved novelties in the way various ra
raginis demonstrated .But the musicians of the Bishnupur Ghara
retained the old traditional forms.At any rate ,these distinctions
its originality,and as a result of which it cannot be looked upon a
shadow of the parent *gharana*.So, in the nineteenth century, B
gharama became a very natural successful outcome of eighteen
activities.Considering the issue of controversy we can assume tha

of being an off-shoot of the Seni gharana, Bishnupur gharana found its full expression under the guidance of Ramshankar Bhattacharya.And as he supervised a generation of singers,was referred as the *adiguru* of the gharana. Those who became successful as Bishnupur gharana singers were, Ramkeshab Bhattacharya (1809-1850) Keshablal Chakraborty, Kshetramohan Goswami (1832-1893)Ramapati Bandopadhyay (1872death) Jadu Bhatta (1840-1883) DinabandhGoswami Ananta Lal Bandopadhyay(1832 Birth). It is clear that he had taken lesson from a guru of western India because at that stage, dhrupad was not introduced in any other place in Bengal. Amiya ranjan Bandopadhya, an exponent of Bishnupur gharana of present day, credited Ramshankar Bhattacharya with the foundation of Bishnupur gharana.He also emphasises the assimilation of different gharanas at the Bishnupur court.It indicates that instead of the influences of Seni gharana or others, the distinguished style of Bishnupur gharana emerged with Ramshankar Bhattacharya. At the first stage of classical music in Bengal, when Kali Mirza (1750-1826) and Nidhu Babu (1741-1829) had to go to the west to learn music, Ramshankar might also depend on the same source probably. But he got this opportunity at his own place Bishnupur. Now the question is who was the guru (Teacher) of Ramshankar. According to Dilip Kumar Mukherjee, the author of 'Bishnupur Gharana' Ramshankar himself told these incidents to his family members, he had referred his guru from Agra-Mathura as Panditji to his nephew Kartikeya Chandra. This is of historical importance that the origin of Bishnupur Gharana lies in Agra -Mathura which were included in the Braja Mondal which proved in earlier part of this article. Braja Mandal was not only the place of mythical Krishna, was also famous as an ancient centre of Indian music. There were resemblance of Jaidev's Gitgobinda in Bishnupur music because the guru of Ramshankar was influenced by the music of Brajadham and Ramshakar inherited it from him.It had similarities with the singing style of Gitagobinda. Later Ramshankar's disciple Kshetramohan learnt Gitagobinda from him and he wrote in his book about it. The simplicity, the philosophy of the compositions were the unique features in Bishnupur music. The guru of Ramshankar had to be attributed for these qualities in the Bishnupur Gharana. It is important to note that the mention of Giatgobinda proved that the guru was Vaishnavite by faith. The Gitgobinda demands more appraisal because Kshetramohan learnt it from Ramshankar in the form of dhrupad. It

means Bishnupur had some influence of Vaishnavism which probably came from the guru of Agra –Mathura region..It only indicates a relation that the dhrupad form of Gitgobinda which Kshetramohan learnt from Ramshankar ,was originally belonged to a Vaisnavite musician of the Agra Mathura region.

Now I move to the second section of this article that the arrival of Bishnupur Gharana in Calcutta as the title sueggsts.The migration of musicians into the city of Calcutta continued through the century and was part of the general process of artistic relocation. But, this did not mean that connections with Bishnupur were entirely disrupted or that the cultural influence exerted by the city was disappearing. In fact, the circulation of musicians and musical ideas continued to move along the traditional axis of Bardhaman, Coochbihar,Mahishadal in Medinipur Krishnanagar, etc as I mentioned it earlier. And thereby giving currency to the idea of a unitary cultural model, to which performers always had occasion to refer. It was during this time that Hindustani musicians experienced including marginalization of late feudal nawabi and jamindari networks and structures of patronage grounded in the aristocratic court and estate spread throughout North India. The central climate formed under the paramountcy of the British raj .The growth of metropolis such as Calcutta, the creation of a new stratum of indigenous wealth under colonialism, the activities of the new patron groups amongst mercantile and other wealthy classes challenged the pre-existing ways of patronizing music. At the same time these conditions also came to provide a range of new opportunities for musicians. By the end of the nineteenth century many musicians started to seriously engage with the lucrative opportunities that this new patronage offered in and around the expanding colonial metropolis. This significant geographical and cultural shifts from regional centres to the metropolis generated services of equally profound consequences in Hindustani classical music and for the musicians. . It is a fact that today's Kolkata (Calcutta) was included in the jamindari of the Sabarna Chowdhury. The Sheths and Basaks were the leaseholders of two villages named Sutanuti and Govindapur which originally belonged to the Sabarnas, Therefore the Sheths and Basaks were the f irst aristocrats of Calcutta. They were vaishnavites .Several festivals like Rasha, Dolyatra, Janmashtami (birth ceremony of Srikrishna) were celebrated by them with pomp and

grandeur. Kirtan was sung there. But to locate the place of Hindustani classical music we have to look into history of the rich and aristocrat families of Calcutta from seventeenth century to the first half of twentieth century. Some examples of such families of Calcutta are given bellow.......... Pathuriaghata :- Thakur family, the family of Ramlochan Ghosh, family of Haraprasad Bandopadhyay, family of Baishnabdas Mallick, Jorasanko – Thakur, Mallick ,Singha etc, Shobhanazar ,family of Raja ... Krishna Dev,Paikpara – the Singha family, Simulia – the house of ... Babu and Latubabu, Darjipara – The Guha family, Jhamapukur – the ..., Thanthania – The Chakraborti family,Nimtala – the Mitra family (Pyari Chand Mitra),Bhawanipur - Mitra family (Padmapukur). .

The Bishnupur maestros in the city of Calcutta:

... the nineteenth century onwards we see that the Bishnupur gharana ... to spread from many diversified angles. Kings after Raghunath ... II, e.i the reign of Gopal Singh (1712 – 1748) Chaitanya Singh (...-1802) and Madhab Singh (ascended throne at 1802), the glorious ... of Bishnupur came to an end. It was such a miserable condition that, ... Madhab Singh failed to pay the yearly tax of Bishnupur ..., raja of Bardhaman Tejchand bought some parts of it's in 1806 ... son of Madhab Sing, Gopal Sing IIwas decided to get rupees four ... as a mere stipend. After his death (1876) his two sons ...shna and Ramkishore received two hundred rupees as allowance. ..., it was that time, when the Bishnupur music moves out of the ... world of the Bishnupur state into a larger public domain. It ... multi dimensional cultural sphere, where no single event can be ... as its inaugural moment. In all likelihood, it came together in bits ... pieces in the culmination of several minor histories. Ramkeshab ...charya (1809-1850) was one of them who brought successfully the ... school to the city of Calcutta. He was engaged in various ... sabhas.(Music circle) He first introduced the instrument of Esraj ... gharana. Ramkeshab was first appointed as a dhrupad singer at the ... of Coochbihar. He was also very famous in the city of Calcutta. ... the rich and influenced men in Calcutta at that time were great ... of music. Every evening was enchanted with music especially ... and tappa . Ramkeshab was engaged at the Sangeet Sabha ... famous Satubabu (Ashutosh dev) and Latubabu (Pramathanath ... of Ramdulal Sarkar.Another successful singer of Bishnupur was

Keshablal Chakraborty. He was engaged in the court of another rich ma
Calcutta ,Taraknath Pramanik.Famous singer Ramapati Bandopadh
from Chandrokona of Medinipur learnt from Ramsha
Bhattacharya and was attached to Thakurs of Jorasanko for ma
years. Here I would like to mention famous industrialist Seth Doolich
and Shyamlal kshetri who were great petrons of classical music in colo
Calcutta. Simultaniously another flow of Awadhi musical tradition
prevailed in the city with the arrival of the deported king Nawab Waje
Shah in 1858. He had brought along with him 105 musicians and a s
court was created in his Metiabruj palace.Many singers of Calcutta
eager to perform infront of the king,a true lover of music.

Culture was then in the process of reshaping itself out of the cris
identify that was felt intellectually and morally, when the impact of
West had disturbed country's centuries old apathy and unconcern.
oceans untranquil quest symbolized her journey towards self realiza
and self expression. The articulation of a self conscious cultural pr
may be identified to these four events. Like researching the
manuscripts and publishing new books in Bengali language, introdu
Bengali language in writing songs especially in dhrupad frame, comin
famous Gurus from different corners of the country to Calcutta
the musical tradition of the small courts were getting exposure t
newly acclaimed centres as I mentioned it earlier.Now,in the are
researching and writing books, Kshestramohan Goswami, the Bish
maestro had achieved a remarkable position.

The need to invoke that past become increasingly sharper as the new
faced the moral crisis implicit in the fact of colonial subjugation
public / cultural domain, and it raised about the quality and poten
India's heritages. An upshot of this complex pursuit of self discover
the production of a derived discourse on music and performing
discourse that ultimately conjoined with nationalism to a part
national cultural project. This hinged on discovering the trad
subsequently investing it with attributed of classicism and antiquity
while striving to locate it within a modern context. Kshetramohan
regarded as the pathfinder of this particular subject, although he
the first person whose work published for the first time.

Bengalisation of classical music, that is assimilating the classical mus

a significant and commendable job done by the artists of that time. It is important that this was first institutionalised by Ram Shankar Bhattacharya of Bishnupur gharana. Due to the writing of Bengali bandishes, it was published and popularized in the continent. A very close relation was connected with the classical music and the Bengalis by the Bengali dhrupad and bandishes. Not only Ramshankar, getting influenced by him, many of his disciples composed Bengali songs. As a result of this, a large number of songs accumulated in Bishnupur gharana and this tradition was also achieved considerable amount of fame and respect in the mentioned scenario.

In the fact finding process, I tried to understand and show the main trajectories which shaped the regional ups and downs of classical music's social history and borrowed this form of classical music (dhrupad) in the city of Calcutta,that is the Bishnupur gharana and its emergence in Calcutta. There was no obstruction or break in the continuity in this musical flow.In the intervening years between the emergence of Bishnupur court and the coming of Bishnupur gharana into the city of Calcutta, the cultural capital of the country, the trend to assemble and establish classical music idiom gathers momentum. This while commanding the accessories of an older or earlier repertoire registered a new emphasis in terms of presentation and musical values making it especially attractive and accessible for later communities of patrons and performers. However the shift from eighteenth to nineteenth century or if we talk about Bishnupur court to the Calcutta city was by no means interrupted only a space was created for codified and specialised musical tradition.There was a rapture at multiple levels in terms of patronage, forms and modes of consumptions and signification leading to what was called as reinvention of the tradition. Behind the process of redefining the tradition was a formation of a new social identity around the educated middle class of colonial Bengal. As an integral part of its self image, this class attempted to straddle the world of tradition that it had rejected and hoped to retrieve the world of modernity that colonial education and administration promised. On the other hand we can say that, the new space in public cultural sphere had been started from this particular point classical music enters in the public sphere.The processing was inspired sometimes by the kings of Bishnupur and sometimes under the guidance of Ramshankar Bhattacharya the *guru* of Bishnupur gharana, and most

importantly by the new patrons that is the rich men, the mercantile class
Calcutta.

We can conclude here that the Bishnupur tradition enhanced
enreichd the Classical music of Calcutta and was a great reinforcement
the nineteenth century Bengal Renaissance.The maestros gradually fou
eager patrons in many courts of Bengal.In this way was accomplish
what may be called the "conquest of Bengal",which even the Mallarajas
Bishnupur would have never dreamt of in course of their long reign.

References:

Original Texts

Dimock Ednalrd C and Gupta Pratal Chandra Translated, Maharas
Purana, East West Press, Honolulu, 1961, Introduction.

Hunter, William Wilson, Annals of Rural Bengal , West Be
Government,Reprint in 1996, Calcutta pp–35, 323.

Jaidev, Gitgovindam, Bengali translation by Ganguly, Sukhomoy, 1981,
2, 7, 21.

Khan, Gholam Hossain, Seir Mutaquherin, R.Cambridge and Co.,Calcu
1789, Reprint in 1901, pp.–4.

Peterson,J.C.K, Bengal District Gazeters (Burdwan), Bengal Secret
Book depot, Calcutta, 1910, pp 19.

Some Secondary Sources

Burke, Peter, What is cultural history, polity USA, 2008, pp–7–17.

Banerjee, Amiya Kumar, Bankura Jelar purakirti in Bengali, Saraswati
Pvt. Ltd., West Bengal Government, Calcutta, 1971, pp-11.

Banerjee,Ramprasanna,Sangeet Manjari,Calcutta,1935,Song no-18
469

Bakhle, Janaki, Two men and music, nationalism in the making of an
Classical Tradition, Permanent Black, New Delhi, 2005, pp–50–95.

Chakrabarti,Kunal,Religious Process:The Puranas and the making
regional tradition, New Delhi, 2001,Introduction

Chakraborty, Sureshchandra,Smarono bedonar borone anka.

...kraborty, Ramakanta, Vaisnavism in Bengal, Sanskrit Pustak Bhandar, ...cutta, 1985, pp–91, 92, 222-227.

...kraborty, Ramakanta-Bange Baishnab dharma in Bengali, Ananda, ...kata, 1996, pp-9

...udhury, Rathindramohan, Bankura joner itihash - sanskriti, ...ndramohan Choudhury, Bankura, 2000, pp.– 93, 97, 125-127.

..., J. C, The Land of Wrestlers, Indian Art and Letters, 1927, pp - 20,

..., Ranajit, History at the limit of World History. Calcutta, 1997, Oxford, ...Delhi, Introduction.

..., Benoy, Paschim Banger sanskriti, Clcutta, 1957, pp-553-57

..., Utpala, Kolkatay sangitcharcha in Bengali, West Bengal State ..., Kolkata, 1991, pp–12.

..., New Cultural History, Berkely, London, 1989, pp-22.

..., Meenakshi, Cultural History of Medieval India, Social Science ..., New Delhi, 2007, Introduction.

..., Abdul, Murshid Quli Khan and his times, the Asiatic Society of ... Dacca, 1963, pp–3

..., Rajeshwar Uttar Bharatiya Sangit, Orient Longman, New Delhi, ... 88-89.

... see Mallick, Abhay pada, History of the Bishnupur ...pur, 1921,

..., Dhurjatiprasad, Indian Culture, New Delhi, 1998, pp 63-153,

... R.C, Basak R.G, Banerjee, N (ed) Ramcharitam by Nandy ... Rajsahi, Varendra Research Museam, 1939, Chapter-ii, Sloka-

... see, Mukherjee, Dilipkumar, Bishnupur Gharana in Bengali, ... Pvt. Ltd., Calcutta, 1963.

... see Mukherjee, Dilip Kuamr Bangalir rag Sangit Charcha in ...ma K. L. Pvt. Ltd., Calcutta, 1976.

... see Mukherjee, Kumarprasad, Kudratraingi Birangi in Bengali,

Ananda Publishers Pvt. Ltd., Calcutta, 19993

Majumder, Ramesh Chandra, Glimpses of Bengal in the Ninete... Country, Firma K. L. Calcutta, 1962, pp – 1-20.

O"Malley,L.S.S,Bengal District Gazetteers,(Bankura)Calcutta,1908,pp-...

Prajnananada, Swami – Historical Study of Indian Music, Ramakri... Vedanta Math, Calcutta, 1953, Introduction.

Ray, Sukumar, Music of Eastern India, Calcutta, Firma ... Mukhopadhyaya, 1973, pp.

Raychaudhuri, Tapan, Bengal under Akbar and Jahangir, Munshi... Manoharlal, Delhi, 1953, pp – 61, 65. Sarkar,Jadunath,Histor... Bengal,Dacca,1984,pp-208,vol-

Sanyal Hitesh ranjan, "Banglar Kirtan" in Abantikumar Sanyal and A... Bhattacharya (eds.), , Chaitanyadeb. Itihasa O Abadana, Saraswat L... Calcutta, no date, pp. 399-416.

Sanyal,Hiteshranjan, The article "temple promotion and social mob... history and society, edited by D.P Chattopadhya, k.p Bagch... cong,Calcutta,1978,pp-355

Sanyal, Hiteshranjan,"Mallabhum"in Surajit sinha (ed)Tribal polit... State system inPre-colonial Eastern and North – easten India, C... 1987, pp- 73-142

Sanyal,Manindra,Surer sadhonay Bishnupur in Bengali, Patra... kolkata, 2013, pp -20

Saha Prabhat kumar, Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur, Ra... 1995, Kolkata, pp-19

Sinha,Maniklal,Paschim radh tatha Bankura sanskriti, Bishnupur, 13... pp-120

Sarkar, Jawhar,Construction Of Hindu Identity in Medieval ... Bengal, Institute of Development Studies, Occasional paper no-8, ... 2005

Sinha, Narendra, Krishna, Economic History of Bengal, Firma ... Mukhopadhyay, Calcutta, 1962, pp – 16, 17, Vol. 2.

Subramanian, Lakshmi – History of India, orient Blackswan, New ...

pp – 20-21

For details see Subramanian, Lakshmi – the Re-invention of Tradition, Nationalism, Carnatic Music and The Madras Music Academy, 1900 – 1947, Indian Economic and Social History Review, Vol. – XXXVI.

Sen,Sukumar,Bangla Sahityer Itihas in Bengali,Part 1 Aparadha,Calcutta, 1963, pp - 96 - 97

Weber,Max,The theory of social and economic organization,translated by Henderson A R and Parsons,Talcott,London,1947,pp-139-40.

Periodicals

Chatterjee,Kumkum,"Cultural flows and cosmopolitanism in Mughal India:The Bishnupur Kingdom" in the journal of The Indian economic and social history review,2oo9,vol-46(2).

Mukhopadhya, Amritomoy, Samakalin Patrika, "Belgachia villa of Dwarakanath Thakur", Aswin 1368.

I would like to express my respect and gratitude to my supervisor Prof.Mahua Sarkar for her unconditional support and guidance for this research.

বাংলার মন্দির স্থাপত্যে চালারীতির ব্যবহার

(সপ্তদশ শতক থেকে উনিশ শতক)

ডালিয়া হাজরা
ইতিহাস বিভাগ

[**বিষয়চুম্বক ঃ** সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সারা বাংলায় যে অস
ঐতিহ্যশালী মন্দির নির্মিত হয়েছিল তা বাঙালীর শিল্পী সত্তার পরিচায়ক। এই সময়
বাংলার বিভিন্ন জেলায় ইটের তৈরী বিভিন্ন রীতির মন্দির গড়ে ওঠে। এই সময় রেখ বা
ভদ্র বা পীড়া, চালা, রত্ন, দালান প্রভৃতি রীতির মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তবে এই সব রীতি
মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল চালা রীতি। চালা রীতি হল পশ্চিম বাংলার নিজস্ব
আমাদের গ্রাম বাংলায় কাঠ, বাঁশ, খড়ের চাল দেওয়া মেটে ঘর বা পাতার ঘর বা খড়ের
প্রাচীন কাল থেকেই বাসস্থান রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই ধরনের লোক প্রচলি
সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত আবাসগৃহ দেবমন্দিরের রূপ লাভ করেছিল। এই ঐতিহ্যশালী
বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকস্থাপত্যের গুরুত্বকে জনসমক্ষে তুলে ধরাই এই
উদ্দেশ্য।]

আমাদের বাংলার স্থাপত্য - শিল্পের ইতিহাস বেশ প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী। বাংল
প্রতিষ্ঠার ইতিহাস দেড় সহস্র বৎসরেরও বেশী প্রাচীন। এই দীর্ঘ সময়ের ম
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপক পরিবর্ত
গেছে। বাঙালীর জাতীয় জীবনের সামগ্রিক কর্ম প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে বহু মন্দির
হয়েছিল। আর এই জন্যই বাঙালীর জাতীয় জীবনের অনেক স্বাক্ষ্যই বহন ক
এই মন্দিরগুলি। বাংলার এই সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী মন্দিরগুলি বাঙালীর
পরিচয় দেয় যা একান্তভাবে বাঙালীর নিজস্ব স্বাতন্ত্রে সমুজ্জ্বল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে নবতর আন্দোলনের
দিল। বস্তুত এই সময় মন্দির স্থাপত্যে এক নতুন যুগ এসে উপস্থিত হয়। এই
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য মন্দির স্থাপিত হয়েছে
ভাবধারা ও বাংলার নিজস্ব শিল্প চিন্তাকে অবলম্বন করে, মধ্য প্রাচ্য
বিজয়ীদের গৃহ নির্মাণ পদ্ধতিকে তার সঙ্গে একাঙ্গীভূত করে নতুন পদ্ধতি
নির্মাণ শুরু হয়।[১] পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় নতুন পদ্ধতি অবলম্বন ক

[illegible] নির্মিত হয়েছিল তার প্রধান উপকরণ ছিল ইট। পলিমাটির এই দেশে পাথর [illegible] ছিল না। তাই পোড়ামাটির ইট দিয়েই তৈরী হয়েছিল মন্দির। পোড়ামাটির [illegible]লিতে আবার টালিতে খোদাই করা হত বিভিন্ন নকশা ও দৃশ্যমালা।

[illegible]লায় পোড়ামাটি শিল্পের যে ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল তেমন ভারতবর্ষের আর [illegible] দেখা যায়নি। বাংলার পোড়ামাটির মন্দিরগুলি ছিল নানা দিক থেকে আলাদা। [illegible] মন্দিরগুলির গঠনরীতি, প্রকৃতি, নির্মাণকাল, সবই ছিল অন্যরকম - বাংলার [illegible] নিজস্ব। নবপর্যায়ে নির্মিত মন্দিরের গঠনরীতির রূপরেখা অনেকটাই নির্ভর করে [illegible] উপরের অংশের আচ্ছাদন সংক্রান্ত নির্মাণ কৌশলের উপর। আর সেই [illegible] এই আচ্ছাদন রচনার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই মন্দিরের প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা [illegible] সুতরাং আচ্ছাদন সহ গঠনরীতি আনুসারে নবপর্যায়ে নির্মিত এই মন্দির গুলিকে [illegible] পাঁচটি স্থাপত্য রীতিতে ভাগ করা যায়। সে ভাগগুলি হল -রেখ বা শিখর, ভদ্র বা [illegible], চালা, রত্ন ও দালান। শিখর ও পীঢ়া রীতি বাংলায় বহু প্রাচীন কাল থেকেই [illegible]। চালা, রত্ন, ও দালান এই তিন রীতির উদ্ভব হয়েছে সম্পূর্ন আঞ্চলিক [illegible] গুণে যা বাঙালি স্থপতির সৃষ্ট কারিগরি প্রযুক্তির এ অপূর্ব নিদর্শন।

[illegible] মন্দির স্থাপত্যের নিজস্ব রীতি হল চালা রীতি। এই আঞ্চলিক স্থাপত্য শৈলীর [illegible]টি বাংলার সনাতন মাটির কুঁড়ে ঘরের প্রতিরূপ। গ্রাম বাংলার শিল্পী কারিগরেরা [illegible] বাঁশ, খড়, তালপাতা দিয়ে নির্মিত মাটির কুঁড়ে ঘরের মতো চালা বা ছাদ নির্মাণের [illegible] শুরু করেন মন্দিরগুলির ক্ষেত্রেও। গ্রাম বাংলার শিল্পী কারিগরেরা এক প্রকার [illegible] চালিত হয়েই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে এই চালা স্থাপত্য রীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে [illegible]। এই স্থাপত্য রীতিকে লোক স্থাপত্য বা 'ফোক আর্কিটেকচার' বলা হয়। এই চালা [illegible] রীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল - ১) দোচালা বা এক বাংলা [illegible] বাংলো ৩) চার চালা ৪) আটচালা ৫) বারোচালা।

[illegible] বাংলার গ্রামাঞ্চলে খড়ে - ছাওয়া দোচালা রীতির সাধারণ কুটির অজস্র দেখা [illegible] বাংলার গ্রামে কাটা ধান চূড়া করে রাখা হয় এই দোচালা রীতিতে। তবে [illegible] রীতির যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায় সে কালে দুর্গা পুজার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত [illegible]নের খড়ে - ছাওয়া চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপত্যের মধ্যে। তখনকার সূত্রধর মিস্ত্রিদের [illegible] খড়ে - ছাওয়া বাঁকানো চালের দোচালা চণ্ডী মণ্ডপ কে বলা হত 'লাটা কুমারী'। [illegible] কুঁড়ে ঘরের এই আদলটিকে মন্দির স্থপতিরা অনুসরণ করে সেই ভাবেই রূপ [illegible] দোচালা মন্দির নির্মাণে। অন্যদিকে এ শৈলীর মন্দিরকে 'একবাংলা' মন্দির [illegible]করণও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বাংলার এই খড়ো কুঁড়েঘর [illegible] - স্থপতিদের প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, বাংলার জলবায়ুর উপযোগী

লঘুভার এই গৃহশৈলী বিদেশি শাসকদেরও এক সময় আকৃষ্ট করেছিল। তাই বিশ্রাম গৃহ নির্মাণ কালে বাংলার এই গৃহশৈলী অনুসরণ করার জন্য সেগুলির করা হয় 'বাংলো' বা 'ডাকবাংলো'। একই সাদৃশ্যের কারণে দোচালা আদলে নির্মিত দেবায়তনগুলিও বাংলা রীতি থেকে একবাংলা নামে অভিহিত মন্দির স্থাপত্যের প্রকারভেদে। পূর্ব বাংলায় বর্তমান বাংলাদেশে এই রীতির আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এই রীতির মন্দির আমাদের পশ্চিমবাংলোয় খুব অল্প রয়েছে। যেমন বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় এই রীতির লক্ষ্য করা যায়। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার ময়নাপুর (আঃ আঠারো শতক), জেলার মেমারি থানার আমাদপুর (আঃ আঠারো শতক) প্রভৃতি দোচালা মন্দিরের নিদর্শন।

দুটি এক বাংলার মন্দির মিলে গঠিত হয় জোড় বাংলা মন্দির। এতে খিলান-বিশিষ্ট বারান্দা এবং প্রধান প্রার্থনা কক্ষে প্রবেশের জন্য দু-পাশ দিয়ে থাকে। পশ্চিমবাংলার সর্বপ্রাচীন জোড় বাংলার মন্দিরের নিদর্শন হুগলি জেলার পাড়ার চৈতন্য দেবের মন্দির। স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে এটি ১৬ শতকের। এই মন্দির পশ্চিমবাংলায় ব্যাপক ভাবে নির্মিত না হলেও বিভিন্ন জেলায় এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। হাওড়া জেলার গোন্ডল পাড়ায় (থানাঃ পাঁচলা) দেবী চণ্ডীর শৈলীর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৬৮ খ্রিঃ। বীরভূম ইটন্ডা গ্রামের (থানাঃ বোলপুর) কালী মন্দির (খ্রিঃ উনিশ শতক) এই রীতির মন্দির

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে চারচালা ছাদ বিশিষ্ট মাটির বাড়ি দোচালা ছাদের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে এই চারচালায়, যার সংক্ষিপ্ত ও প্রকাশ করার ক্ষমতাও যেন বেশি। এ রীতির কুটিরের চারিদিকে দেওয়ালে নেমে সমত্রিভূজাকৃতি চারটি ঢালু চাল, যার নিচের বহিঃরেখাটি হয় ধনুকের মত বাঁকানো চারচালা কটিরের আদলে বাঙালি স্থপতিরা সেই রীতির মন্দির নির্মাণেও হয়েছেন। পশ্চিম বাংলার নানা স্থানে এই চারচালা রীতির বেশকিছু মন্দিরের রয়েছে। হাওড়া জেলার সুলতানপুরে (থানা ঃ শ্যামপুর) খটিয়াল শিবমন্দির চারচালা রীতির। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় আনুমানিক ১৬৬৬ সালে। নদিয়া শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবমন্দির (আঃ খ্রিষ্টীয় আঠারো শতক) এই রীতির আর উদাহরণ।

চারচালা শৈলীর পরবর্তী পর্যায় হল আটচালা। বাংলার মন্দির-স্থপতিরা আটচালা কুঁড়েঘরের আদলে আটচালা রীতির মন্দির স্থাপন করেন। এই রীতির বাংলার চালা শৈলীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই আটচালা রীতি হল চালা

সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বাংলায় এই আটচালা রীতির মন্দিরের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা যায়। চারচালা কাঠামোর উপরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আরেকটি চারচালা স্থাপন করে নির্মিত হয় আটচালা মন্দির। বিশেষ ভাবে ইট নির্মিত মন্দিরে এই রীতির প্রয়োগ অধিক। আটচালা রীতির মন্দিরের ভিত্তি হয় আয়তকার। এর প্রাথমিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় মসজিদ স্থাপত্যে, তবে তখন ভিত্তি ছিল বর্গাকার। হুসেন শাহি যুগে এ রীতির মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মন্দির স্থাপত্যে আটচালার এই আদর্শ অনুসরণ কেবলমাত্র বহিরঙ্গ [illegible] সৌন্দর্য বৃদ্ধির আবার কোথাও কোথাও উচ্চতা অর্জনের জন্য, ব্যবহারিক [illegible] প্রয়োজন সাধনের জন্য নয়। উল্লেখ করার বিষয় হল, এই রীতি প্রকরণের মন্দিরের ক্ষেত্রে উপরে ও নীচের চালগুলির কার্নিশ হয় সাধারণত চারচালার মতোই [illegible] এবং এ শৈলীর অধিকাংশ মন্দিরের গর্ভগৃহের সম্মুখ ভাগে দেখা যায় ত্রিখিলান যুক্ত দালান, আবার কোথাও সেটি দালান ছাড়াই একদুয়ারী প্রবেশ পথ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় অসংখ্য আটচালা রীতির মন্দিরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। হাওড়া জেলার মেল্লক গ্রামে (থানাঃ বাগনান) মদন গোপালের মন্দির এই রীতির। মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৫১ খ্রিঃ। মেদিনীপুর জেলার মালঞ্চ গ্রামের (থানাঃ [illegible]পুর) দক্ষিণাকালীর মন্দির (১৭১২ খ্রিঃ), কলকাতার হাটখোলার দুর্গেশ্বর শিব মন্দির (১৭৯৪ খ্রিঃ) এই রীতির মন্দিরের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

[illegible] বহস্থানে আটচালার মতো বারোচালা কুটিরও দেখা যায়। মন্দির স্থপতিরা এই বারোচালা কুটিরের অনুকরণে বারোচালা মন্দির নির্মান করেছিলেন। চালা রীতির [illegible] বিকাশ ঘটানো এবং মন্দিরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আটচালাকে বারোচালায় [illegible] করা হয়েছে। ভূমি নকশায় বারোচালার মন্দির আটচালার মতোই বর্গাকার এবং [illegible] উপরি ভাগে তৃতীয় স্তরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোটো চারচালা নির্মাণ [illegible] সেটিতে বারোচালা রূপ দেওয়া হয়। তবে এ রীতির মন্দিরের সংখ্যা [illegible]বাংলায় খুব কম এবং সবগুলিই উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত। হাওড়া জেলার [illegible]পুরের (থানাঃ পাঁচলা) ঘোষ পরিবারের শিব মন্দিরে এই রীতি লক্ষ্য করা যায়। [illegible] জেলার ইলছোবা (থানাঃ পাণ্ডুয়া), মর্শিদাবাদ জেলার সাহানগর (থানাঃ [illegible]) গ্রামের মন্দির এই রীতির মন্দিরের উদাহরণ।

[illegible] স্থপত্য রীতির উদ্ভব বহু প্রাচীন কালে হলেও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই চালারীতি [illegible] ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ থেকে উনিশ শতকের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন [illegible] অসংখ্য চালা রীতির মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। বাংলার গ্রামাঞ্চলে কাঠ, বাঁশ ও [illegible] চাল দেওয়া মেটে ঘর বা পাতার ঘর বা খড়ের ঘরকে বহু প্রাচীন কাল থেকেই [illegible] মানুষ তাদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করে আসছে। মৌসুমী বৃষ্টিপাতের

প্রাবল্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের বসবাসের জন্য
ছাদযুক্ত চালাঘর নির্মাণ করেছিল, মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের বাস
রূপটাকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সুউচ্চ সৌধের
ভাবা হয় নি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সুউচ্চ সৌধযুক্ত বহু মন্দির নির্মিত হ
বাংলার ক্ষেত্রে তা গুরুত্ব পায়নি। আসলে দেবতাকে, তাঁর মহিমাকে উপলব্ধি করা
তাঁকে রাজরাজেশ্বর সম্রাট বলে ভাবার প্রয়োজন হয়নি। নিজের গৃহকোনে পরি
পরিজনের মধ্যেই বাঙালি তাঁর সন্ধান পেয়েছে, পূজা করেছে নিজের
ভালোবেসেছে। নিজের গৃহের একজন বলেই প্রতি গৃহে অতি আদরণীয় পরিজ
স্থান লাভ করেছিল দেবতা। এই প্রাণের দেবতাকে বাঙালি তার বাস গৃহের
স্থাপন করেছিল। গ্রাম বাংলার শিল্পী কারিগরেরা ভাবাবেগ-চালিত হয়ে মন্দির নক
পরিকল্পনা ও প্রয়োগক্ষেত্রে চাল বা ছাদ বিশিষ্ট কুটির নির্মাণ পদ্ধতি ব্য
করেছিলেন। বাংলার কারিগরদের সঙ্গে ভজন আরাধনার স্থানটির একটি আধ্যাত্মিক
ভক্তিপূর্ণ সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই তারা তাদের অভ্যস্ত
যাপন প্রণালীর সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে জড়িয়ে নিতে চাইত তাদের পরম প্রিয়প্রভু
ঈশ্বরকে। আর এভাবেই বাংলার মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে চালা স্থাপত্য রীতির ব্যব
বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলা যায় বাংলার মন্দির শিল্পরীতির নিজস্ব ও একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি
'চালা' শিল্প রীতি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় যে অসংখ্য 'চালা' রীতির মন্দির নি
হয়েছিল তার বেশির ভাগই আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে এখনও যে অল্প সংখ্যক 'চা
রীতির মন্দির বাংলায় টিকে আছে তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ঐতিহ্যের স্বা
'চালা' রীতির মন্দির গঠনের মূলে সর্বভারতীয় ঐতিহ্যের নিদর্শন থাকলেও, বাং
ঐতিহ্যবহ গ্রাম্য কুটিরের চাল বা ছাদের নিদর্শনই ছিল এই রীতির মূল উৎস। স
শতাব্দীতে অন্য আরও যে কটি মন্দির রীতির উদ্ভব ঘটেছিল তার মধ্যে সবচেয়ে
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এই 'চালা' রীতি। 'চালা' রীতির মন্দিরগুলি আমা
আঞ্চলিক লোকস্থাপত্যের বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ অংশ। এই আঞ্চলিক লোকস্থাপ
আমাদের বাংলার শিল্পস্থাপত্যের ইতিহাসের সুমহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ

১) হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বাংলার মন্দির, কারিগর, কলকাতা ২০১২

২) তারাপদ সাঁতরা, পশ্চিম বাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য ঃ মন্দির ও মসজিদ, পশ্চিমবঙ্গ বা
আকাদেমি, কলাকাত, ১৯৯৮

তারাপদ সাঁতরা, পূর্বোক্ত

পারভীন হাসান, 'স্থাপত্য ও চিত্রকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাঃ) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৮-১৮৭১, খণ্ড ৩, ঢাকা ২০০০

তারাপদ সাঁতরা, পূর্বোক্ত

David j. Mccution, Late Mediaval Temples of Bengal, (Calcutta 1993 Rpr.) 6

তারাপদ সাঁতরা, পূর্বোক্ত

তারাপদ সাঁতরা, পূর্বোক্ত

প্রণব রায়, বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, পূর্বাদ্রি প্রকাশনী, মেদিনীপুর, ১৯৯৯

তারাপদ সাঁতরা কলকাতার মন্দির - মসজিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২

হিতেশরঞ্জন সান্যাল, নির্বাচিত প্রবন্ধ, সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, ইস্টানইন্ডিয়া কলকাতা ২০০৪

মঞ্জু হলদার, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য, উর্বী প্রকাশন, কলাতা ২০১৩

শিবেন্দু মান্না, হাওড়া, ইতিহাস - ঐতিহ্য, সহজপাঠ, হাওড়া ২০১১

নীহার ঘোষ, বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী - (অন্ত মধ্যযুগ), অমর ভারতী, কলকাতা, ২০১২

'মতুয়া ধর্ম' ঃ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি রূপরেখ

বিশ্বজিৎ বক্সী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

[**বিষয়চুম্বক ঃ** বর্তমান প্রবন্ধে সামাজিক চিন্তা ভাবনার পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষা
সামাজিক স্তরবিন্যাস ও ধর্মকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা 'মতুয়া ধর্ম' সংস্কার আন্দোলনের এ
রূপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। সমাজে নিম্নবর্ণের অবস্থানকারী মানুষদের বর্ণহি
অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হরিচাঁদ ঠাকুরের ভূমিকা ও তাঁর প্রবর্তিত
ধর্ম' সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের আত্মমর্যাদা ও জাতিসত্ত্বাকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা
বিষয়টির উপর আলোকপাত করাহয়েছে। আবার উনবিংশ শতকে ব্রহ্মধর্ম স
আন্দোলনের সাথে 'মতুয়া ধর্ম' সংস্কার আন্দোলনের পার্থক্যকে তুলে ধরা হয়েছে। হ
ঠাকুরের মৃত্যুর পর ও 'মতুয়া ধর্ম' সংস্কার আন্দোলন থেমে যায়নি। বরং বংশ পরম্পরা
সংস্কার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে এবং নিজ সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া গুলিকে আদায় ক
রাজনৈতিকভাবে ও প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। তবে 'মতুয়া ধর্ম' কোন স্বতন্ত্র ধর্ম, নাকি তা
ধর্মের শাখা সেই আলোচনা কে এই প্রবন্ধের বিষয় আঙ্গিকের অভিমুখ থেকে সরিয়ে
হয়েছে।]

সমাজ একটি ব্যাপক, বৃহৎ ও পরিবর্তনশীল ধারনা। সমাজের পরিধিকে কোনভা
নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন হল সমাজ ব
কী বোঝায়? যদি আভিধানিক অর্থের দিক থেকে বিচার করা হয়, তাহলে সমাজ ব
বোঝায় একটি নির্দিষ্ট, সহযোগিতাপূর্ন জনগোষ্ঠী, যেখানে ব্যক্তি-মানুষ পর
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আবার সমাজ বিজ্ঞানের শব্দ কোষ এ উল্লিখিত হ
"সমাজ বলতে বোঝায় পারস্পরিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ অথবা পারস্প
সম্পর্কনির্ভর একটি জনসমষ্টি।" অর্থাৎ সমাজের ধারনার মধ্যে সহযোগিতার ধারন
নিহিত। কিন্তু সমাজে যে শুধুই সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে এমনটা নয়, বিরো
অসহযোগিতা ও সমাজের অংশ।

বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সমাজে ধর্মীয় প্রভাবে সামাজিক আন্দোলন সর্বত্রই সংগঠিত হ

[illegible] যায়। নতুন নতুন চিন্তাভাবনার সাথে পুরনো চিন্তাভাবনার দ্বন্দ্বের পরিণতিতে [illegible] আন্দোলন দেখা যায়। আধুনিক যুগে ভারতের নবজাগরণ শুরুই হয়েছিল ধর্ম-[illegible] আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যদিও ভারতীয় সমাজে নবজাগরণ আর ইউরোপীয় [illegible] নবজাগরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল।

[illegible] প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় 'মতুয়া ধর্ম': সমাজ,সংস্কার আন্দোলনের রূপরেখা। [illegible] উল্লেখ্য ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মকে কেন্দ্র করে, যে আন্দোলন দেখা যায় তা কিছুটা [illegible] প্রভাবে। আবার পরে সেই আন্দোলন প্রভাবিত করে সমাজকে।

[illegible] শব্দের অর্থ হল হরিনামে মাতোয়ারা। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব অংশে ধর্মীয় [illegible]গত সংগ্রামের একটি রূপ হল মতুয়া আন্দোলন। ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দির [illegible] সমাজ সংস্কারক হরিচাঁদ ঠাকুর (১৮১২-১৮৭৮)-এর নেতৃত্বে এক বিরাট [illegible] আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৩০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে হরিচাঁদ ঠাকুর 'মতুয়া [illegible] প্রবর্তন করেন, দলিত-পতিত তথা নিম্নবর্ণের মানুষের সার্বিক মুক্তির জন্য। প্রসঙ্গত [illegible] ১৮২৮ সালে হিন্দু ধর্মের সামাজিক কুসংস্কার ও অন্ধ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রাজা [illegible] রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনের ভিত্তি ছিল [illegible]বাদের নীতি। একথা ঠিক যে ব্রাহ্ম-ধর্ম-আন্দোলন কলকাতা শহর কে কেন্দ্র [illegible] হয় এবং পরবর্তীকালে তা কলকাতা ছেড়ে বিভিন্ন জেলা শহরে এবং অন্যান্য [illegible] ও তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তা বিপুল জনসাধারণ থেকে দূরেই থেকে যায়। [illegible] ব্রাহ্ম সংস্কারকেরা তাদের সংস্কারের বক্তব্যকে বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের [illegible] নিয়ে যেতে কখনোই চেষ্টা করেন নি। এমনকি সংস্কারের বিষয়কে বোঝানোর [illegible] তাঁদের ভাষা ছিল বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা। কাজেই সংস্কারের বিষয়টি অশিক্ষিত [illegible] ও কারিগর তথা নিম্নবর্ণের মানুষদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। [illegible] সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ব্রাহ্ম-সংস্কারকদের অধিকাংশই [illegible] হিন্দু ও তিনটি উচ্চবর্ণের জাতের অন্তর্ভুক্ত - ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ও বৈশ্য; তাই এই [illegible] আন্দোলনে জাতের বিষয়টি খুব একটা বিচার্য হয়ে ওঠতে পারেনি ফলস্বরূপ [illegible] জাতিগত আধিপত্যে ও ঘা পড়েনি। অন্যদিকে হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত [illegible] আন্দোলন ছিল বর্ণহিন্দু ও ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থেকে [illegible] মানুষদের মুক্ত করা ও তাদের জাতিসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে সমাজে তাদের [illegible]কে প্রতিষ্ঠিত করা।

[illegible] ঠাকুরের এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুধু যে ধর্মের কুসংস্কার দূর করে মানুষকে [illegible] মুক্তি এনে দিয়েছিল তাই নয়, হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে উচ্চবর্গীয় জমিদারদের

অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। জমিদারের শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ঘড়বাড়ি থেকে উচ্ছেদ, ফসল কেটে নেওয়া মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার এসবের বিরুদ্ধে হরিচাঁদ ঠাকুর স্বয়ং নেতৃত্ব দেন। এমন কি 'নীল কুঠী' সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। জোনাসুর কুঠী অভিযান করেন। হরিচাঁদ ঠাকুর শুধুমাত্র 'মতুয়া ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্গের ঘৃনা ও অন্যায় অত্যাচার থেকে দলিত-পতিত সমাজকে রক্ষাই করেননি, তিনি দলিত-পতিত সমাজকে রক্ষা করেছেন - দলে দলে অস্পৃশ্য সমাজের মানুষ সামাজিক মর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলীম অথবা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতে "কাজ করা বড় ধর্ম, শ্রমে অংশ নাও এবং গার্হস্থজীবনে থাকো। কারও কাছে দীক্ষা নিও না বা তীর্থস্থানেও যেও না। ঈশ্বর সাধনার জন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই।" এর ফলস্বরূপ দলে দলে নিম্নবর্ণের দলিত-পতিত মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং যাঁরা তাঁর 'মত' গ্রহণ করেন তাঁরাই মতুয়া নামে পরিচিত হন। হরিচাঁদ ঠাকুরের বাণী হল - 'হাতে কাম, মুখে নাম'। তিনি এই বাণীর মধ্য দিয়ে নিম্নবর্ণের থেকে কোন অংশে নিচু নয় বলে তুলে ধরেন।

হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর ১৮৭৮ সালে তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর মতুয়া আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ধর্ম সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা ছিল খুবই পরিষ্কার। তাঁর মতে ধর্মে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। 'মতুয়া-ধর্ম-মানব' ধর্ম। তিনি ঘোষণা করেন কেউ জল অচল নয়, অস্পৃশ্য নয়।

"মতুয়া এই নীতি শোন সর্বজন।
কুলে, বংশ, ধনে, মানে হোক হীনজন।
চরিত্রে পবিত্র যদি সেই ব্যক্তি হয়।
তার অন্ন খেলে, দিলে দোষ নাহি তায়।।
লৌকিক সম্বন্ধে যদি আপন স্বজন।
চরিত্রেতে পবিত্রতা না করে রক্ষণ।।
তার সাথে বসা খাওয়া মতুয়ার নাই।
জাতিভেদ বলিলেও এই অর্থ পাই।।

(গুরুচাঁদ চরিত - মহানন্দ হালদার)

"মতুয়া ধর্ম মানব ধর্ম -

ধর্ম মধ্যে জাতি নাই, ধর্ম আছে সব ঠাঁই

- তার মধ্যে আছে তার তারতম্য।

যে ধর্ম সহজ পথে চালায় জীবন রথ

সেই ধর্মসর্বজন গম্য।।

আমার পিতার ধর্ম সহজ সরল ধর্ম

- তাই মেনে নমঃশূদ্র রব"

(গুরুচাঁদ চরিত - মহানন্দ হালদার)

[illegible] সমাজে গুরুচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত প্রকার [illegible]কতার উর্দ্ধে উঠে ঘোষণা করেন - তিনি সমস্ত দলিত পতিত অনগ্রসর [illegible]ও আপনজন। মূলত তাঁরই উদ্যোগে ১৯১১ সালে লোকগণনায় 'চণ্ডাল [illegible] পরিবর্তে নমঃশূদ্র' নামে ব্যবহৃত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নমঃশূদ্র ছাড়াও আরও [illegible] নিম্নবর্ণের মানুষ যেমন - কাপালি, পৌন্ড্র, গোয়ালা, মালো, ও মুচি মতুয়া [illegible]লনে যোগ দেয়। যদি ও মতুয়ারা ছিল প্রধানত ভূমিহীন কৃষক। জমিদার, মহাজন [illegible]বর্ণের মানুষদের দ্বারা শোষণে জর্জরিত। এই শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুক্তির [illegible] যে শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন [illegible] ঠাকুর। তাই হরিচাঁদ ঠাকুরের বাণী ছিল - " তাই বলি ভাই মুক্তি যদি চাই বিদ্বান [illegible] হবে, পেলে বিদ্যাধন দুঃখ নিবারণ চিরসুখী হবে ভবে।" তাঁর এই বাণীকে বাস্তব [illegible] সার্থক ভাবে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ১৮৮০ সালে ওড়াকান্দি গ্রামে নিম্নবর্ণের [illegible] জন্য নিম্নবর্ণ মানুষের দ্বারা প্রথম স্কুল (বিদ্যালয়) স্থাপিত হয়। প্রসঙ্গত [illegible] পরবর্তীকালে কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর দাবি করেছেন গুরুচাঁদ ঠাকুর অবিভক্ত বাংলায় [illegible] স্কুল স্থাপন করেছেন। যদিও এই দাবির সত্যতার প্রমান বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের [illegible] নেই।

[illegible] আলোচনার পরিপেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় মতুয়া ধর্মের মূল বক্তব্য হল [illegible]বাদ। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দুটি বিষয় পরিলক্ষিত [illegible] প্রথমত, মহাজাগতিক সত্তাকে অনুভব করা আর দ্বিতীয়ত, - অন্তরের দেবত্বকে

আচার আচরণে প্রকাশ করা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন ভাবে এই
বিষয়ের কথাই বলা হয়েছে বিভিন্ন ধর্মে। আর এই দুয়ের সাথে ধর্মগুরু - উপ
করলেও তাঁর কথা মেনে নিয়ে পরবর্তী কালে সমাজে এসেছে বিশ্বাস। আর
আচরণকে কেন্দ্র করে এসেছে সমাজে নানান আচার-অনুষ্ঠান। যদিও এগু
সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বাস তৈরী করেছে লোককথা। তাইতে
বছর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা এয়োদশীতে হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম তিথিতে 'বারনি
উপলক্ষে নির্যাতিত মতুয়াভক্ত সহ হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন
লক্ষাধিক মানুষ ওড়াকান্দি ও ঠাকুরনগরে নিশান উড়িয়ে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এক
যোগ দেন, হরিচাঁদ ঠাকুরের প্রবর্তিত 'মতুয়া ধর্ম' বৌদ্ধ ধর্মেরই এক নব সংস্করণ
'শ্রী শ্রী হরিচাঁদ লীলামৃত" গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে।-

"মতুয়া হইল এরা কি ধন পাইয়া।
বেদ বিধি নাহি মানে ফেরে লাফাইয়া।।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভক্তি মোটে কিছু নই।
দিবা রাত্রি হরি বলে সেজেছে গোঁসাই।।
এমন আশ্চর্য কাণ্ড দেখি নাই চোখে।
হরিনামে জ্ঞান হারা হয় না কি লোকে।।
মেতে যায় হরি বলে ভঙ্গি করে কত।
হরি বলে মেতে থাকে ও বেটারা 'মতো'।।
হরিধ্যান, হরিজ্ঞান, হরিনাম সার।
প্রেমেতে মাতোয়ারা "মতুয়া" নাম যার।।
নামি হতে বড়ো জন সমাচার।
নাম পরে অধিকার একা 'মতুয়ার'।।
স্বার্থশূন্য নামে মত্ত 'মতুয়া'গণ।
ভিন্ন সম্প্রদায় রূপে হইবে কীর্ত্তন।"

যদি ও মতুয়া ধর্ম কি স্বতন্ত্র কোন ধর্ম, না হিন্দু ধর্মের শাখা-এই বিষয়ে বির্তক র
এই বির্তকের গভীরে না গিয়ে এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র মতুয়াচার্য ডঃ নিত্যানন্দ হাল
মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে লিখিত একটি বক্তব্য তুলে ধরা হল। তিনি লিখেছেন - "
জীবনের শেষ লগ্নে ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে বুঝেছি যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের (হিন্দু ধ
ছত্রছায়ায় আশ্রয় নেবার জন্যই নমঃশূদ্ররা তাদের সৃজনী প্রতিভা, স্বাতন্ত্রতা

হারিয়েছে। বীর জাতি, মেষ শাবকে পরিণত হয়েছে। এই মেষ শাবকদের ...কে পরিণত করার জন্য হরিচাঁদ ঠাকুরের এই সমাজে আগমন। এবং তাঁকে ... ধর্ম প্রবর্তন করতে হয়েছে।" যদিও তাঁর এই মত অনেকে যেমন গ্রহণ করেছে, ... অনেকে গ্রহণ করেননি।

... অন্যদিক থেকে ধর্ম-আন্দোলনের গতিশীলতার কথা মাথায় রেখে স্বামী ...নন্দকে অনুসরণ করে বলা যায় সফল ধর্মান্দোলনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ...গুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলি হল-

...চীন সত্যকে উপস্থাপন করা সমকালীন ভাষা ও ভঙ্গির প্রয়োজনা। উদ্দেশ্য হল- ...কোন এক বা একাধিক সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করা।

... যেমনই হোক না কেন, এই সংস্থাগুলির বৈশিষ্ট্য হল প্রযোগকুশলতা, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের চিন্তাভাবনার স্বচ্ছতা।

...পরিচালন পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। দক্ষ নেতৃত্বাধীনে দল গঠন এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

...এরা বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে শাখা বিস্তার করে থাকেন।

...নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে এরা তুলে ধরেন।

... ধর্মান্দোলনের মধ্যে এই পাঁচটি স্তরই বর্তমান। সমাজের মধ্য থেকে সংগঠিত ... এই ধর্মান্দোলন ক্রমশ পরিণত হয়েছে সমাজ আন্দোলনে। হরিচাঁদ পুত্র ...দের নাতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের আত্মচরিত থেকে জানা যায় শুরুতে নমঃশূদ্রদের ...র ওপর গুরুত্ব, পরে মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে ব্রিটিশ সমর্থক এই গোষ্ঠীর ...ভক্ত। নমঃশূদ্র আন্দোলনের নেতা রিচার্ড বিশ্বাস লিখেছেন "মাতৃভূমি স্বর্গের ... ওপরে; একজন জাত তারও ওপরে।" আর এই 'জাত' থেকে পাওয়া মতুয়া ...তি ধর্মের রাজনীতিকরণের পরিণত হতে বেশি সময় লাগেনি। বর্ণ হিন্দু ...পত্যের বিরুদ্ধে এই জাত বিদ্রোহ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকদের কৌশলে এক সময় ...লিম নমঃশূদ্র জোট গঠনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে দাঙ্গায় ...হয়ে পুনরায় মতুয়া পরিচিতিতে ফিরে আসে। ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মতুয়া ...। নানা ঘটনাপ্রবাহেও বহু ভাঙা গড়ার পর বিশেষত ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর ... নিম্নবর্ণের মানুষ উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় নেয়। এরই ...রণ ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুরনগরে মতুয়া সম্প্রদায়ের তথা মতুয়া ...ঘের পুনরভ্যুদয় ঘটে। তবে এখনও এই সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ বাংলাদেশে

রয়ে গেছে। আর সেই সব মানুষ যারা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে এসেছে, তারা নি
ধরে, ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভের দাবীকে সামনে রেখে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

২০০৩ সালে এন.ডি.এ পরিচালিত সরকার যে নাগরিকত্ব আইন তৈরি করেছে
উদ্বাস্তুদের বিশেষত ১৯৭১ সাল বা তার পরে আসা উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্র
মধ্যে পড়ে। ২০০৬ - ২০০৭ সালে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (২০০৩) সং
দাবিকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়িতে অনশন আন্দোলনের সময় তৎকালীন প্রধান
মনমোহন সিংহ আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্থান
বাংলাদেশ থেকে আসার ১৯৭১ সালের সীমারেখা তুলে দেওয়া হবে। যদিও
প্রতিশ্রুতি এখনও পালন করা হয়নি।

আরএই প্রেক্ষাপটে মতুয়ারা যেমন সর্বস্তরেরর রাজনৈতিক দলকে পাশে
চাইছে। অপরদিকে রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে মতুয়াদের
দাড়াতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছে।

সহায়কগ্রন্থ ও প্রবন্ধঃ-

১) গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনাঃ নিম্নবর্গের ইতিহাস।

২) শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ পলাশি থেকে পার্টিশান আধুনিক ভারতের ইতিহাস।

৩) স্বামী সোমেশ্বরানন্দঃ ধর্মঃ সমাজঃ আন্দোলন

৪) নীরোদ বিহারী রায়, দ্য নমশূদ্রজ।

৫) কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরঃ মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুন্নত সমাজ

৬) অঞ্জন ঘোষঃ সামাজিক স্তরায়ন ও রাজনীতি।

৭) রবীন বিশ্বাসঃ 'মতুয়া ধর্ম'।

৮) তারক গোঁসাইঃ শ্রী শ্রী হরিচাঁদ লীলামৃত।

কালিদাস - সাহিত্যে শাপ ও শাপমোচন

স্বাতী সরকার
সংস্কৃত বিভাগ

[illegible]সূচক ঃ সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলজ্যোতিষ্ক রূপে বিদ্যমান মহাকবি কালিদাসের [illegible]কৃতিতে যে সমস্ত অভিশাপের প্রসঙ্গ এসেছে; বহিরঙ্গের সাথে অন্তরঙ্গের [illegible]পনে সেই অভিশাপগুলি বিশেষ তৎপর্যবাহী। সেই অভিশাপ পক্ষান্তরে আশীর্বাদে [illegible] হয়েছে - আলোচ্য প্রবন্ধে তা উল্লেখের প্রয়োজনে এই স্বল্পতম প্রয়াস।]

"সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে
ঘনান্ধকারেষু ইব দীপদর্শণম্" - (মৃচ্ছকটিকম্)

[illegible]তির চিত্রধর্মী বাস্তবরূপের আলোচনা প্রসঙ্গেই আমাদের শিল্পভোগসত্তার [illegible]পটে আভাসিত হয় ব্যাস - বাল্মিকী - কালিদাসের নাম। ব্যাস - বাল্মিকীর প্রকৃত [illegible]কার অর্জন করেছিলেন কালিদাস যিনি জীবনসমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে জগৎ ও [illegible]কে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন। তাই জীবনকে অবলম্বন করেই কল্পনার পাখায় ভর [illegible]একের পর এক নিখুঁত বাস্তবের ছবি এঁকেছেন।

[illegible]সংস্কৃত সাহিত্যে নয়, বিশ্বের যে কোন সাহিত্যে অসংখ্য কবিদের মধ্যে কালিদাস যে [illegible], তাঁর কাব্য - নাটক যে আজও সমাদরের সঙ্গে সমগ্র-বিশ্বে আদৃত, তার কারণ [illegible]মাত্র রচনার আড়ম্বর বা বাগবৈদগ্ধ্য নয়। এর মধ্যে পাওয়া যায় শাশ্বত মূল্য [illegible]র প্রকাশ।

[illegible]সের রচনায় আমরা দেখি চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি অনবদ্য। প্রয়োজনে বিষয়বস্তুর [illegible] থেকে সরে আসতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। ফলে তাঁর রচনায় প্রতিটি চরিত্রের [illegible] এসেছে অভিনবত্ব, সংযোজিত হয়েছে বিশেষ মাত্রা। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে যে [illegible] চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে আমরা দেখি তাঁরা প্রত্যেকেই দোষেগুণে গড়া। [illegible]মাত্র দোষকে প্রশ্রয় দিয়ে তার পরিণতি দুঃখের কালিমালেপনে তিনি তাঁর রচনার [illegible] টানেন কি। বরং চিত্তসংস্কার ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সব কালিমামুক্ত করে [illegible] চরিত্রের পরিশুদ্ধি ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর রচনায় আমরা দেখি বারবার

অভিশাপের বা বিরহের প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু যে পাপের কারণে অভিশপ্ত হয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত ঘটিয়ে শাপমুক্তির দ্বারা তিনি চরিত্রগুলিকে পরিবেশে উপনীত করেছেন। তাই তাঁর রচনায় অভিশাপ আশীর্বাদে পরিণত

সংস্কৃতে শপ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত 'শাপ' পদের অর্থ 'আক্রোশ প্রকাশ করা'। 'শপথ, মিথ্যানিরসন বা সত্যাবধারণ ইত্যাদি অর্থও পাওয়া যায়। কালিদাসে বর্ণিত অভিশাপগুলিতে এই সমস্ত অর্থের সমর্থন মেলে। দেখা যায় অভিশাপের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সুতরাং অভিশাপই কারণ।

অভিশাপ কখনই আপনা থেকে বর্ষিত হয় না, বরং নিজের অজান্তেই মানু আহ্বান করে আনে। তত্ত্বগত ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, অভিশাপ তার প্রা তবে আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ভুল স্বীকার করলে সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়। চলার পথ সবসময় সুগম হয় না। নিষ্কণ্টক জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়ে উঠবে এ একেবারেই ঠিক নয়। তাছাড়া আপাত নিষ্কণ্টক জীবনপথেই তো আকস্মিক পদ সম্ভাবনা বেশি থাকে। সত্য ও সুন্দরের পূজারী কালিদাসের সাহিত্যেও তাই অভিশাপ এসে পড়েছে। তাঁর রচনায় বর্ণিত এইসব অভিশাপগুলি কখনও মূল থেকে সংগৃহীত, আবার কখনও বা প্রয়োজনে সংযোজিত।

কালিদাসের কালজয়ী রচনা অর্থাৎ (মেঘদূতম, রঘুবংশম, কুমারস বিক্রমোর্বশীয়ম্ ও অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা সর্বত্রই দেখি অ বৃত্তান্ত। আর এই অভিশাপগুলির প্রত্যেকটিতেই গভীর তাৎপর্য বিদ্যমান।

'মেঘদূতে' দেখি স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ প্রভু কুবেরের রাজকার্যে অবহেলা করায় একবছরের জন্য প্রভুশাপে কৈলাসস্থিত অলকাপুরী থেকে সুদূর দক্ষিণে রা পর্বতে নির্বাসিত।

> "কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
> শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
> যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া - স্নান - পুণ্যোদকেষু
> স্নিগ্ধাচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু।।"

অর্থাৎ ভোগের মহিমা আত্মবিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করায় শাপ বর্ষিত হয়ে প্রিয়ামিলন সুখ থেকে যক্ষ বঞ্চিত থাকুক কবি তা চান না, বরং যক্ষের যে প্রিয়াপ্রী ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল তা থেকে যক্ষের 'আপন হাত বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল। তাই শাপ -জনিত বিরহে যক্ষ সমগ্র -পৃথিবীতে প্রিয়া-

করলেন। প্রেম যে বিরহে গভীর থেকে গভীরতর হয় তা কালিদাসের উত্তরসূরী কাব্যেও দেখি -

"মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই
বিরহে টুটিয়া বাধা আজি বিশ্বময়
ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে
তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে।"

এ শাপ নয়, বরং শাপমোচন। মিশনের বন্ধনে যক্ষ ও যক্ষপ্রিয়া অলকার স্বর্গপুরীতে ছিল। প্রভুর অভিশাপ 'বর' হয়ে দেখা দিল অর্থাৎ যক্ষ বিরহের মধ্যে তার বিশ্বময় করে পেল, আলোচ্য কাব্যের উত্তরমেঘের একটি শ্লোকে এর সমর্থন

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি।।"

যক্ষ তার চারপাশে প্রকৃতির মধ্যে প্রিয়ার সাদৃশ্য অনুভব করে।

নোর্বশীয়' নাটকে দেখা যায়, উর্বশী 'লক্ষ্মীস্বয়ংবর' নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় করছিলেন। তাঁর সংলাপে 'পুরুষোত্তম' -এর স্থানে উর্বশী তাঁর প্রণয়ী বার' নাম বলে ফেলায় উপাধ্যায় উর্বশীকে অভিশাপ দিলেন-

মম ত্বয়া উপদেশঃ লঙ্ঘিতঃ, তেন ন তে দিব্যং স্থানং ভবিষ্যতি ইতি" অর্থাৎ মর্ত্যে চলে যেতে হবে। উর্বশীলজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকলে দেবরাজ জানালেন -

"যস্মিন্ বদ্ধভাবা অসি ত্বং তস্য মে
রণসহায়স্য রাজর্ষেঃ প্রিয়ং করণীয়ম্। ততঃ তাবৎ
ত্বং পুরূরবসং যথাকামম্ উপতিষ্ঠস্ব যাবৎ
স পরিদৃষ্টসন্তানো ভবতি" - ইতি

অভিশাপের ফলে ঘটল মিলন। আবার তাঁদের সন্তানের মুখদর্শনে শাপনিবৃত্তি। এক্ষেত্রে উর্বশীকে স্বর্গে প্রত্যাগমন করতে হবে। উর্বশীর জীবনে আবার নেমে বিরহের অমানিশা। এই আপাত বিরুদ্ধ ঘটনার বর্ণনার দ্বারা কালিদাস আশীর্বাদ বা শাপকে পৃথকভাবে দেখেন নি। শাপের মধ্যেও আশীর্বাদ লুকিয়ে থাকে। তেমনি

আশীর্বাদেও শাপ। ভোগের তীব্রবাসনায় তারা এমনই অন্ধ যে আবার বিরহের পর
সুতরাং পুরূরবা উর্বশীকে বিরহের মধ্যেই পেলেন - যখন উর্বশী কুমারবনে
পরিণত। তখনই পুরূরবা সমগ্র প্রকৃতিতে, বিশ্বে উর্বশীর ছায়া অনুভব করলেন -

"সর্বক্ষিতিভৃতাং নাথ দৃষ্টা সর্বাহসুন্দরী।
রামা রম্যে বনোদ্দেশে ময়া বিরহিতা ত্বয়া।।"

নিশ্চল-নিষ্প্রাণ পর্বতের কাছে প্রিয়ার সংবাদ জানিতে চেয়ে উত্তর
প্রতিধ্বনিতে। এই প্রতিধ্বনিকেই রাজার অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত সত্যোপলব্ধি
মনে করা যেতে পারে। যেখানে সমগ্রবিশ্বেই প্রিয়াস্পর্শ, পর্বতেও তার উত্তর খুঁজে
তিনি।

রঘুবংশের প্রথম সর্গে অপুত্রক রাজা দিলীপ পুত্রকামনায় সপত্নীক কুলগুরু বশিষ্ঠ
উপনীত হলে মুনিবর তাঁকে জানান, কোন এক সময় রাজা দিলীপ স্বর্গে ইন্দ্রের
দেখা করে মর্ত্যে অবতরণের সময় পথিমধ্যে কামধেনু সুরভিকে যথাযোগ্য
প্রদর্শন না করায় সুরভির দ্বারা তিনি অভিশপ্ত হন -

"অবজানাসি মাং যস্মাদতস্তে ন ভবিষ্যতি।
মৎপ্রসূতিমনারাধ্য প্রজেতি ত্বাং শশাপ সা।।"

বশিষ্ঠের আদেশানুযায়ী রাজা দিলীপ সস্ত্রীক সুরভিকন্যা নন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত
সেবায় পরিতুষ্ট নন্দিনীর বরে রাজদম্পতী রঘু নামক এক অমিতবীর্য পুত্র লাভ করে

পঞ্চমসর্গেও আমরা দেখি গন্ধর্বের পুত্র প্রিয়ম্বদ অভিমান প্রকাশ করার অপরাধে
মুনি তাঁকে অভিশাপ দেন -

"মতঙ্গ শাপাদবলেপমূলবং অবাপ্তবানস্মি মতঙ্গদত্বম্।"

ফলে প্রিয়ম্বদ গজদেহ লাভ করেন।

অষ্টমসর্গেও অভিশাপের প্রসঙ্গ আমরা লক্ষ্য করি। পুরাকালে অজের স্ত্রী রাণী ইন্দু
হরিণী নামে সুরাঙ্গনা ছিলেন। মহর্ষি তৃণবিন্দুর তপস্যায় দেবরাজ ইন্দ্র আশঙ্কিত
করলেন। তাই তপস্যার বিঘ্ন ঘটাতে তিনি হরিণীকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু হরি
লক্ষ্য করেই মহর্ষি কঠোর অভিশাপ দিলেন -

তপঃপ্রতিবন্ধমন্যুনা প্রমুখাবিষ্কৃতাচারু বিভ্রমাম্।
অশপদ্ভব মানুষীতি তাং শমবেলা প্রলয়োর্ম্মিণাভুবি।।"

এই অভিশাপের ফলে হরিণী মর্ত্যলোকে ইন্দুমতী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

নবম সর্গে পুত্রবধশোকে কাতর অন্ধমুনির দশরথকে অভিশাপ প্রদান এবং পরিণামে পুত্রসন্তানলাভ।

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের বিভিন্ন সর্গে অভিশাপের অবতারণা ঘটিয়েছেন। অভিশাপগুলি আপাত শাপ; পরিণামে আশীর্বাদ।

সম্ভব কাব্যে ইন্দ্রের আদেশে কামদেবের ধৃষ্টতায় তপস্যারত মহাদেব চিত্তচাঞ্চল্য করলেন। তাঁর তৃতীয়নেত্র সহসা ক্রোধোদ্দীপ্ত হওয়ায় কামদেব ভষ্মীভূত

প্রভো! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।

তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভষ্মাবশেষং মদনং চকার।।"[১১০]

কামদেব ভষ্মের কারণও যে অভিশাপ তা দৈববাণীতে বলা হয়েছে।

"অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতামকরোৎ প্রজাপতিঃ।

অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তং ফলমেতদন্বভূৎ।।"[১১১]

পঞ্চবানের অত্যাচারে প্রজাপতি ব্রহ্মার একদিন ঈষদচিত্তচাঞ্চল্য ঘটায় তিনি নিজ সরস্বতীর প্রতি সাভিলাষনয়নে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সৃষ্টিকর্তা বৈকল্য নিরোধপূর্বক অবিনয়ী কামদেবকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। আর সেই পের ফলেই মহাদেবের নেত্রবহ্নিতে কামদেব ভষ্মীভূত হলেন।

তি ব্রহ্মার অভিশাপের পর, ধর্মরাজ মিনতিপূর্বক কামদেবের পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা পিতামহ জানালেন -

ষ্যতি পার্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।

সুখস্তদা স্মরং বপুষা স্বেন নিয়োজয়িষ্যতি।।"[১১২]

তপস্যার দ্বারা যেদিন পার্বতী মহাদেবকে তাঁর প্রতি অনুরক্ত করাতে পারবেন ই কামদেব পুনরুজ্জীবন লাভ করবেন। আর তাহলেই কামদেব তাঁর ত্রিলোক কলেবর আবার ফিরে পাবেন।

কে তপস্যার বিঘ্ন মনে করে নারীসান্নিধ্য ত্যাগ করে মহাদেব আশ্রম পরিত্যাগ লেন। প্রত্যাখ্যাতা পার্বতী আপন রূপলাবণ্যকে ধিক্কার দিয়ে দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী ন। অর্থাৎ রূপের দ্বারা নয়, তপস্যার দ্বারা পার্বতী তাঁর হৃদয়দেবতার সান্নিধ্যলাভ লেন। প্রসঙ্গতঃ কবিগুরুর ভাষায় -

মি রূপে তোমার ভোলাব না

বাসায় ভোলাব।"

অভিজ্ঞান - শকুন্তলা নাটকেও দেখা যায়, গান্ধর্ব বিধিমতে শকুন্তলাকে বিবা
দুষ্যন্ত নিজ রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সসম্মানে তাকে নিয়ে যাবার জন্য
তপোবনে কোন রাজপুরুষকে পাঠান নি। তপোবনে আবাল্য পরিচিত প
পতিবিরহে ক্লিষ্টা শকুন্তলার দিনগুলো উদ্বেগ ও অবসাদের মধ্যে কাটতে থাকে
কণ্বের অনুপস্থিতিতে আশ্রমে অতিথি আপ্যায়নের ভার ছিল শকুন্তলার উপর
সুলভকোপবিশিষ্ট মহর্ষি দুর্বাসা আতিথ্য প্রার্থনা করে আশ্রমের অনতিদূরে উ
হলেন। কিন্তু শকুন্তলা পতিচিন্তায় এমনই নিমগ্না যে, অতিথির বজ্রগম্ভীর আ
তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল না। কন্যদুহিতার এই নীরবতাকে অতিথির অনাদর মনে
ক্রুদ্ধ দুর্বাসা কঠোর অভিশাপ দিলেন -

"বিচিন্তয়ন্তী যমণন্যমানসা তপোধনং বেৎসি ন মামুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্ কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব।।"[১০]

এই অভিশাপেরও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। কালিদাস এই নাটকটির ক
মাধ্যমে এক বৃহত্তর সামাজিক শিক্ষা উপস্থাপিত করেছেন। যৌবনের উদ্দাম উ
বয়োপরিণামের প্রশান্ত পরিণতি এই দুটো পর্যায় নিয়ে মানবজীবন পরিপূর্ণ
করে। নাটকের প্রথম তিনটে অঙ্কে আমরা দুষ্যন্ত ও শকুন্তলাকে যৌবনের
প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যেতে দেখি। কিন্তু যে দাম্পত্য মিলনের কেন্দ্রে আছে
আকর্ষণ, মিলনের সেই বন্ধন ক্ষণিক সুখের পর অবসাদে শিথিল হতে বাধ্য। ক
সৌন্দর্য ও কল্যাণকে পৃথক রাখতে চাননি। আর ঠিক সেই কারণেই শকুন্তলার
দুষ্যন্তের অনুশোচনা। প্রণয় যত পবিত্রই হোক না কেন, তা যদি সামাজিক
সাধনের পরিপন্থী হয় তা হলে অমঙ্গল, কালিদাস তা হতে দেন নি। দুর্বাসার অ
একারণেই মঙ্গলের বার্তা বহন করে। এই অভিশাপ হল সেই সেতু যার উপর
উভয়েই যৌবনোচ্ছল প্রণয়ের খরস্রোতা নদীর বিঘ্নসঙ্কুল গতিপথটি পার হয়ে
পরিণত মিলনের প্রশান্তির লক্ষ্যে উপনীত হলেন। বস্তুতঃ দুঃখের মূল্য ন
জীবনের কোন মহত্তর পরিণাম লাভ করা যায় না। অভিশাপ হল সেই আপাত দু
স্পর্শে উভয়েরই মঙ্গল সাধিত হল।

সুতরাং দেখা যায়, যে অন্ধ উন্মত্ত প্রেম আমাদের স্বাধিকার প্রমত্ত কোরে তো
ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসা
থাকে। সেই অভিশাপ কালিদাস সাহিত্যের মূল লক্ষ্য নয় - তাৎপর্য অভিশাপে
চিরন্তন মঙ্গল সাধনায় অভিশাপকে তিনি মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এই
সমর্থন পাই যখন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কালিদাস কাব্যের সমালোচনায় বলেন -

...েহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত, দেখাইয়াছেন ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ ...রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ - বন্ধনে যথার্থ ... এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি।"[15] সুতরাং সংঘাত নয়, শাস্তি, শাপ নয়, ...মোচনই কালিদাস সাহিত্যের লক্ষ্য।

...ঙ্গিক সূত্রনির্দেশ

- মেঘদূত, পূর্বমেঘ ১নং শ্লোক
- 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'মানসসুন্দরী' কবিতা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- মেঘদূত, উত্তরমেঘ ৪৩ নং শ্লোক
- বিক্রমোর্বশীয় তৃতীয় অঙ্ক (পৃঃ ২৫২) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- তত্রৈব
- বিক্রমোর্বশীয় চতুর্থ অঙ্ক (পৃঃ ২৮৯) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- রঘুবংশ (প্রথম সর্গ, ৭৭ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- রঘুবংশ (পঞ্চম সর্গ, ৫৩ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- রঘুবংশ (অষ্টম সর্গ, ৮০ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- কুমারসম্ভব (তৃতীয় সর্গ, ৭২ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- কুমারসম্ভব (৪র্থ সর্গ, ৪১ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- কুমারসম্ভব (৪র্থ সর্গ, ৪২ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- অভিজ্ঞান শকুন্তলা (৪র্থ অঙ্ক, ১ নং শ্লোক) কালিদাস গ্রন্থাবলী
- 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...পঞ্জী

- মেঘদূত পরিচয় - পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য
- মেঘদূত ও সৌদামনী - সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী
- অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ - সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী
- কালিদাস এবং সংস্কৃতসাহিত্য ও শিক্ষাবিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধ — সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী
- কালিদাস গ্রন্থাবলী - পণ্ডিত রাজেন্দ্রবিদ্যাভূষণ সম্পাদিত
- বাঙ্গালীর শকুন্তলাচর্চা - তরুণ মুখোপাধ্যায়
- শকুন্তলাতত্ত্ব - চন্দ্রনাথ বসু

Heterogeneous Catalysis: Use of Inorganic Porous Solids

Dr Suparna Banerjee
Department of Chemistry

[Abstract : Heterogeneous catalysis can occur in a different way. There are several examples of heterogeneous catalysis. The Catalytic efficiency determines the catalytic transformation of small molecules in heterogeneous condition. Porous nature is of vital importance in this kind of catalysis. Synthesis of zeolites and other porous materials are carried out and its characterization done. Shape selectivity also plays a vital role in this sort of synthesis.]

Background : The term "Catalysis" was first coined by Berzelius (1835) [J. Berzelius, *Jber. Chem.* **1835**, *15*, 237), **Jabir- Arab alchemist in 18th Century converted Alcohol Ether (mineral acid), J. W. Döbereiner, Professor of chemistry at the University of Jena, reported in July 1823** ***"that finely divided platinum powder causes hydrogen gas to react with oxygen gas by mere contact to water whereby the platinum itself is not altered"*. (J. W. Döbereiner, *Schweigg. J.* 1823, 39, 1.)**

In 1900 Wilhelm Ostwald proposed its valid definition : "A catalyst is a substance which affects the rate of a chemical reaction without being part of its end products". (W. Ostwald, *Phys. Z.* **1902**, *3*, 313)

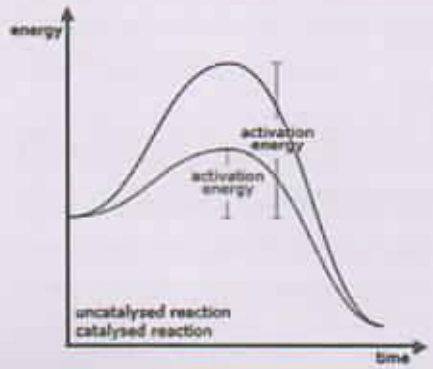

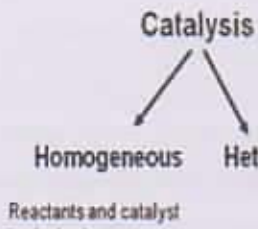

Heterogeneous Catalysis (solid-gas / solid-liquid)

- (i) Diffusion of reactants to the surface of the catalyst (internal surface)
- (ii) Adsorption of the reactants on the surface (chemisorption)
- (iii) Reaction on the surface
- (iv) Desorption or diffusion of the products from the interior of the solid

The question is Why Heterogeneous system is more desirable?

- Recovery and reuse
- *Easy separation from reaction mixture (only by filtration). Possible to reuse in cycle without any loss of activity*
- Robustness of catalysts : *Increased stability of active-sites*
- Selectivity : Solid matrix gives opportunity to increase the selectivity of reaction products

Examples of heterogeneous catalysis

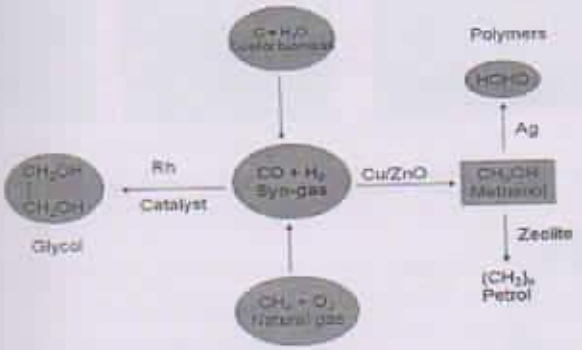

(Textbook: Heterogeneous Catalysis and Applications, G. C. Bond, OUP, Oxford, 1987, Catalytic Chemistry, B. C. Gates, Wiley, NY, 1992)

Definition of Catalytic Efficiency

Apparent rate of any gas-solid or gas-liquid catalyzed reaction can be expressed as: rate = $k\,f(c)$

Rate coefficient will change as the prevailing conditions of the reaction (temp., pr., surface concentration etc.)

$k = A\ \exp(-E'/RT)$

E' is the apparent activation energy not true activation energy

Concn. of reactant at the surface will be temp. dependent

Turnover number/frequency (TON/TOF)

TOF = (No. of moles of the product)/(No. of moles of active sites × Tim

Typical TOF of enzymes : Chymotrypsin- $10^{2} s^{-1}$, Urease- $10^{4} s^{-1}$, Catal
s^{-1}

Catalytic transformation of small molecules in heterogeneous cond
10^{-2}-$10^{2} s^{-1}$

Molecular world under STM

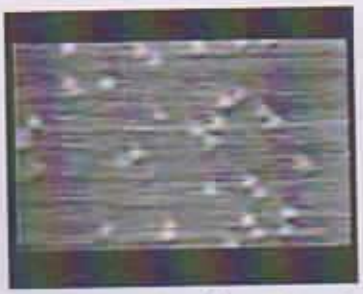

Real time movie of formation of monolayer of oxygen on Pt(111) surface

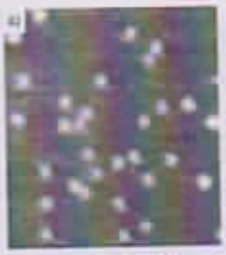

(a) STM snapshots of O atoms at 300K on a Pt(11

(b) STM micro-graph showing monolayer of oxyg

STM image showing chemisorbed oxygen atoms and molecule

$CO + O \rightarrow CO_2$

Catalytic converter in auto exhaust

G. Ertl, *Reactions at Solid Surfaces* , John Wiley & Sons, Hoboken, 20

WHY POROUS?

1) To increase the surface area 2) To get better site isolation o active centers
3) To increase the selectivity of the products

Classes of Porous Materials

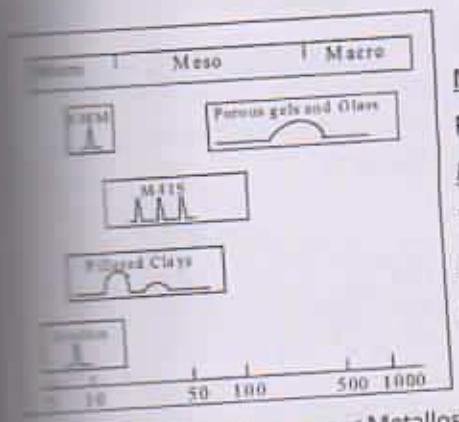

Microporous

Pore size → 4-14 Å

Mesoporous (Nanoporous)

Pore size → 15-200 Å (1.5-20 nm)

Macroporous

Pore size > 200 Å

AMM = Amorphous Microporous Metallosilicates

MOF = Metal-organic Frameworks

D. W. Breck, Zeolite Molecular Sieves, Wiley, New York, 1974; R. M. Barrer, Hydrothermal Chemistry of Zeolites, Academic Press, NY, 1982; F. Schüth, J. Weitkamp (Eds), Handbook of Porous Solids, VCH, 2002 (5 vols.); R. Szostak, Handbook of Molecular Sieves, Reinhold, New York, 2002)

Zeolites/Molecular Sieves

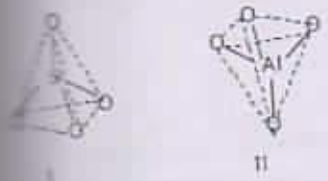

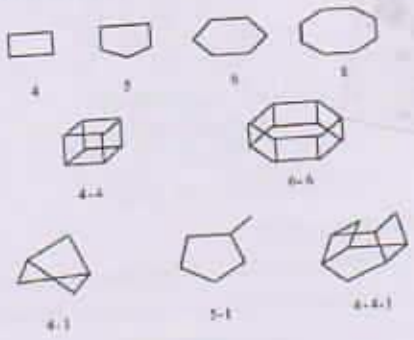

Secondary Building Unit (SBU)

Zeolites are aluminosilicate clay minerals available on the earth crust. General formula $(M^{n+})_{x/n}[Al_xSi_yO_{2x+2y}]^{x-} \cdot zH_2O$

Zeolites can be synthesized in the laboratory under HYDROTHERMAL conditions.

SBUs are connected to each other to form 2D sheet or 3D porous networks to form Zeolites or Molecular Sieves

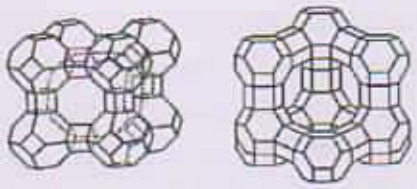

Sodalite Cage (SBU

Natural analogue Faujasite

Zeolite A Zeolite X/Y (Linde type X/Y)

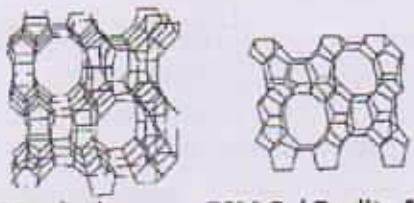

Mordenite ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil)

Hydrothermal Synthesis of Zeolite

Silica Source + Alumina Source ⇒ Homogeneous Gel

Alkali / NaOH

GEL → AUTOCLAVE → Crystalline product Calcination → Zeolite/Molecular sieve

Structure directing agent Organic Template

Characterization

IR spectra ⇒ Framework vibration bands (Al-O-Si)

X-ray powder diffraction (XRD) ⇒ Identification, Phase purity, integrity of the z

N_2 sorption measurement ⇒ Surface area, pore volume, pore dimension

Brönsted and Lewis Acidity of Aluminosilicates

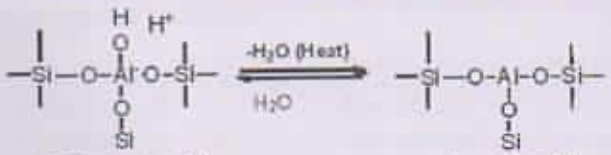

Brönsted acid Lewis acid

sites are exchangeable and can be used to insert any metal cation
umino silicates/zeolites.

Molecular traffic control (Shape selectivity)

is used in the alkylation of toluene by methanol to form only *para*-
although methanol can provide methyl groups to produce all three
isomers.

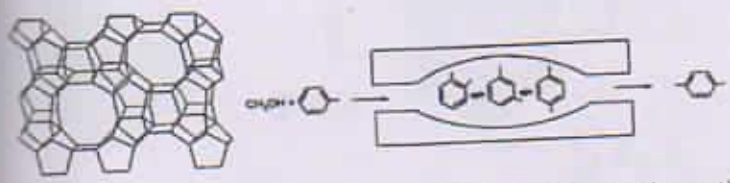

'linear' 'para' leaves the channel readily but the angular ortho- or
-isomers do not.

Encapsulation of active sites in zeolite:
Functional mimic of metalloenzyme

systems frustrate formation of inactive μ-oxo dimer and destruction
nads by encapsulating active sites in protein mantle

Copper containing enzyme
Galactose Oxidase

Amongst inorganic materials, zeolites and molecular sieves resemble structurally enzyme. These cages and/or pores may be used for directing a reaction by immobilizing an active site (metal complex)

Ship-in-the-Bottle" Synthesis

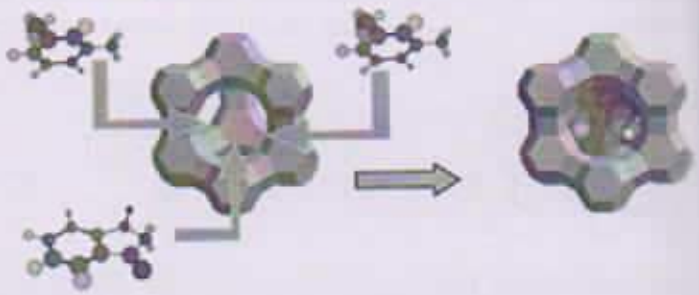

Professor G. D. Stucky, University of California, Santa Barbara coined the term "Ship-in-the-Bottle" synthesis for this process - Encapsulation of metal complex in the zeolite cavity.

Template synthesis route

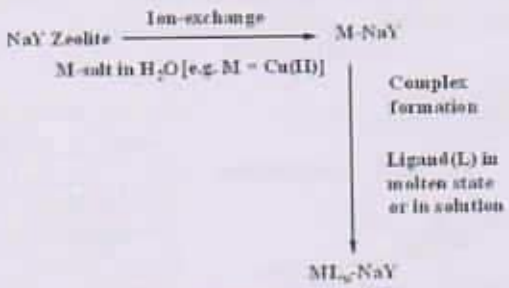

Zeolite Synthesis route

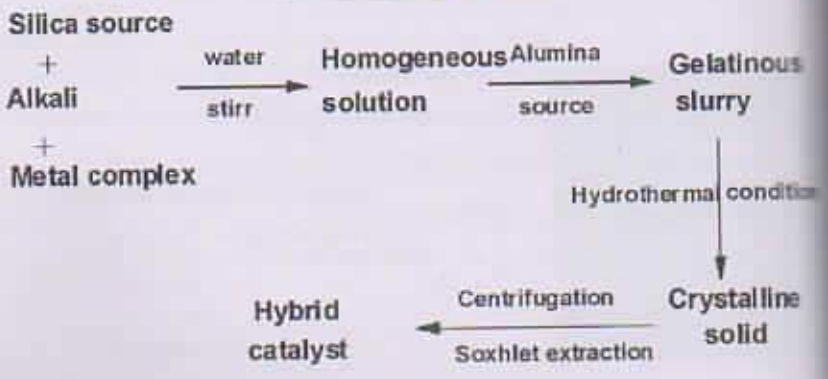

Scheme II

Catalyst derived by encapsulating metal complexes in Y-zeolite matrix

Stucky et al have encapsulated iron Phthalocyanin e complex in Y-zeolite matrix to mimic catalytic oxidation properties of cytochorme P-450 ***Chem. Commun.*** **(1986) 1521.**

<u>**Encapsulation of metal Schiff-base complex in zeolite**</u>

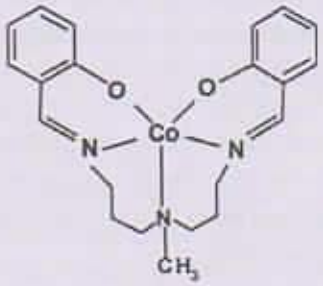

Dioxygen can also be activated by [Co(Medpt)] complex (P. A. Jacobs et al, *Angew. Chem.* 33 (1994) 431)

[illegible]-bipyridyl complex encapsulated into Y-zeolite Oxidation of alkene with H_2O_2 (P. A. Jacobs et al, *Nature*, 369 (1994) 543)

Is Light The Solution To Energyproblem?

Ratna Bandyopadhyay
Department of Chemistry

[**Abstract :** Energy problem is by far the most important challenge that mankind faces today, with limited fossil fuel resources. A renewable and environment friendly source of energy is the need of the hour. One of the potential approaches is the solar cell using a perovskite structured compound, most commonly a hybrid organic-inorganic lead or tin halide-based material, as the light-harvesting active layer. The overall system is a combination of a solar cell and an electrolyzer where the energy generated by sunlight is utilised in splitting water molecules to generate hydrogen as the cleanest fuel till date.]

The United Nations has declared 2015 as ***the Year of Light****. This article is a dedication to the world wide awareness on the importance of* ***light*** *and* ***light*** **induced** ***reactions*** *which would help mankind to dwell in a more sustainable environment.*

The reason that light is so important for our understanding of the Universe is because light interacts with matter, and that interaction can tell us a great deal about the nature of the matter. Thus, we must understand the interaction of light with matter.

Photochemistry is concerned with the chemical effects of light. Generally this term is used to describe a chemical reaction caused by absorption of ultraviolet (wavelength from 100 to 400 nm), visible light (400 - 750 nm) or infrared radiation (750 - 2500 nm. Photochemical reactions are valuable in organic and inorganic chemistry because they proceed differently than thermal reactions. Many thermal reactions have their photochemical counterpart. Photochemical paths offer the advantage over thermal methods of forming thermodynamically more favoured products

overcoming large activation barriers in a short period of time, and allowing reactivity otherwise inaccessible by thermal processes. Everyday examples include photosynthesis, degradation of plastics or formation of vitamin D with sunlight. In the case of photochemical reactions, light provides the activation energy. The absorption of a photon of light by a reactant molecule may also permit a reaction to occur not just by bringing the molecule to the necessary activation energy, but also by changing the symmetry of the molecule's electronic configuration, enabling an otherwise inaccessible reaction path. Some photochemical reactions are several orders of magnitude faster than thermal reactions; reactions as fast as 10^{-9} seconds and associated processes as fast as 10^{-15} seconds are often observed. Photo polymerization reactions are commonly presented as belonging to a green technology characterized by low electrical power input and energy requirements, low temperature operation and no volatile organic compounds release (solvent-free systems). In industrial sectors, such as .radiation curing, imaging, microelectronics, medicine or optics, various and very different applications of light are found e.g., in coatings, varnishes, paints, adhesives, graphic arts, printing plates, laser direct imaging, computer-to-plate technology, holographic optical elements or tooth repair.

The most challenging task that mankind faces today is to find an alternative source of energy that would be both renewable as well as environmentally benign. The search started quite a few decades back but with no definite solution. Hydrogen (H_2) being the most abundant element and cleanest fuel remains the most coveted choice of scientists. Unlike hydrocarbon fuels, such as oil, coal and natural gas, where carbon dioxide and other contaminants are released into the atmosphere when used, hydrogen fuel usage produces only pure water (H_2O) as the by-product. Unfortunately, pure hydrogen does not exist naturally on Earth and therefore must be manufactured.

For over a century, splitting water molecules into hydrogen and oxygen using electrolysis has been well known. Theoretically, this technology can be used to produce an unlimited amount of clean and renewable hydrogen fuel to power a carbon-free world. However, in practice, current commercial electrolysis technologies require (a) expensive electricity, and

(b) highly purified water to prevent fouling of system components. These are the major barriers to affordable production of renewable hydrogen. As it turns out, Mother Nature has been making hydrogen using sunlight since the beginning of time by splitting water molecules (H_2O) into its basic elements - hydrogen and oxygen. This is exactly what plant leaves do every day using photosynthesis. Since the produced hydrogen is immediately consumed inside the plant, we can't simply grow trees to make hydrogen. If technology can be developed to mimic photosynthesis to split water into hydrogen, then a truly sustainable, low cost, and renewable energy cycle can be created to power the Earth for millenniums. However, cost has been the biggest barrier to realizing this vision.

In the process of splitting a water molecule, input energy is transferred into the chemical bonds of the resulting hydrogen molecule. So in essence, manufactured hydrogen is simply a carrier or battery-like storage of the input energy. If the input energy is from fossil fuels, such as oil and gas, then dirty carbon fossil fuel energy is simply transferred into hydrogen. If the input energy is renewable such as solar and while the concept of water splitting is very appealing, the following challenges must be addressed for renewable hydrogen to be commercially viable:

Energy Inefficiency — Since hydrogen is an energy carrier, the most energy it can store is 100% of the input energy. However, conventional systems approach to electrolysis lose so much of the input energy in system components, wires and electrodes that only a fraction of the input electricity actually makes it into the hydrogen molecules. This translates into high production cost and is the fundamental problem with water splitting for hydrogen production.

Need for Clean Water —Conventional electrolysis requires highly purified clean water to prevent fouling of system components. This prevents current technology from using the large quantities of free water from oceans, rivers, industrial waste and municipal waste as feedstock.

One way to make hydrogen using sunlight is to use a solar panel to make electricity and then use that electricity to power a commercial electrolyzer that splits water, forming hydrogen and oxygen. But combining the solar panel and the electrolyzer in one device might be cheaper and

efficient. The electrons produced when light hits a photovoltaic material could facilitate chemical reactions, and the capital costs of one machine would likely be lower than the cost of two. For some time now researchers have shown that they could approach 15 to 25 percent efficiency if they combined two solar cell materials in such a system. One solar cell would power half of the water-splitting reaction—forming hydrogen. The other could form oxygen.

The hydrogen part is pretty much solved now, but researchers have had trouble with the oxygen half. The most efficient solar cell materials for this reaction (silicon, for example) quickly corrode. The researchers discovered that they could make silicon last for days, rather than just a few hours, by coating it with a protective layer of nickel just two-billionths of a meter thick. The materials split water for three days before the researchers stopped the experiment to examine the materials for damage. They found none.

One very popular material as absorber of solar light , methyl ammonium lead tri halide ($CH_3NH_3PbX_3$, where X is a halogen atom such as iodine, bromine or chlorine), with an optical band gap between 1.5 and 2.3 eV depending on halide content has been found to increase the efficiency of hydrogen production. Formamidinum lead tri halide ($H_2NCHNH_2PbX_3$) has also shown promise, with band gaps between 1.5 and 2.2 eV. A common concern is the inclusion of lead as component . Solar cells based on tin-based absorbers such as $CH_3NH_3SnI_3$ have also been reported with lower efficiency. These compounds are perovskite structured compounds and are associated with solar cells. A **perovskite solar cell** is a type of solar cell which includes a perovskite structured compound, most commonly a hybrid organic-inorganic lead or tin halide-based material, as the light-harvesting active layer. Solar cell efficiencies of devices using these materials have increased from 3.8% in 2009 to 20.1% in 2015, making this the fastest-advancing solar technology to date.. Their high efficiencies and low production costs make perovskite solar cells a commercially attractive option, with start-up companies already promising modules on the market by 2017.

It could be a while before the materials are used in commercial hydrogen production. To achieve the needed efficiencies, the materials would still

need to be incorporated into a system that uses two solar cells. And a
remaining question is how long the materials can last. To be economica
system would have to run for at least five years.

References:

*Collavini, S., Völker, S. F. and Delgado, J. L. (2015). "Understanding the
Outstanding Power Conversion Efficiency of Perovskite-Based Solar Cells".
Angewandte Chemie International Edition* **54** *(34): 9757.*

*Kojima, Akihiro; Teshima, Kenjiro; Shirai, Yasuo; Miyasaka, Tsutomu (May
6, 2009). "Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for
Photovoltaic Cells". Journal of the American Chemical Society 131 (17):
6050–6051.*

*Eames, Christopher; Frost, Jarvist M.; Barnes, Piers R. F.; o'Regan, Brian C.;
Walsh, Aron; Islam, M. Saiful (2015).* "Ionic transport in hybrid lead iodide
perovskite solar cells". *Nature Communications* **6:**

Turner, John A; Williams, Mark C; Rajeshwar, Rajeshwar (2004). "Hydrogen
Economy based on Renewable Energy Sources". *CSA Illumina
(http://md1.csa.com)* **13** *(3): 24–30. Retrieved 2011-08-30.7497*

Study of the temperature dependent NMR spectroscopy-A student friendly approach

Dr. Bireswar Mukherjee

Department of Chemistry

Abstract: NMR is undoubtedly the most versatile of all the spectrosco techniques like UV IR & MS etc because it embraces the widest range materials: liquid & solid, organic & inorganic compounds. NMR techniq have advanced dramatically in the past few years and are now m powerful than before. In our discussion we mainly focus our attentio an important variation of NMR technique: the temperature depend NMR for the determination of structure, conformation & configuratio organic& inorganic molecules.]

NMR has been extensively used in field of Synthetic Organic Chemis various sophisticated techniques like DEPT, COSY, NOESY etc have b extensively used in advanced research laboratories. One of the well kno technique is the information obtained from the temperature depend NMR. Here are the few applications of the study of variable temperat dependent NMR procedure and their brief analyses.

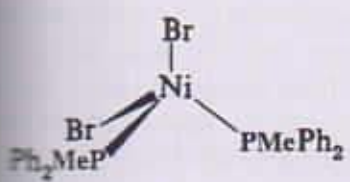

1

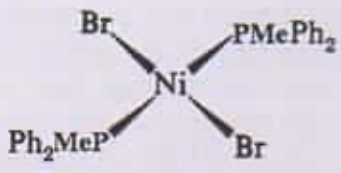

2

solution of CH_2Cl_2 both isomers exist together in equilibrium in soluti The proton NMR spectrum of mixture of **1&2** is illustrated in Figure-1.

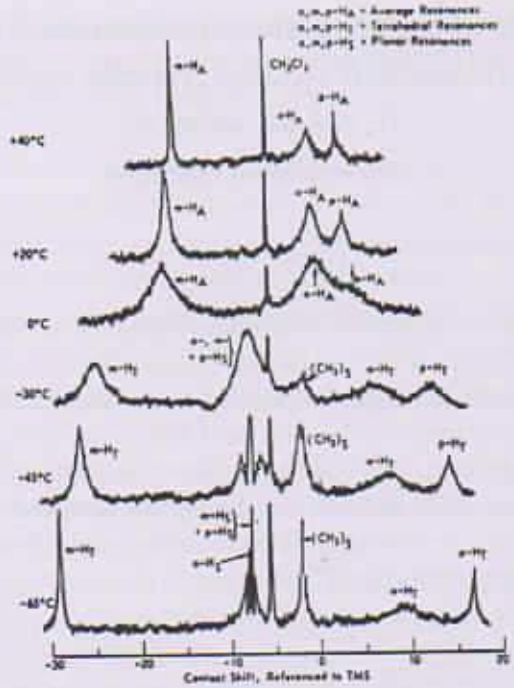

Figure-1

At 40 °C, only an averaged signal is seen for *ortho, meta* and *para* proto
the phenyl groups. At -65 °C, however, interconversion of the iso
slows and two sets of the phenyl protons are seen. One set has very
chemical shifts arise from the paramagnetic tetrahedral isomer (lab
with a subscript T) and another set from the diamagnetic square pla
isomer (labeled with a subscript S). The chemical shifts of the reso
lines assigned to the tetrahedral isomer are very large owing
isotropic shift. This can arise, in part, from delocalization of un
electrons from the metal ion onto the co-ordinated ligands. 100Mz
NMR spectra of **1** & **2** in CD_2Cl_2 as a function of temperature is repor
Figure-**1**. Resonance for the paramagnetic tetrahedral isomer (T) a
the diamagnetic square planar isomer (S) are frozen out a
temperature, while only an average of those resonances (A) is obser
room temperature. A great deal of information can be obtaine
isotropically shifted NMR spectra. In this case the free energy
equilibrium:

Planer Complex(S=0) = Tetrahedral Complex (S=1)

can be measured as well as the rate constant and activation parameters for the isomerization. Further, the mechanism of the rearrangement can be examined.

Rate of *cis* & *trans* isomerization can be measured by NMR methods. The reason for the efficacy of the method is related to the symmetry of the two diastereomers as in the case of **3&4**.

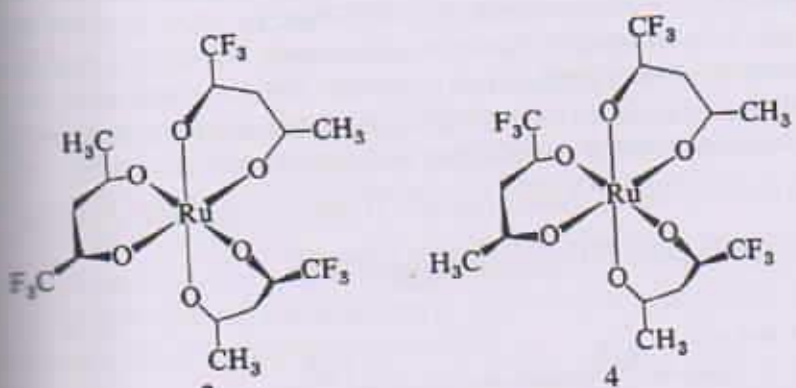

cis- and *trans*-[Ru(F_3C—CO—CH=CO—CH_3)$_3$]

As noted, the cis isomer-3 has a C_3 axis to the CH_3 groups leading to the magnetically equivalent and should give rise to a single resonance line in the NMR spectrum of the complex.

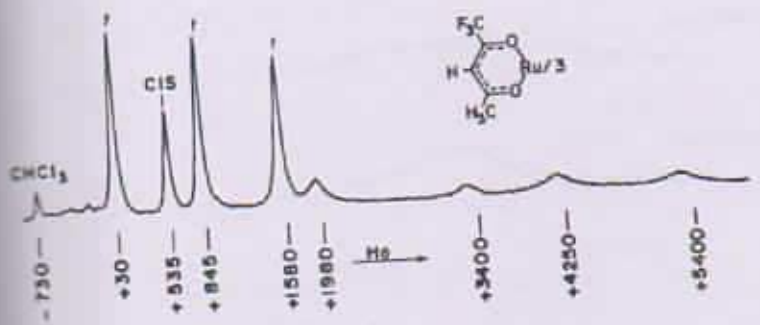

Figure-2

On the other hand, the trans isomer has only a pseudo-C_3 axis and each of the CH_3 groups is magnetically different. Three resonance lines should therefore be observed. This is indeed the case for the *cis* & *trans*. 100 MHz NMR spectrum of isomers **3** & **4** (Figure-2) in equilibrium mixture of ($CDCl_3$) at 30 °C is reported. The three methyl resonance lines for the *trans* isomer are marked with a 't'. The chemical shifts (in Hz) are very large because the ligand is co-ordinated to the paramagnetic center Ru(III). At higher temperature, the rate of *cis* & *trans* isomerization becomes more rapid and the methyl groups swap environment so rapidly that they are no longer differentiated by the NMR spectrometer. The previously different methyl signal lines collapse to a single line. Thus, the NMR spectroscopy can be used to derive the rates of isomerization at various temperatures between the limits of very slow and very rapid isomerization.

The first thoroughly studied example of olefin rotation about a metal-olefin bond axis is in $(\eta^5\text{-}C_5H_5)Rh(C_2H_4)_2$ (See **5**):

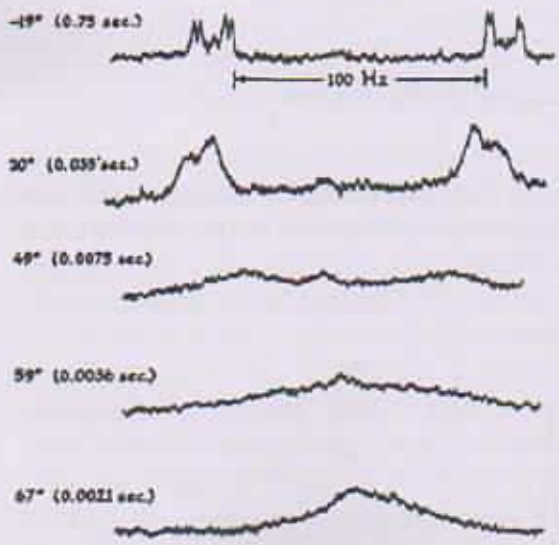

5

Figure-3

axis and each
ce lines shou
trans. 100 M
n mixture of
nes for the *tra*
:) are very lar
center Ru(III).
becomes mo
that they are n
viously differe
MR spectrosco
us temperatur
on.

bout a metal-

5

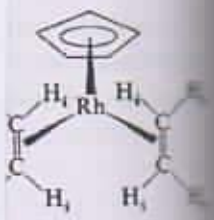

A portion of its temperature dependent ^{1}H-NMR spectrum is given Figure-3. At about -20 °C, the structure of the molecules is static by NM criteria i.e., the olefins are rotating so slowly that the spectrometer is ab to distinguish the various proton environments. One set of protons labeled with 'o' i.e. outer proton and other set of proton labeled with 'i' i.e inner proton. Outer protons are much more deshielded by the ring curren effect of aromatic cyclopentane ring whereas inner proton fall on th shielding zone and there by upfield. The 60 MHz ^{1}H-NMR spectrum of **5** acetone as a function of temperature is reported in the Figure-3. On the olefinic protons are shown. At lower temperature, outer & inn protons are cleanly visible. However, as the temperature increas ethylene rotation about the metal-olefin bond axis causes all of t ethylene protons to become magnetically equivalent and the separa lines collapse to a single line. The chemical shift value is the average of t separated lines.

One of the most thoroughly studied exchange reaction is the scrambling the bridge and terminal methyl groups in dimeric trimethyl aluminum and analogous organo aluminum compounds.

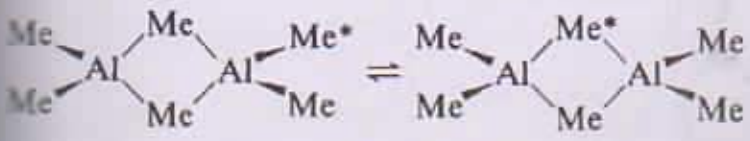

6

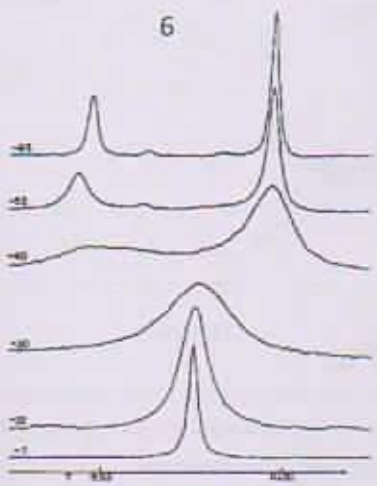

Figure-4

At room temperature, the proton NMR spectrum of 6 is reported in Figure 4 in toluene. Spectrum shows a single resonance line for all methyl groups but cooling to -40 °C and finally to -65 °C causes the line to split into two resonance lines one at higher field for the terminal methyl groups and one at lower field for the bridging groups. Various mechanism has been proposed for the rearrangement.

Valance tautomerization can be best studied by the temperature dependent NMR. For instance, the NMR spectrum of Benzene Oxide-Oxepin (7a&7b) gives a great deal of information about the equilibrium.

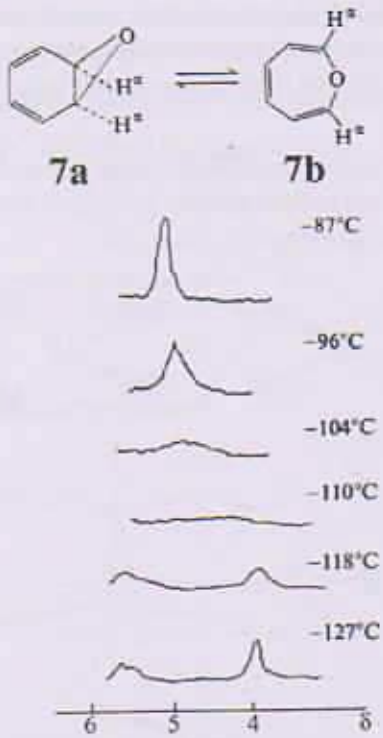

Figure-5

At room temperature, the tautomers are in equilibrium with appreciable amounts of both isomers in the equilibrium mixture. The NMR spectrum is a complex one showing 'weighted average' signals from the protons in the rapidly (as shown in Figure-5) interconverting tautomers.

adout -80 °C, the signals broaden and eventually separate into new signals which can be assigned to protons for individual tautomers. The signal for the α-hydrogens at low temperatures is shown in Figure-5. The broad peak which appears at about δ 5.0 in the spectrum run at -87 °C represents an average for the α-hydrogen in the rapidly inter converting tautomers. As the temperature is lowered, the signal becomes more diffuse and below-113 °C, it separates into two new signals at δ 5.7 & δ 4. These can be assigned to the α-protons in oxepin and benzene oxide respectively.

another well documented temperature study is in cis-trans equilibrium of $(\eta^3\text{-}C_5H_5)_2Fe_2(CO)_4$.

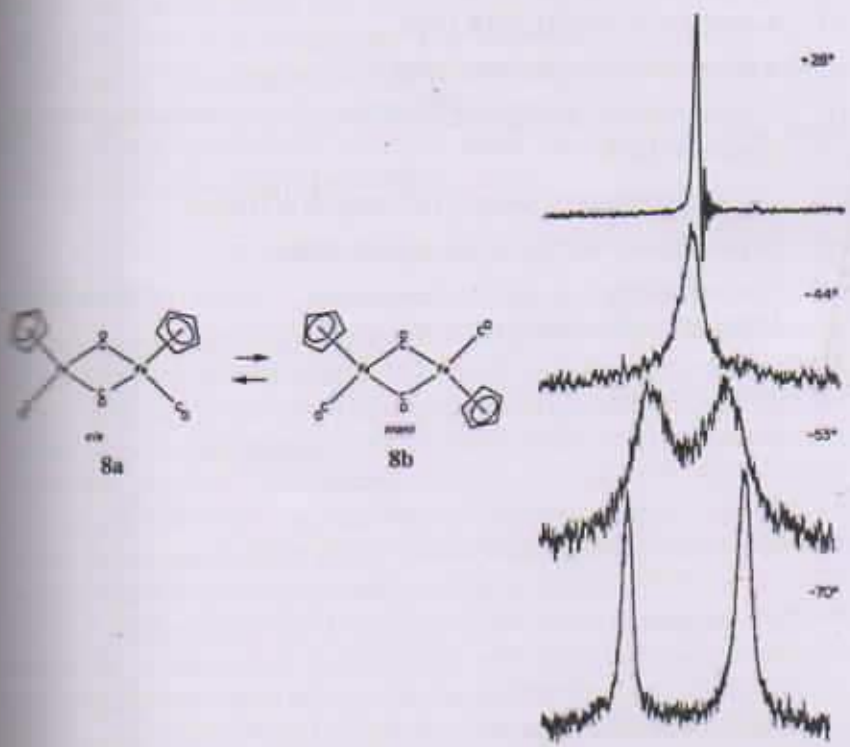

8a ⇌ 8b

Figure-6

The protons of the cyclopentadienyl rings appear at different positions for the *cis* and *trans* isomers (**8a&8b**). At lower temperature, the intercoversion is slowed thus we see two separate signals (Figure-6).

Other examples are the case of intercoversion of fluxional molecule of $(C_5H_5)_4Ti$, study of restricted rotation of N,N-dimethyl formamide, rotational conformer of 1,2-dibromo ethane, chair-boat conformation of cyclohexane system and the study of ^{19}F-NMRof conformers of 1,1-difluoro-1,2-dibromo-2,2-dichloro ethane.

References:

I) J.Amer. Chem. Soc, 92,2692,1970

ii) Inorg.Chim.Acta, 5, 381, 1971

iii) J.Amer.Chem.Soc,91,2519,1969

iv) J.Amer.Chem.Soc, 88, 5460, 1966

v) FrontierOrbitals&OrganicChemicalReaction, I.Fleming, Wiley, NewYork, 1976.

vi) Advanced Inorganic Chemistry, Cotton & Wilkinson.

vii) Organic Spectroscopy, W.Kemp,ELBS, 1986.

viii) Stereochemistry of Carbon Compounds, E.L.Eliel, TATA-Mc GRAW Hill Publising Company, ND, 1985.

Fuel Cells: A brief Review

Dr. Lina Paria

Department of Physics

Abstract : The eventual drying up of the world's petroleum resources, as well as it's environmental impact had become a much stronger point driving the world towards sustainable energy. Hydrogen also a form of chemical energy can be used in fuel cells to produce electricity, heat and pure distilled water. These fuel cells produce no air pollutants causing serious global warming. So hydrogen as a "zero emission" chemical fuel is on it's way to becoming a major, environmental friendly, sustainable, renewable component of the world's energy mix for both transportations and stationary applications. Various types of fuel cells and their applications are reviewed in this article.]

Introduction :

Fuel cells are electrochemical devices that convert the chemical energy directly into the electrical energy. In a typical fuel cell, a gaseous fuels are fed continuously to the anode, and oxidant (i.e. Oxygen from air) are fed continuously to the cathode, the chemical reaction take place at the electrodes produce the electric current. A fuel cell with similar components differ from a typical battery in several respects. The battery is an energy storage device in which maximum available energy depends on the chemical reactants stored within the battery itself. When the chemical reactants are fully consumed, the battery will cease to produce electrical energy. In a secondary battery the reactants are regenerated by recharging, the energy is supplied to the battery from an external source. Whereas in the fuel cells, as long as the fuels and oxidants are supplied to the electrode, it is capable of producing the electricity, but the degradation or malfunction of the components limits the practical operating life of fuel cells.

There are various types of fuel cells, [1-3] whereas all of them con... anode, cathode and an electrolyte. The anode contain catalysts ... causes the fuel (**usually hydrogen**) to undergo oxidation reaction... create hydrogen ions (or protons) and electrons. The electrolyte ... allows the positively charged hydrogen ions to move from anode ... cathode side, whereas electrons are drawn from anode to ca... through an external circuit producing the direct current. At the cath... the cathode catalyst turns the hydrogen ions, electrons, and oxyge... form water.

Types of Fuel Cells :

Fuel cells are classified by the type of electrolytes used in the cell. To... the main electrolyte types are alkali, phosphoric acid, molten carbon... proton exchange membrane (PEM) and solid oxide. The first three ... liquid electrolytes and the last two are solids.

Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) :

Proton Exchange Membrane Fuel Cell also known as Polymer Electro... Membrane (PEM) fuel cell consists of electrodes (anode, cathod... excellent proton conducting polymer membrane as electrolyte. A stre... of pure hydrogen fuel is supplied to the anode side of the membra... electrode assembly, where the catalyst (platinum) split the hydrogen ... proton and electron. The proton travels through the polymer membra... to reach the cathode, and the electron reaches the cathode side throu... an external circuit giving the electric current. Stream of oxygen is suppl... to the cathode side where these oxygen molecules react with the pro... and electron to form water with the help of the cathode catalyst (Pt, ... The reactions at the anode and cathode sides are given below [1]. At t...

anode: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$

At the cathode : $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$

The schematic diagram of a typical PEM fuel cell is shown in Fig.1.

Because of its compactness, light weight and first start up time, the PEM... is a prime candidate for vehicle (transportation application, like cars a... buses) and other mobile applications of all sizes down to mobile pho... PEMFCs for buses, which use compressed hydrogen for fuel, can operat... up to 40% efficiency.

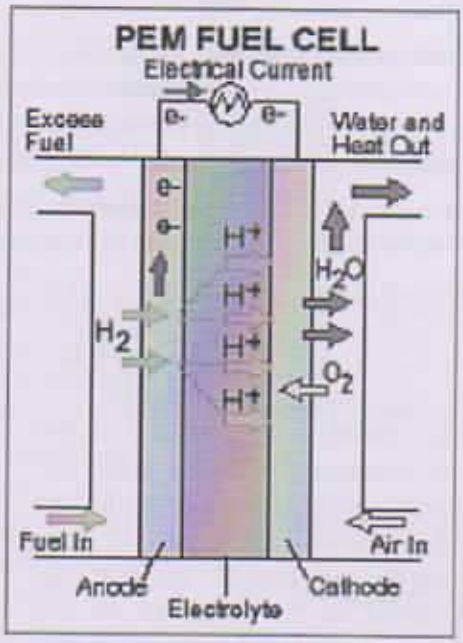

The operating temperature range is generally 60–100°C. The water produced in this cell should be evaporated precisely at the same rate as it produced to get the constant power output. So water management is a very difficult subject in PEM systems. Many companies are working on techniques to reduce cost in a variety of ways including reducing the amount of platinum needed in each individual cell. The first metal free electro catalyst using doped carbon nanotubes are documented in 2011 [4], which could be less than 1% the cost of platinum and are of equal or superior performance. Individual fuel cells produce relatively small electrical potentials, about 0.7 volts, so to deliver the desired amount of energy, the fuel cells can be combined in series to yield higher voltage. Such a design is called a *fuel cell stack*. PEM fuel cells were used in the spacecraft by NASA.

Fig.1

Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) :

Phosphoric acid (H_3PO_4) (retained in a SiC matrix) is used as electrolyte in Phosphoric Acid Fuel Cells (PAFC) to pass the hydrogen ions from anode to cathode side. The electrons produced at the anode travels through the external circuit giving directly the electric current. Platinum is used as the electrode catalyst to enhance the ionisation of the fuels. PAFC normally works in temperatures of 150°C to 200°C and the efficiency of the cell is about 40 – 50 %. The main disadvantage of the PAFC is that the acidic electrolyte increases the corrosion of components exposed to phosphoric acid [5].This type of fuel cell is typically used for stationary power generation, but some PAFCs have been used to power large vehicles such as city buses.

Alkaline Fuel Cell (AFC) :

Alkaline Fuel cell also known as Bacon fuel cell is one of the most developed fuel cell which uses aqueous KOH solution as electrolyte. The electrolyte retained in a matrix (usually asbestos) and various electro - catalysts like Pt, Ni, Ag, Nobel metal, metal oxides etc. can be used [1]. The schematic diagram of an alkali fuel cell is shown in Fig.2. The chemical reactions in the cell are given below [1] :

At the Anode : $H_2 + 2(OH)^- \rightarrow 2H_2O + 2e^-$

At the cathode : $\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2(OH)^-$

The operating temperature of this cell is between 120°C to 250°C and the efficiency is about 70 %. [6]. The AFC typically operate on pure oxygen, or atleast purified air, because of the presence of CO_2 "poison" the cell by converting KOH into potassium carbonate which do block the pores of the cathode. NASA used these AFC in Apollo-series missions and on the Space Shuttle since the mid-1960's [6].

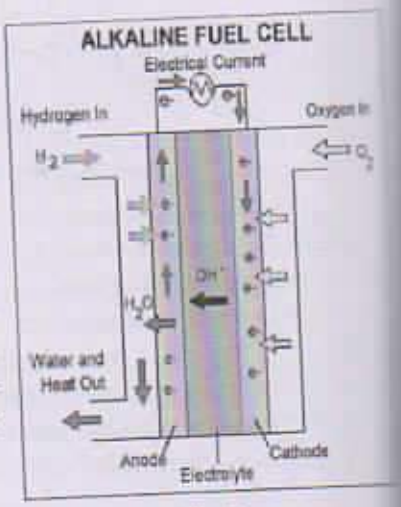

Fig.2

Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) :

Solid oxide fuel cells (as shown in Fig.3.) use a solid nonporous metal oxide (usually Y_2O_3 - stabilised ZrO_2) electrolyte to conduct negative oxygen ions (produced through the reduction of oxygen into oxygen ions) from cathode to the anode, where they can electrochemically oxidize the fuel. In this reaction, a water by product is given off as well as electrons. The electrons then flow through an external circuit where they can do work. The cycle then repeats as those electrons enter the cathode material again. SOFC works at very high temperature (500°C to 1000°C) so expensive Pt catalyst is not needed in this cell, thereby reducing the cost. This cell is not vulnerable to the CO catalyst poisoning but is vulnerable

sulphur poisoning.

SOFC can be used in various devices ranging from vehicles to stationary power generation unit to produce 200 W to 2 MW. The efficiency of SOFC is about 60 % [6], but it can be raised to higher values by reusing the heat produced in the cell. Because of the high working temperature, the light hydrocarbons such as, methane, propane, butane and heavy hydrocarbons such as gasoline, diesel, biofuel etc. can also be used as a source of fuel in SOFC. The high efficiency, long term stability, low emissions, fuel flexibility and relatively low cost is the advantage of the SOFC. The main disadvantage is that the very high operating temperature results a longer start up time. Scientists are currently exploring the potential for developing lower-temperature SOFCs.

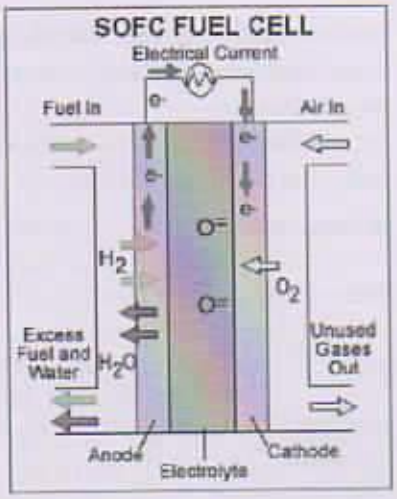

Fig.3

Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) :

Molten Carbonate Fuel Cell (as in Fig.4.) is an high temperature fuel cell which uses electrolyte composed of a alkali (Na, K) carbonate salt retained in a ceramic matrix $LiAlO_2$. As these fuel cells operate at very high temperature above 600°C so non precious metals can be used as electro-catalyst, thus reducing the cost. At this high temperature, the carbonate ions produced at the cathode side travels through the highly conductive molten salt. These carbonate ions react with the hydrogen fuel to produce water, CO_2 and

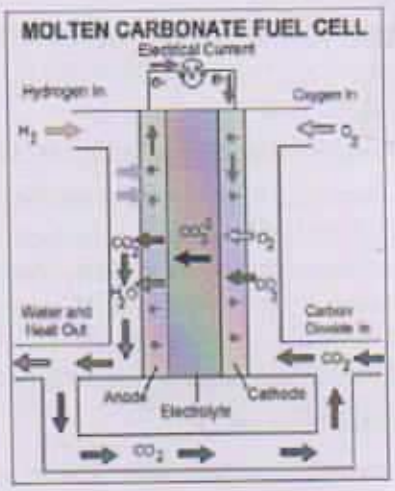

Fig.4

electrons at the anode. The electrons travel through the external circuit providing electrical power along the way, and return to the cathode. The oxygen from the
air and CO_2 recycled from the anode react with the electrons to form CO_3^{2-} ions. The chemical reactions are given below [1].

At the anode : $H_2 + CO_3^{2-} \rightarrow H_2O + Co_2 + 2e^-$

At the cathode : $\frac{1}{2}O_2 + CO_2 + 2e^- \rightarrow CO_3^{2-}$

Molten carbonate fuel cells can reach efficiencies approaching 60%, considerably higher than the 40–50% efficiencies of a phosphoric acid fuel cell plant. The fuel efficiency can be as high as 85% by reusing the waste heat generated in this cell. Since MCFC's are not prone to CO and CO₂ poisoning , so they can also use the gases made from the coal as a fuel having fuel flexibility.

Due to the high operating temperature of MCFC, more energy-dense fuels can be converted into hydrogen inside the fuel through the internal reforming process, which also reduces cost. The main disadvantage of the MCFC is that the corrosive electrolyte used, accelerate the component breakdown which decreases the cell life. So work is being done to use the corrosion resistant component to increase the cell life without decreasing the performance.

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) :

Most of the fuel cells are powered by hydrogen, which can be used directly or indirectly by reforming hydrogen-rich fuels such as methanol, ethanol and hydrocarbon fuels. Direct methanol fuel cells (DMFCs), however, are powered by pure methanol, which is usually mixed with water and fed directly to the fuel cell anode. DMFC are often used in the portable devices like cell phone and laptop computers.

Benefits of Fuel Cell :

Fuel cells are much more energy efficient than the combustion engines. Fuel cells generate virtually no pollution, no toxins, no nitrogen oxide (NO_x) no sulphur oxide(SO_x) , or particulate matter, giving us a much cleaner, pollution free environment. There are many types of fuel cells which can operate using pure hydrogen, natural gas, methanol, ethanol

etc. thus having fuel flexibility. These cell can have various applications – ranging from cell phones, to cars, to entire neighbourhood, providing the power from milli watts to megawatts. Fuel cells can also be combined with other technologies, such as batteries, solar panel, wind turbines etc.

Conclusion : It is seen that each of the fuel cell is well-suited for specific applications, like large or small scale devices, as well as stationary or mobile applications. But there is no single fuel cell technology which is well suited for all the possible application. Each type of fuel cell has it's advantages and drawbacks compared to the other. So lot of work is being done to make the fuel cell cheap and efficient enough to replace traditional ways of generating power ! However the fuel cell market is growing and some research [7] has estimated that the stationary fuel cell market will reach 50 GW by 2020.

References :

1. Fuel Cells, A Handbook by J.H. Hirschenhofer, D.B. Stauffer, R.R. Engleman : Gilbert/Commonwealth, Inc.
2. Fuel Cells : From Fundamentals to Applications by S. Srinivasan : Springer,
   ISBN-13: 978-0387-25116-5
3. Tomorrow's Energy: Hydrogen, Fuel Cells, and the Prospects for a Cleaner Planet by Peter Hoffmann ; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London,
4. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja1112904 journal Code= jacsat
5. http://scopewe.com/phosphoric-acid-fuel-cells
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell
7. Prabhu, Rahul R. (13 January 2013) , "Stationary Fuel Cells Market Size to reach 350,000 shipments by 2022", Renew India Campaign. Retrieved 2013-01-14.

The Changing Status of The SC / ST Population in India (1981-2011)

Dr. Pinaki Das , Jagabanhu Mandal and Surendranath Mandi

Department of Commerce

[**Abstract** : The present paper examines how the poorest sections of society in the Indian economy over the last few decades. It examines this issue by contrasting the fortunes of the historically disadvantaged scheduled castes and tribes (SC/STs) in India with the rest of the other advantages caste. We have studied their own entitlement capital like educational status, employment structure and asset holding. We have also paid attention on out-come from their entitlement like consumption expenditure and poverty. The key message is that education attainment rates have been converging across the two groups while SC/STs have also been switching occupations at increasing rates during this period. Moreover, inter-generational education and income mobility rates of SC/STs have converged to non-SC/ST levels where as the consumption level of SC/STs have not converged to non-SC/ST level. Clearly, the last two years of major structural changes in India have seen a sharp improvement in the relative economic fortunes of these historically disadvantaged social groups.]

Keywords: SCs, STs, Educational Status, Employment Structure, Asset holding, Poverty and Consumption.

I. Introduction

Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) were historically economically backward, mostly very poor, concentrated in low-skill (mostly agricultural) occupations and primarily rural. Moreover, they were also subject to centuries of systematic caste-based discrimination both economically and socially. This was so endemic that the constitution of India aggregated these castes into a Schedule of the constitution and provided them with affirmative action cover in both education and public

sector employment. Indeed, this was viewed as a key component of attaining the ultimate policy goal of raising the social and economic mobility of the SCs and STs to the levels of the non-SCs and STs. A key goal of the reservations policy was to make it easier for, say, the child of an illiterate SC or ST farm worker living below the poverty line to get educated and find productive employment in a better paying occupation.

In modern India, vast quantities of research have documented caste-based inequalities in many dimensions of well-being, including income, education, health and access to employment (Desai 2010). Some of the recent studies relating with caste disparities are reviewed here.

Munda & Mullick (2003) analyzed that the various forest policies induced the marginalization of the Adivasis. They were deprived from the natural resource merely for the government's revenue-yielding measure. After India's independence the status quo remains same. The painful reality is that so far as the monopoly over natural resources is concerned the Indian rulers were not different from the Britishers. The vested interest, the methods of oppression and the basic ideology are remaining the same (Anjum & Manthan 2002). The Adivasi rights over the natural resources were snatched away through various legislations.

Dubey (2010) using a unique panel data set for rural India covering the years 1993/94 and 2004/05 tested the hypothesis that disadvantaged groups (Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Muslims and OBCs) fare worse in terms of income levels when residing in villages dominated by upper castes and whether the same groups fare better in own dominated villages. Their results provide strong support for the oppression hypothesis and positive enclave hypothesis. In addition, and for all social groups, a considerable positive externality from residing in upper caste dominated villages was uncovered. The quantitative effects on income levels, growth, poverty incidence and poverty persistence were discerned.

Desai and Dubey (2011) found that recent debates regarding inclusion of caste in 2011 Census have raised questions about whether caste still matters in modern India. Ethnographic studies of the mid-20th century identified a variety of dimensions along which caste differentiation occurs. At the same time, whether this differentiation translates into hierarchy remains a contentious issue as does the persistence of caste, given the economic changes of the past two decades. Using data from a nationally

representative survey of 41,554 households conducted in 2005, the paper examines the relationship between social background and different dimensions of well-being. The results suggest continued persistence of caste disparities in education, income and social networks.

In respect of government policies and programs undertaken for the development of tribal population Nathan and Xaxa (2012) discussed the ineffectiveness of *Adivasis* in two ways. He situated the problem of Adivasi development in the relational context of the larger political economy of India and its region. He identified appropriation of resources and alienation of land as crucial to the development problem of Adivasi. Poverty or the lack of development of the *Adivasis* is then a relational outcome. Second crucial issue is their isolation, both geographical and social. Development programs meant for tribes, it is assumed, fail to reach them as they live in geographical isolation. He argued that they have thus remained excluded from the fruits of development because of the ineffective implementation and inadequacy of development programmes.

In this brief background the preset paper examines how the historically disadvantaged scheduled castes and tribes (SC/STs) in India have responded to the rapid changes in the Indian economy over the last decade in comparison with the rest of the other advantages castes (non-SC/STs).

II. Trends of Educational Status of SCs and STs

Literacy Rate

The literacy rate of SCs and STs along with all castes taking together is shown in Table 1. Literacy rate of all castes categories increased from 43.57 per cent in 1981 to 73 per cent in 2011. Literacy rate of both SCs and STs in India irrespective of sex also increased during 1981 to 2011. For SCs the rate increased from as low as 21.38 per cent to 56.49 per cent and for STs it increased from 16.35 per cent to 49.52 per cent. That is, the rise of literacy rate is relatively higher for SCs and STs. As result the literacy gap between all castes and SCs as well as all castes and STs gradually declined (Table 2).

Table 1 Literacy Rate of SCs, STs and All Caste Categories in India, 1981 to 2011

YEAR	ALL			SC			ST		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1981	56.38	29.76	43.57	31.12	10.93	21.38	24.52	8.04	16.35
1991	64.13	39.29	52.21	49.91	23.76	37.41	40.65	18.19	29.6
2001	75.26	53.67	64.84	66.64	41.9	54.69	59.17	34.76	47.1
2011	80.90	64.60	73.0	64.21	48.33	56.49	57.37	41.58	49.52

Source: Cast Statistics 2010 and Census 2011

Table 2 Literacy Gap of SCs and STs from All Caste Categories

YEAR	SC - ALL			ST - ALL		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total
1981	25.26	18.83	22.19	31.86	21.72	27.22
1991	14.22	15.53	14.8	23.48	21.1	22.61
2001	8.62	11.77	10.15	16.09	18.91	17.74
2011	16.69	16.27	16.51	23.53	23.02	23.48

Source: Calculated from Table 1.

The literacy rate of SC/STs and non-SC/STs in latest three quinquennial rounds of National Sample Survey Organisation (NSSO) are also presented in Figure 1. The SC/STs literacy rate increased from 47.2 per cent to 62.2 per cent in the last decade, that is, it increased by 15 percentage points. Where as, in case of higher social classes (the non- SC/STs) it increased by 9.4 percentage points. The gap of the literacy rate between SC/STs and non-SC/STs decreased gradually. It decreased from 14.6 per cent in 1999-2000 to 9.0 per cent in 2009-10. That is we find the converging trend of education attainment of SC/ STs and non-SC/STs.

Figure 1 Literacy Rate of SC/ST vis-à-vis Non-SC/ST and the Gap between them, 1999-200 to 2009-10

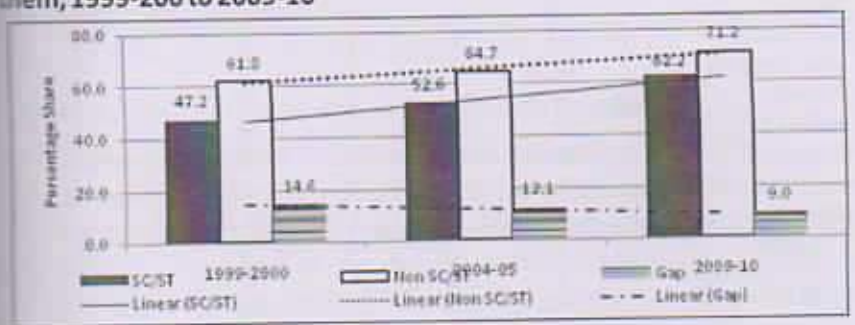

Sources: Authors' estimation from NSSO data.

Years of Schooling

Table 3 shows the average years of schooling of the overall population as well as those for non-SC/ST and SC/STs separately. In 1999-2000, the average years of education of non-SC/STs were 5.12 relative to 2.64 years for SC/STs. However, over time the year of schooling of SC/STs converges towards the year of schooling of non-SC/STs as the gap declined from 2.48 percentage points in 1999-200 to 1.96 percentage points in 2009-10.

Table 3 Average Years of Schooling of SC/ST and Non-SC/ST and Gap from 1999-2000 to 2009-10

Year	Over all	Non-SC/ST	SC/ST	Gap between Non-SC/ST and SC/ST
1999-2000	4.36	5.12	2.64	2.48
2004-05	4.87	5.55	3.19	2.36
2009-10	5.25	5.89	3.93	1.96

Source: NSSO, Employment and Unemployment situation in India, NSS 55th Round 1900-00, NSS 61st Round 2004-05, NSS 66th Round 2009-10

Gap of General Educational Level

The SCs and STs are mainly concentrated in Rural India are relatively more backward. The distribution of SC/STs and non-SC/STs in rural India by the level of education is presented in Table 4. About 49 per cent of rural SC/STs and 36 per cent of rural non-SC/STs were illiterate in 2004-05. However, over time the education attainment of SC/STs usually increased. The difference between SC/STs and non-SC/STs for the education level Literate Below Primary, Primary, Middle and Secondary decreased in 2009-10 as compared with 2004-05.

Table 4 Distribution of SC/STs and Non-SC/STs and their Gap by General Education Level in Rural India, 2004-05 and 2009-10

	2004-05			2009-10		
Education Level	SC/ST	Non SC/ST	Gap*	SC/ST	Non SC/ST	Gap*
Not Literate	49	36	-12	38	29	-9
Literate Below Primary	19	19	0	21	20	-1
Primary	15	16	2	17	17	0
Middle	10	15	4	14	15	1
Secondary	4	7	4	6	10	3
H.S.	2	4	2	3	5	2
Diploma	0	1	0	0	1	0
Graduate	1	2	1	1	2	1
Post Graduate & Above	0	0	0	0	1	0
Total	100	100		100	100	

Note: * Gap between Non SC/ST and SC/ST, Sources: Author's Calculation from NSSO Data

Due to socio-economic backwardness the dropout of school children is the serious problem in SC and ST communities. The school dropout is invariable high for the class I to X for STs as well as SCs. Even in 2001-02 the dropout ratio of STs was 52.3 per cent for Class I to V and 81.2 per cent for the Class I to X. The corresponding dropout ratio was also high for SCs. Over time there was the evidence of decline of the dropout ratio. It declined in all sphere – across castes as well as level of education. But the reduction of dropout ratio was higher for SC/STs as compared with others. As a result the gap of the dropout rates between STs and all castes as well as STs and all castes gradually declined (Table 5).

Table5 Dropout Rate of Students up to Class X during 1990-91 to 2007-08

	Dropout Rates			Gap or Dropout rates	
	All Caste	ST	SC	ST-Al	ISC-Al
Class I to V					
1990-91	42.6	62.5	49.4	19.9	6.8
1996-97	40.2	56.6	42.7	16.4	2.5
2001-02	39	52.3	45.2	13.3	6.2
2005-06	25.7	39.8	32.9	14.1	7.2
2006-07	25.6	33.1	35.9	7.5	10.3
2007-08	25.6	32.2	31.8	6.6	6.2
Class I to X					
1990-91	71.3	85	77.7	13.7	6.4
1996-97	70	84.2	77.6	14.2	7.6
2001-02	66	81.2	72.7	15.2	6.7
2005-06	61.6	78.5	70.6	16.9	9
2006-07	59.9	78.1	69	18.2	9.1
2007-08	56.8	76.5	68.1	19.7	11.3

Sources: Statistical Profile of Scheduled Tribe in India 2010

III. Asset Structure of SC and ST Households in India

In respect of household assets for social groups in 1991, both in rural or urban areas, SC and ST households were much less well-off than the 'other' households. Not only was the average value of total assets owned by them less than half of that owned by 'other' households but also the disparity in the assets holding was significantly more pronounced among them than among the 'other' households.

In 2002 the average value of the assets owned by a household in the rural India was to the tune of Rs. 2.66 lakhs, this was only Rs. 1.37 lakhs for ST households and Rs. 1.26 lakhs for SC households. OBC households had Rs. 2.66 lakhs and households in the 'Other' groups owned assets worth Rs. 4.3 lakhs. The average value of assets owned by households in the urban India was Rs. 4.17 lakhs. The assets of urban ST households were worth Rs. 2.4 lakhs but only 1.82 lakhs for SC households. The urban OBC households had assets of Rs. 3.34 lakhs while the 'Other' groups had assets worth Rs. 5.60 lakhs. The average value of household assets showed wide disparities among social groups and SC/STs are deprived in respect of land, durable and other financial asset[1].

In general, 27 per cent of the rural households were indebted while only 20 per cent of the urban households were indebted. The Proportion of indebted or incidence of indebtedness for ST households was 18 per cent in the rural areas and 12 per cent in the urban areas. For SC households this was 27 per cent in the rural areas and 19 per cent in the urban areas. About 59 per cent of the debt of rural ST households was incurred for farm related work and 25 per cent for household expenditure. Among the ST households in the urban areas, as high as 69 per cent of the debt, was used for household expenditure. Only 26 per cent of the debt of rural SC households was for farm related work, while as high as 51 per cent was for household expenditure. About 76 per cent of the debt of urban SC households was for household expenditure. Only 11 per cent of the ST households in the rural areas reported institutional agencies as the source of credit. This was only around 12 to 13 per cent for SC and OBC households and 16 per cent for 'Other' households. In the urban areas about 7 to 10 per cent of households reported institutional agencies as the source of credit. About 69 per cent of the amount of debt of rural ST households was from institutional agencies. The corresponding figures for SC, OBC & 'Other' groups were 45 per cent, 51 per cent and 68 per cent while the overall institutional share in the amount of debt was 57 per cent.[2] The available evidence about the use of credit indicates that the significant amount of credit of ST and ST households are used for unproductive purpose, i.e., for household expenditure. Therefore, they faced the difficulty to repay the loan. During 2002-03 in rural as well as in urban areas, the incidence of repayments against outstanding loans was the lowest among ST households. Further, except for 'Other' households

areas, and ST and 'Other' households in the urban areas, the ...ence of repayments of loans to non-institutional agencies was higher ...pared to the institutional agencies[3]. Due to non-repayment or low ...ment of loan SC/STs are also suffered with the debt-trap. The debt ...ratio (DAR), which gives the value of debt per 100 rupees of assets, ... 2.3 for rural ST households and 3.7 for rural SC households. In urban ..., the debt asset ratio varied from 3.2 for ST households and 4.2 for SC ...eholds in 2002-03.[4]

...vable land holding

... cultivable by a household could serve as a good indicator of the ...omic status of the household, at least in the rural areas. The ...bution of households of SC/ST and non-SC/ST groups by the size class ... land cultivable by them is presented in Table 6.There was a ...mensurate increase of both SC/ST and non-SC/ST in the per cent of ... less households. The gap between SC/STs and non-SC/STs are more or ... same irrespective of the size class of land during 1999-2000 to 2009-... The landlessness of SC/ST household increased over time (form 48 per ...t in 1999-2000 to 52 per cent in 2009-10). It raises the question about ... effectiveness of land reforms policy in India. SC/STs are more deprived ... compared with non-SC/STs in respect of the ownership of cultivable ... and there is now sign of reduction the gap between SC/STs and non-SC/STs.

...le 6 Percentage Distribution of SC /ST and Non -SC /ST by size class of land ...tivated in rural India in 1999-00, 2004-05 and 2009-10

Size Class of Land (Hectare)	1999-00			2004-05			2009-10		
	(SC+ST)	Non-(SC+ST)	Gap	(SC+ST)	Non-(SC+ST)	Gap	(SC+ST)	Non (SC+ST)	Gap
0	48	37	-11	50	40	-10	52	42	-10
0.01-0.40	23	22	-1	20	19	0	22	21	-1
0.41-1.00	15	17	2	16	18	1	14	16	2
1.01-2.00	9	12	3	9	12	3	7	11	3
2.01-4.00	4	7	3	4	7	3	4	7	3
4.01 and more	1	4	3	1	4	3	1	3	2

Sources: Author's Calculation from NSSO Data, Employment and Unemployment situation in India, NSS 55th Round 1999-2000, NSS 61st Round 2004-05, NSS 66th Round 2009-10.

IV. Employment Status

The workforce participation rate (WPR) is defined, as usual, workers in relation to total population. The male and female WPR in India for SC/STs and Non-SC/STs separately has shown in Table 7. It is seen that more than half of all rural males reported themselves as workers. The male WPR for SC/STs was slightly higher that of non-SC/STs, in 2009-10 the former was 55.17 and the latter was 54.44. There has been no sign of decline of male WPR during the recent years. While the WPR for females are significantly lower than those of males. The female WPR declined for both the groups. To maintain the livelihood relatively more SC/ST females participated in the work. Though, the gap between SC/ST and non-SC/ST declined for female as well as male.

Table 7 Worker Population Ratio of SC/ST and Non-SC/ST and their Gap, 1999-00 to 2009-10

Year	SC/ST		Non SC /ST		Gap(SC/ST – Non SC/ST	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1999-2000	53.99	36.30	52.66	26.63	1.33	9.67
2004-05	55.05	37.54	54.45	30.47	0.61	7.07
2009-10	55.17	29.89	54.44	24.24	0.72	5.65

Sources: Author's Calculation from NSSO Data, Employment and Unemployment Situation in India, NSS 55th Round 1900-00, NSS 61st Round 2004-05, NSS 66th Round 2009-10.

In 1999-2000, for SC/ST households, there was a distinctly higher proportion of casual labour in agriculture and relatively low share of self-employment in non-agricultural or regular employment (10 per cent each). The shares of self-employed and regular employed households for SC/ST were more or less constant during 1999 to 2010. Occupational diversification witnessed only for casual labour households – diversified from agricultural labour to non-agricultural labour. For SC/ST she share of agricultural households declined from 47 percent in 1999-2000 to 36 per cent in 2009-10 and the share of non-agricultural households increased from 10 per cent to 19 per cent. The gap between non-SC/ST and SC/ST households decreased over time (Table8). That is the employment status of SC/STs witnessed a converging trend towards non-SC/STs.

Table 8 Percentage Distribution of Households of different Social Groups by the Status of Employment in India

Year	Caste Category	Self-Employment		Casual Labour		Regular Employment
		Agriculture	Non-Agriculture	Agriculture	Non-Agriculture	
1999-2000	SC/ST	23	10	47	10	10
	Non SC/ST	38	15	25	7	15
2004-05	SC/ST	27	12	38	14	10
	Non SC/ST	40	18	20	9	13
2009-10	SC/ST	24	11	36	19	10
	Non SC/ST	36	18	21	13	13
1999-2000	Gap(NonSC/ST–SC/ST)	15	5	-23	-2	5
2004-05	Gap(Non SC/ST–SC/ST)	14	6	-19	-5	3
2009-10	Gap(Non SC/ST –SC/ST)	12	6	-15	-6	3

Sources: As in Table 7

For male SC/ST the unemployment rate (UR) increased from 8.68 per cent in 1999-2000 to 10 per cent in 2009-10, while for the remaining social groups the UR among males gradually declined during the same period.[5] In case females the UR was lower for SC/STs as compared with non-SC/STs. Over the period the female UR has shown an increase for both SC/STs as well as non-SC/STs. There is now sign of convergence of UR of SC/STs in respect of non-SC/STs.

Table 9 Unemployment Rate of SC/STs and non-SC/STs in India, 1999-2000 to 2009-10

Year	SC/ST		Non SC /ST		Gap (Non SC/ST –SC/ST)	
	Male	Female	Male	Female	Male	Female
1999-2000	8.68	2.00	9.80	3.90	1.11	1.90
2004-05	8.02	4.03	9.20	6.74	1.18	2.71
2009-10	10.0	03.67	8.48	4.36	-1.52	0.69

Sources: As in Table 7

V. Poverty Level and Consumption Expenditure by Castes in India

Trend of Poverty

Poverty alleviation has been one of the guiding principles of the planning process in India. The various dimensions of poverty relating to health, education and other basic services have been progressively internalized in the planning process. Special programmes have been taken up for the welfare of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), and other vulnerable groups. A number of antipoverty programmes have been launched from time to time to reduce the incidence of poverty in the country. The trend of poverty for SC and ST in comparison with the overall poverty during the post-reform period is shown in Table 10 and Table 11.

During 1993-94 and 1999-2000 the percentage of people living below poverty line declined for all social castes in both rural and urban India whereas the decline was higher for SCs as compared with STs. The difference of percentage share of poor SCs from that of all declined in 1999-2000 as compared with 1993-94. But that difference for STs was not declined rather increased marginally (Table 10).

Table 10 Percentage of population living below poverty line in Rural and Urban India, 1993-94 & 1999-2000

	Rural			Urban			Gap in Rural		Gap in Urban	
Years	ST	SC	ALL	ST	SC	ALL	ST-ALL	SC-ALL	ST-ALL	SC-ALL
1993-94	51.94	48.11	34.27	41.14	49.48	32.36	17.7	13.8	8.8	17.1
1999-00	45.86	36.25	27.11	34.75	38.47	23.65	18.8	9.11	1.1	14.8

Sources: Statistical Profile of Scheduled Tribe in India 2010

The incidence (I), depth (D) and severity (S) of poverty in rural and urban India by social groups for 2004-05 and 2009-10 is shown in Table 11. Across social groups, STs had the highest incidence of poverty in rural India. The highest percentage point decline as also percentage change in poverty was also for them. They also had the least average MPCE in 2004-05 and 2009-10 (Rs. 446.5 and Rs. 777.3). In 2009-10 the rural population share for STs and SCs was 10.8 and 22.2 per cent respectively whereas their share of rural poor was 15.4 per cent and 28.2 per cent. Poverty risk was highest for

STs followed by SCs and other backward castes (OBCs). In urban India, average MPCE in 2004-05 as well as in 2009-10, was the least for SCs (Rs. 794.2 and Rs. 1,344.8 respectively). And SCs had the highest poverty levels followed by STs and OBCs. In 2009-10 SCs, STs constituted 15.1 and 3.5 per cent of urban population but comprised 24.5 and 5.0 per cent of the urban poor respectively. At the incidence level the percentage point decline for OBCs was higher than that for STs, but for depth and severity the percentage point decline for STs was higher than that of SCs. In fact, this is also reflected in poverty risk, which increased for STs with regard to incidence but decreased for depth and severity. Poverty risk also increased SCs for incidence and depth. Whatever may be the status of incidence, depth and severity of poverty for SCs and STs, their gap with 'others' declined in 2009-10 as compared with 2004-05. The gap between 'others' and STs as well as 'others' and SCs has been declined for incidence, depth and severity of poverty in both rural and urban India (Table 12).

Table 11 Incidence (I), Depth (D), and Severity (S) of poverty across social castes in Rural and Urban India in 2004-05and 2009-10

Social Castes	Rural						Urban					
	2004-05			2009-10			2004-05			2009-10		
	I	D	S	I	D	S	I	D	S	I	D	S
ST	62.3	17	6.3	47.4	11.1	3.7	35.5	9.9	3.8	30.4	7.2	2.5
SC	53.5	12.3	4	42.3	9.2	2.9	40.6	9.9	3.4	34.1	7.8	2.5
OBC	39.8	8.2	2.5	31.9	6.2	1.8	30.6	6.7	2.1	24.3	5.3	1.7
OTHERS	27.1	5.3	1.5	21	3.8	1	16.1	3.4	1	12.4	2.5	0.8

Source: India development report 2012-13

Table 12: The Gap between SCs (or STs) and others in respect of Incidence (I), Depth (D), and Severity (S) of poverty

Gap	Rural						Urban					
	2004-05			2009-10			2004-05			2009-10		
	I	D	S	I	D	S	I	D	S	I	D	S
Others-ST	35.2	11.7	4.8	26.4	7.3	2.7	19.4	6.5	2.8	18	4.7	1.7
Others-SC	26.4	7	2.5	21.3	5.4	1.9	24.5	6.5	2.4	21.7	5.3	1.7

Source: Calculated from Table 11.

Trend of Consumption Expenditure

Table 13 shows the average consumption expenditure of the non-SC/ST and SC/STs population. In 1999-2000, the average consumption expenditure of non-SC/STs was Rs. 526 relatively to Rs. 404 for SC/STs in rural India. However, over time, there was a clear trend toward divergence in average consumption expenditure of SC/STs toward their non-SC/STs counterparts as the gap increase from Rs 122 to 258 in rural India and from Rs. 220 to Rs. 453 in urban in 2009-10.

Table- 13: Monthly per capital Consumption expenditure Gap from others to caste from 1999-0 to 2009-10

	Rural			Urban		
	SC+ST	Non SC+ST	Gap	SC+ST	Non SC+ST	Gap
1999-2000	404	526	122	650	870	220
2004-05	450	621	171	808	1089	281
2009-10	901	1159	258	1621	2073	453

Sources: As in Table 7

VI. Conclusions

In this paper we have studied the evolution of occupation, education attainment, status of poverty and the level of consumption of scheduled castes and scheduled tribes in comparison with other social castes (non-SC/STs) in India during the post economic reform period with special emphasized on the last decades. The key message is that education attainment rates have been converging across the two groups while SC/STs have also been switching occupations at increasing rates during this period. Moreover, inter-generational education and income mobility rates of SC/STs have converged to non-SC/ST levels where as the consumption level of SC/STs have not converged to non-SC/ST level. Clearly, the last two years of major structural changes in India have seen a sharp improvement in the relative economic fortunes of these historically disadvantaged social groups.

Notes

1. *Household Assets and Liabilities in India* as on 30.06.2002, Govt. of India.
2. *Household Indebtedness in India* as on 30.06.2002, Govt. of India.
3. *Household Assets Holdings, Indebtedness, Current Borrowings and Repayments of Social Groups in India* as on 30.06.2002, Govt. of India.
4. *Household Borrowings and Repayments* 1.7.2002 to 30.6.2003, Govt. of India.
5. The unemployment rate (UR) is defined as the number of persons unemployed per 100 persons in the labour force (which includes both the employed and unemployed).
6. The Planning Commission estimates the incidence of poverty at national and State level using household consumption expenditure data from NSS quinquennial Rounds on Household Consumer Expenditure Surveys. Poverty is defined as the total per capita expenditure of the lowest expenditure class, which consumed 2400 kcal/ day in rural.

References

Anjum, Arvind & Manthan (2002), *Displacement & Rehabilitation*, Pune: NCAS.

Borooah, V. K. (2005), 'Caste, Inequality, and Poverty in India', *Review of Development Economics*, Vol.9, No.3.

Desai, S. and A. Dubey (2011), 'Caste in 21st Century India: Competing Narratives', *Economic & Political Weekly*, Vol. XLVI, No.11.

Desai, S. (2010), 'Caste and Census: A Forward Looking Strategy, *Economic & Political Weekly* Vol. XLV, No. 29.

Govt. of India (2003), *Household Assets and Liabilities in India*, Land & livestock holdings and Debt & Investment, NSS 59th Round

Govt. of India(2003*), Household Indebtedness in India* Land & livestock holdings and Debt & Investment, NSS 59th Round

Govt. of India (2003), *Household Assets Holdings, Indebtedness, Current Borrowings and Repayments of Social Groups in India*, Land & livestock holdings and Debt & Investment, NSS 59th Round

Govt. of India (2003), *Household Borrowings and Repayments* , Land &

livestock holdings and Debt & Investment, NSS 59th Round.

Hnatkovska, V. A. Lahiri, and S. Paul (2011): .Breaking the Caste Barrier Intergenerational

Mobility in India,.Working papers, University of British Columbia.

Nathan, D and V. Xaxa (ed). 2012, *Social Exclusion and Adverse Inclusion*, Institute for Human Development, Oxford University Press

Ito, T. (2009), 'Caste Discrimination and Transaction Costs in the Labor Market: Evidence from Rural North India, *Journal of Development Economics*, 88(2).

Jalan, J. and R. Murgai (2009), 'Intergenerational Mobility in Education in India', *Working Paper*, Indian Statistical Institute, Delhi.

Munda, R. D. and Bosu Mullick, S. (2003), *The Jharkhand Movement: Indigenous Peoples' Struggle for Autonomy in India*, Copenhagen: International Work Group for Indigenous Affairs, Transaction Publishers.

Munshi, K. (2010), 'Strength in Numbers: Networks as a Solution to Occupational Traps', Review of Economic Studies. Vol. 78.

Munshi, K., and M. Rosenzweig (2006), 'Traditional Institutions Meet the Modern World: Caste, Gender, and Schooling Choice in a Globalizing Economy', American Economic Review, 96(4), 1225–1252.

Munshi, K., and M. Rosenzweig (2009), 'Why is Mobility in India so Low? Social Insurance, Inequality, and Growth', *Working Papers*, Brown University, Department of Economics.

Prakash, N.(2009), 'The Impact of Employment Quotas on the Economic Lives of Disadvantaged Minorities in India', Working Papers, Dartmouth College, Department of Economics.

"Customer awareness is an effective part of customer satisfaction" :- A case study on Indian markets

Asit Kr Kar

Department of Commerce

[**Abstract** : The main aim of marketing firm is to maximize profit through customer satisfaction. So the marketing firms must understand the needs and desire of the customer. Consumer awareness is making the consumer aware of His/Her rights.]

Consumer awareness it a marketing term. It means that consumers note or are aware of products or services, its characteristics and the other marketing P's (place to buy, price, and promotion).Usually commercials and ads increase consumer awareness, as well as "word of mouth"(a comment from someone you know about a product or service) Globalisation, liberalisation and privatisation have transformed the Indian economy into a vibrant, rapidly growing consumer market. As a result the markets are flooded with different kinds of goods and services, substantially effecting and changing the purchasing pattern of the consumers. The rural markets, which were earlier ignored by most of the big international market players, are now being seen as a land of great business opportunity. As the disposable income of the masses is growing, more and more corporate houses are entering into the rural markets with their new goods and products. Due to this marketing for rural consumers is becoming more complex, consumer should be aware of the following:-

- Be quality conscious.
- Beware of misleading advertisements.
- Responsibilities to inspect a variety of goods before making selection.
- Collect proof of transactions.
- Consumers must be aware of their rights.
- Complain for genuine grievance.

- Proper use of product or services.

Various Forms of Consumer Exploitation:

- Sale of adulterated goods.
- Sale of sub-standard goods.
- Sales of duplicate goods.
- Use of false weights and measures.
- Hoarding and black-marketing leading to scarcity and rise in price.
- Charging more than the MRP Rates.
- Supply of defective goods.

As codified under the Indian Laws the Consumers have the following

Rights

- Right to Safety—to protect against hazardous goods
- Right to be Informed—about price, quality, purity
- Right to Choose—access to a variety of goods and services at competitive prices.
- Right to be Heard—consumers interest and welfare must be taken care of
- Right to seek Redressal—protection against unfair trade practices and settling genuine grievances.
- Right to Consumer Education.—Kowledge about goods and issues related to consumers.

Duties

In order to secure the rights, consumers have to fulfill the following duties:-

- While purchasing the goods, customers should look at the quality of the products and services.
- Consumers should form Consumer Awareness Organization which can be given representations in various committees formed by the government and other bodies in matters relating to consumers.
- Consumers should look at the guarantee of product and services while purchasing. They can insist for the warrantee card of the products purchased.
- Consumers should preferably purchase quality marked products with

ISI mark, Agmark, etc.

- Consumers should ask for cash memos/bills with item purchase. Consumer must make complains for their genuine grievances by the help of consumer protection act.

ntroduction

ustomer is the life-blood for every type of business, in other word we can ay Customer is the centre of every business, so customer satisfaction is e main aim of marketing firm for maximize profit. So the marketing firms ust understand the needs and desire ness of the customer which is acked by consumer behavior, consumer awareness, consumer otection & the society to which the customer belong. Marketing firm ust have a complete knowledge of customer awareness, CRM & onsumer protection for the purpose of consumer satisfaction. In present enario of Globalization, liberalization and privatization marketing has ndergone a metamorphic change to cope with increased ompetitiveness , changing needs of customers, continuous product up gradation due to change in technology, changing marketing pattern.

ustomer awareness is very much linked with customer protection for voiding various types of problems & hazards. Building customer wareness is an effective part of customer satisfaction. The Government f India promoted consumer protection movement in India in 1980s for uilding consciousness among the Indian customers . The objectives of e consumer movement was to make Indian consumers aware of their ghts since the producers have been exploiting them under conditions f scarcity in the protected Indian economy for long. Unfortunately, many dvertisements make false promises, are highly exaggerated and give ncomplete descriptions of products. The media, schools and parents long with consumer groups need to help children develop the ability to nderstand the purpose of advertising. There is so much more information vailable to children that they must perceive the importance of istinguishing between different sources of information. The onsumption patterns are changing fast and children today are very clear n their choices regarding food, clothing, cosmetics or accessories. arents are increasingly permitting their children to take decisions when hopping. It then becomes very important for children to check details (for xample, labels) before buying products. Children can be taught to shop isely and a few simple precautions will ensure that they choose the right

product at the right price. It is but natural that parents wish the best for their children, and strive hard to fulfill their demands. But this is not always a good idea as it affects both the parents and children in a negative way in the long run.

Consumer education also involves environmental education as it deals with the importance of conserving (natural resources) and sustaining (recycling and reusing) the environment, including the direct health effects of environmental pollution and toxic products on consumers.

Schools must incorporate consumer education into school curricula as it is important to impart the practical skills and critical ability needed to cope with social and economic changes.

Anyone who consumes goods is a consumer. Consumers get exploited in the market. They respond to advertisements and buy goods. Generally advertisements do not give all the information that a consumer needs to know or wants to know about a product.

In the present situation, consumer protection, though as old as consumer exploitation, has assumed greater importance and relevance. Now there are laws and policies which focus on consumer protection and welfare. Special emphasis is being given to consumer education so that people become aware about their rights and responsibilities as consumers and how to redress their grievances. In India various Acts intended to protect the consumers directly or indirectly against different forms of exploitation were enacted from time to time. However, except for the Monopolies and Restrictive Trade Practices (MRTP) Act, 1969, all the other Acts were mainly punitive and preventive in nature. In spite of these Acts the consumers did not have any effective mechanism or institutional arrangements for the speedy red resale of their grievances and also the lack of effective popular movement isolated the consumer and his plight only increased. Seeing the pressure mounting from various consumer protection groups and the consumers themselves the Parliament enacted the Consumer Protection Act in 1986.

Definition:

Customer awareness may be defined as process of building customer right & consciousness about the product & service quality, safety, choice, information & other features when consumer buy any types of product & services. The understanding by an individual of their rights as a consumer

concerning available product wants and services being marketed and sold. The concept involves four categories including safety, choice, information, and the right to be heard. The first declaration of consumer rights was established in the US in 1962. Consumer activist Ralph Nader Is referred to as the father of the consumer movement. Customer awareness is based on the following things which is discussed in below

1) Awareness Product Information

Consumers can benefit from information about products that comes from Sources outside the company that makes them. Consumer-review websites, such as Consumer World, provide price and feature comparisons of products and Information on shopping. Examples include a comparison of the dependability of different cars on the market or opinions about the best companies in a specific category.

2) Better understanding about product features & other contents of product

Government agencies and consumer groups often begin consumer-awareness Campaigns to help people understand new products in the marketplace. Examples of this include the Food and Drug Administration (FDA) giving consumers information on food product labels and the 2009 conversion from analog to digital television.

Consumer-rights awareness helps people know what they can expect from companies that supply them with products and services.

3) Fraud Warnings

Consumer warnings are a part of consumer awareness. Knowing about fraud alerts, identity scams and deceptive practices by retailers can help protect consumers when making purchases.

4) Safety

Consumer awareness can increase safety and even save lives. The U.S. Consumer Product Safety Commission is a resource for information on safety of products, including recalls of equipment and safety warnings

5) Consumer Protection Law

Importance of Consumer Awareness:

Consumer awareness refers to a buyer's knowledge of a particular product or company, allows the buyer to get the most from what he buys. Consumers know more about their choices when they have product information and benefit from knowing their rights, hearing about alerts and warnings and finding out about safety issues.

We need it so we will not be misled by producers it explains if what we buy is worth to our money and not harmful to us and to environment.

Many people are ignorant of their rights to get protected against the exploitation by so many others. So when there is a forum for such redress of grievances there seems to be no such exploitation by many and becomes a rare one. So in order to get a clear picture of the level of exploitation of consumers, the awareness is required.

The necessity of adopting measures to protect the interest of consumers arises mainly due to the helpless position of the consumers.

Therefore, consumer should be aware of the following:-

- Be quality conscious.
- ***Beware of misleading advertisements.***
- *Responsibilities to inspect a variety of goods before making* selection.
- Collect proof of transactions.
- Consumers must be aware of their rights.
- Complain for genuine grievance.
- Proper use of product or services.

Rights And Duties Of Consumers:

As codified under the Indian Laws the Consumers have the following

Rights

- Right to Safety—to protect against hazardous goods
- Right to be Informed—about price, quality, purity
- Right to Choose—access to a variety of goods and services at competitive prices.
- Right to be Heard—consumers interest and welfare must be taken care of
- Right to seek Redress—protection against unfair trade practices and settling genuine grievances.
- Right to Consumer Education. —Knowledge about goods and issues related to consumers.

Duties

In order to secure the rights, consumers have to fulfill the following duties:-

- While purchasing the goods, customers should look at the quality of the products and services.
- Consumers should form Consumer Awareness Organization which can be given representations in various committees formed by the government and other bodies in matters relating to consumers.

Consumer Protection Measures:

- Lok Adalat
- Public Redress Forum and Consumer Protection Councils.
- Awareness Programs.
- Consumer Organization.
- Consumer Welfare Fund.

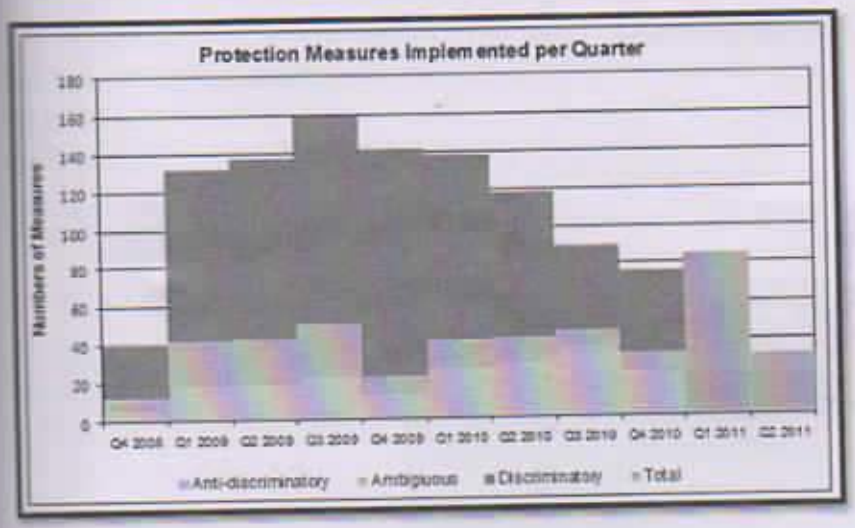

Lesgislative Measures:

- Drugs Control Act 1950.
- Agricultural Product Act 1951.
- Industries Act 1951.
- Prevention of Food Adulteration Act 1955.
- Essentials Commodity Act 1955.
- Standards of Weights and Measures Act 1956.
- Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969

- Prevention of Black Marketing and Maintenance of Essential Supplies Act 1980.
- Bureau of Indian Standards Act 1986.

Administrative Measures:

Apart from ensuring food security to the poor , as a part of certain administrative measures , PDS (Public distribution System) has been established to prevent over – changing by trades , hoardings and black marketing.

The PDS has two price structures, one for families living below poverty line while the other for families living above poverty line. In this way people living below poverty line are given food grains at much lower prices than other through fair price shops.

Technical Measures:

In order to protect the consumers from the lack of purity and lack quality of goods, the government has setup institutions for setting the standard for making various products. These standards are enforced by three institutions, namely:

- The **Bureau of Indian Standards (BIS)** is responsible for industries and consumer goods.
- **Agmark** is meant for setting a standard for agricultural products.
- At International level, the **ISO**, i.e., International Organization for Standardization is a non- governmental organization which provides certificates to companies, goods and institutions indicating a specific level of standard.

Consumer Protection Act 1986

[Act No. 68 of Year 1986, dated 24th. December, 1986]

Consumer Protection Act came into force from 1 july 1987. The main objective of this act is to provide better and all round protection to consumer and effective safeguards against different types of exploitation such as defective goods, deficit services, and unfair trade practices. An Act to provide

for better protection of the interests of consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers' disputes and for matters connected therewith.

Salient Features of This Act:

- This Act may be called the Consumer Protection Act, 1986.
- It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
- It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different States and for different provisions of this Act.
- Save as otherwise expressly provided by the Central Government by notifications, this Act shall apply to all goods and services.
- It applies to all goods, services and unfair trade practices unless specifically exempted by the Central.
- It covers all sectors.
- It provides a statutory recognition to the six rights of consumer.
- ***Level of Awareness Among Consumers***
- ***Insistence on Cash Memo***
- When a purchase is made or a service availed it is important for the consumer to take a proper cash memo or a receipt as a proof of the transaction made and also for future need. The cash memo is an important document if one has to file a complaint. It is obligatory on the part of the consumer to take a proper cash memo and it is also the duty of the shopkeeper or the service provider to give a cash memo. Moreover, not taking a cash memo amounts to a loss to the public exchequer in terms of taxes. However, in general it has been observed that unless the cost of transaction is very high the consumer does not bother to take a cash memo and this situation is more prevalent in the rural areas.

- Information about the Product at the Time of Purchase
- Consumer Buying Process
- In the rural areas a large number of products which are sold are of inferior quality. The shop keepers generally tend to cheat the consumers in terms of price and contents of the products. The government has made it mandatory for the producers to give information about the contents of the product on the label as well as indicate the MRP of the product. It is also mandatory to mention the date of manufacture and the date of expiry on packed items. During the survey it was found that not many of the rural consumers bothered to know about the contents, the expiry date and other relevant information. However, they were conscious about the price of the product and most of them sought information about it.

- ***Awareness about MRP (Maximum Retail Price)***
- Almost all the packed commodities have MRP printed on it. The awareness about the MRP is gradually increasing. Urban customers lack awareness of Maximum Retail Price (MRP) of food, grocery, toilet, cosmetics and other FMCG products when going to purchase them at the kirana shops or any of the malls in their area, says a survey.

The urban customers randomly cross check the prices and if there are some variations in the MRP, they tend to buy from another shop or outlet. However, it found that in the rural areas, most of the population continue to resort to bargaining with the shopkeeper and it was felt that this practice will continue until their income levels also go up.

- ***Awareness about Standard Marks and Labels***
- Standard mark is a mark or symbol given to a product, which meets certain standards with respect to the quality in terms of material used, methods of manufacturing, labeling, packaging and performance. Standardization of products is one of the best ways of protecting the consumers. The BIS and other organizations are working on this and have come up with various standard markings to ensure quality and

purity of the products so that the consumer gets value for money and is not cheated. During the survey it was felt that the awareness level about such markings should be enquired about.

❖ ***Awareness about ISI mark (Indian Standards Institute)***

The Bureau of Indian Standards, empowered through a legislative Act of the Indian Parliament, known as the Bureau of Indian Standards Act, 1986, operates a product certification scheme, and has till date granted more than 30,000 licenses to manufacturers covering practically every industrial discipline from Agriculture to Textiles to Electronics. The certification allows the licensees to use the popular ISI Mark, which has become synonymous with quality products for the Indian and neighbouring markets over the past 50 years.

❖ ***Awareness about AGMARK (AGricultural MARKeting)***

❖ AGMARK Grading and Standardization is a Central Sector Scheme with the objective of promotion of grading and standardization of agricultural and allied commodities under Agricultural Produce (Grading & Marking) Act, 1937. Quality standards for agricultural commodities are framed based on their intrinsic quality. Food safety factors are being incorporated in the standards to compete in World trade. Standards are being harmonized with international standards keeping in view the WTO requirements. Certification of agricultural commodities is carried out for the benefit of producer/manufacturer and consumer. Certification of adulteration prone commodities viz. Butter, Ghee, Vegetable Oils, Ground-Spices, Honey and Wheat Atta etc. is very popular. Blended Edible Vegetable Oils and Fat Spread are compulsorily required to be certified under Agmark. Facilities for testing and grading of cotton for the benefit of cotton growers is provided through six cotton classing centers set up in cotton growing belt in the country. Check is kept on the quality of certified products through 23 laboratories and 43 offices spread all over the country.

❖ ***Awareness about FPO (Fruits Product Order)***

❖ FPO mark can be seen on the container or packages of processed food or agricultural produces like jam, jelly, sauce, fruit juice, pickles etc. Many of these processed food or agricultural produce are not much in use in the rural areas. It may be used occasionally but the rural consumers prefer to use the local brands which certainly do not carry these markings. A few local brands of sauce were visible in various shops during the survey but it was not an issue of importance to them. Even though it is important that the consumers use quality products but 98.8 percent of the respondents were not aware about the FPO mark.

❖ ***Awareness about Hallmark***

❖ The gold consumption in India is increasing day by day. Therefore the jewelers are also mushrooming. On the customer's point of view, there is no standardization of prices in jewelery. The other problem is that making charges varies depend upon the jewellery shop. Even if the jewellery owners claim tha

❖ t their jewellery contain different carats, people have no knowledge how to check the carat of the jewellery, where it can be checked, etc. The jewelers claim of Hall mark/ BIS standard/ 912 etc. it is very difficult to identify the purity of gold. Anybody can forge hallmark/912 mark on the jewellery. Today getting good jewellery/ gold at a fair price becomes Herculean task for the customers. On the other hand, if we want to sell our gold ornaments, they look very suspiciously about the purity of gold. When we buy gold from a jeweller's shop.

❖ ***Awareness about BEE (Bureau of Energy Efficiency)***

❖ The BEE Star Energy Efficiency Labels have been created to standardize the energy efficiency ratings of different electrical appliances and indicate energy consumption under standard test conditions. These labels indicate the energy efficiency levels through the number of Stars highlighted in colour on the label. The BEE Star Labels include a Star Rating System that

ranges from One Star (least energy efficient, thus least money saved) to Five Stars (most energy efficient, thus most money saved). It is a recent phenomenon and is found on electrical appliances like bulbs, refrigerators and air conditioners. Since it relates to electrical appliances it is expected that the level of awareness will be low.

- ***Awareness about Grievances Redress Mechanism***
- The Consumer Protection Act, 1986 provides for a three-tier mechanism at the district, state and the National levels to redress the grievances of the consumers. Consumers can file a complaint which is to be disposed of within a specified time framework. The procedure is based on summary trial and principles of natural justice. Many of the respondents did not know about the redressal mechanism. Even those who knew about the Act were to a large extent unaware about the main provisions of the Act.

- ***Awareness about "Jago Grahak Jago"***
- Jago Grahak Jago is a popular advertisement issued by the Departme of Consumer Affairs, which intents to inform, educate and protect t consumers. With the focus on empowering consumers, t government has been implementing an innovative and inten multimedia campaign, "Jago Grahak Jago (Wake up Consumer)" create consumer awareness in the country.

  Realizing the need for empowering consumers, the government ha approved a scheme of Rs 409 crore during the 11th five-year Plan the awareness campaign aimed at helping the emergence consumers who irrespective of age, socio-economic class or gender a empowered enough to make free, fair, and informed choices of products or services. Under its "Jago Grahak Jago" initiative, the department has tried to reach consumers through print advertisements in national as well as regional newspapers, TV spots in Doordarshan and private channels, audio spots in All India Radio and private FM channels.

Encouraged by the response to its campaign, the government has intensified its consumer education initiatives by highlighting issues such as maximum retail price (MRP), labeling and standardization and is also planning to expand the hallmarking scheme.

Consumer rights experts feel that the government should widen the focus of the "Jogo Grahak Jago" campaign. Right now, it focuses on defective products and exorbitant prices. They argue that the government needs to change it as services, and not product-related problems, are clearly troubling consumers the most.

References

1. A Textbook on Consumer Awareness by Philip Kotler.
2. Preeti Mehra, "Crusade against Counterfeit" Bussiness Line.
3. Pushma Girimaji, Misleading Advertisement and Consumer.
4. Kaptan S.S, Rural consumer and consumer protection, Sarup & sons publication
5. Ashish Mitra . A Textbook on Consumer Behaviour.
6. WWW.GOOGLE .COM
7. International Journal on Marketing
8. Debraj Datta and Mahua Datta,Consumer Behaviour & Advertising Management, Vrinda Publication